বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

# প্রতিজ্ঞা

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

# প্রতিজ্ঞা

## কাজী মায়মুর হোসেন

এক কথার লোক জোসেফ ওয়েন। বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল বন্ধুর বোন আর ভগ্নিপতির খোঁজ নেবে, দেখবে কেমন আছে তারা, প্রয়োজনে সাহায্য করবে।
সেই থেকে ওয়েনের অন্বেষার শুরু, সূত্র শুধু একটা নাম—র‍্যান্স মার্টিন্ডেল।
বিভিন্ন শহর ঘুরে মিডৌল্যান্ডে এলো ওয়েন, টের পেল এখানেই আছে সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি।
কিন্তু ততক্ষণে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে ও।
খুনের অভিযোগে জেলে পুরে দেয়া হলো ওকে।
এবার?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

# প্রতিজ্ঞা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

## সেবা প্রকাশনীর
### আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজী মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাড়ইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট। **খোন্দকার আলী আশরাফ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

**আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

**কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর।

**ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহ্দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

---

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

# ওয়েস্টার্ন

# প্রতিজ্ঞা

## কাজী মায়মুর হোসেন


Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

# এক

সংক্ষিপ্ত পথে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পৌছুতে চেয়ে এই পর্বতমালার পুবের ঢাল বেয়ে উঠেছিল একটা ওয়্যাগন ট্রেইন। কিন্তু পশ্চিমের খাড়া ঢাল যখন চোখে পড়ল, হাল ছেড়ে দিল সবাই। রাগে দুঃখে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করল একজন। পাহাড়ের চূড়াতেই কবর দেয়া হয়েছে তাকে।

যে কাঠের ক্রুশ পাথুরে কবরটা চিহ্নিত করেছে সেটা অনেক দিন আগের। পচন ধরেছে কাঠে, আর কয়েক বছর পর ক্রুশটা থাকবে না।

ক্রুশের কয়েক ফুট দূরে ঘোড়া থেকে নামল কঠোর চেহারার দীর্ঘদেহী লোকটা, দ্বিতীয়বার তাকাল না কবরের দিকে। আগেও অনেক ক্রুশ দেখেছে ও। অগভীর কবরে হাড়গোড়ও দেখেছে। অনেকের জীবন কেড়ে নিয়েছে পশ্চিম। একদিন ওরটাও নেবে।

হয়তো নিচের ওই উপত্যকাই হবে ওর চিরবিশ্রামের জায়গা, কারণ অভিযাত্রীদের মতো এখান থেকে ফিরে যাবে না ও। ওর সঙ্গে কোন ওয়্যাগন, মহিলা বা বাচ্চা নেই যে বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে নামা যাবে না। সঙ্গে শুধু দুটো ঘোড়া আছে ওর, একটা আটবছর বয়সী কালো গেল্ডিং, অন্যটা লোমশ একটা স্ট্যালিয়ন। শেষেরটা মালপত্র বইছে। পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আছে, ফলে দুটো ঘোড়াই পাহাড়ী ছাগলের মতো দেখেশুনে পা ফেলে।

নিচের উপত্যকাটা দেখতে ঘোড়ার খুরের মতো। তাপ প্রবাহের কারণে এত ওপর থেকে মাটি দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড়ী ঢালে সবুজের ছোপ দেখে উপত্যকাটাও সবুজ হবে, আন্দাজ করল আগন্তুক। স্যাডল পমেল থেকে ক্যান্টিন তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় পানি ঢালল। তারপর লম্বা একটা শ্বাস টেনে চড়ে বসল বয়স্ক ঘোড়াটার

স্যাডলে, নামতে লাগল বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে।

সাবধানে পথ বেছে নিচ্ছে গেল্ডিং, এগোনোর আগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়িয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে জমি। পরখ করার আগে ভুলেও দেহের পুরো ওজন চাপাচ্ছে না। পেছন থেকে সঙ্গীকে অনুকরণ করছে স্ট্যালিয়ন, তবে গেল্ডিঙের মতো অতটা নিশ্চিত নয় ওটা।

খুবই ধীরে নামছে ওরা। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে স্যাডল থেকে নেমে হাঁটছে লোকটা। উপত্যকা আর কয়েক শো গজ নিচে।

ঢালের বাজে একটা জায়গা পেরচ্ছে সে, এমন সময়ে রাইফেলের আওয়াজে চমকে গেল। আড়ষ্ট হয়ে গেল দেহের পেশী।

পর পর আরও দু'বার গুলি হলো। চট করে ঘোড়ার আড়ালে চলে এলো আগন্তুক। একটু পরই বুঝতে পারল, ওর দিকে গুলি করা হচ্ছে না। ঘোড়ার কাছ থেকে সরে নিচে তাকাল এবার। দেখল কয়েক শো গজ নিচে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে লোকগুলো।

তুমুল গোলাগুলি চলছে দু'পক্ষের মাঝে। একটু মনোযোগ দিতেই লোকজনের রাগী চিৎকারও শোনা গেল।

বিশ ফুট নিচে সরু একটা পাহাড়ী তাকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো আগন্তুকের। উপত্যকার দিকে নেমে গেছে ওটা। যতই নেমেছে, চওড়া হয়েছে ধীরে ধীরে। তাকটা খাড়া, তবে এতটা নয় যে ঘোড়া নিয়ে নামা যাবে না।

ওখানে নেমে অপেক্ষা করল আগন্তুক। ঘোড়া দুটো তাকে আসার পর চড়ে বসল গেল্ডিঙের পিঠে, রাশ দুলিয়ে সামনে বাড়ল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোল গেল্ডিং। তাক যেখানে পাহাড়ী সবুজ ঢালে এসে মিশেছে সেখানে এসে গতি বাড়াল। আগের চেয়ে পথ চলা এখানে অনেকটা সহজ, ঢালু হয়ে উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে সবুজ পাহাড়।

তাকে যখন ছিল, আরও কয়েকটা গুলির আওয়াজ হয়েছে। দূরে সরে গিয়েছিল আওয়াজ। পাহাড়ী তাক এঁকেবেঁকে উপত্যকার আরেকদিক থেকে নেমেছে, চলে গেছে লোকগুলোর কাছ থেকে অনেকটা পশ্চিমে। ঢালে পৌঁছেই তাক ছেড়ে নামতে শুরু করল

অশ্বারোহী। লক্ষ্য নিচের লড়াইরত লোকগুলো।

কয়েক মিনিট পর এক সারি গাছের পেছনে ঘোড়া থামিয়ে সামনেটা দেখল আগন্তুক। চারজন সশস্ত্র অশ্বারোহী পঞ্চম একজনকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, রাইফেল আর সিক্সগান দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করছে শত্রুর দিকে। পঞ্চম লোকটা আহত, মাটিতে পড়ে থাকা একটা পাইনের গুঁড়ির পেছনে আড়াল নিয়েছে, পাল্টা গুলি করে প্রতিরোধ করছে সাধ্যমতো। তবে লড়াইয়ের পরিণতি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে, আহত লোকটা আর পালাতে পারবে না। পাইন গাছের গুঁড়ি ছাড়া চারপাশের পঞ্চাশ গজের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই। আহত লোকটাও জানে সে শেষ হয়ে গেছে। সেজন্যেই বোধহয় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গাছের গুঁড়ির ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চেঁচাতে চেঁচাতে গুলি করতে লাগল প্রতিপক্ষের উদ্দেশে। তার বেশিরভাগ গুলিই প্রতিপক্ষের ধারেকাছে গেল না। ডান হাতটা অসাড় ঝুলছে দেহের পাশে, গুলি করছে বাম হাত দিয়ে।

অশ্বারোহীদের একজন হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে কাঁধে রাইফেল তুলে নিল। বিপদের তোয়াক্কা না করে ধীরেসুস্থে তাক করল লোকটা। তারপর ট্রিগারে চাপ দিল।

কোণঠাসা লোকটার হাত থেকে সিক্সগান খসে পড়ল। এক হাতে বুক চেপে ধরল সে, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল গাছের গুঁড়ির এপারে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড তাকে দেখা গেল, তারপরই ধেয়ে গেল অশ্বারোহীরা, ঘিরে ফেলল লোকটাকে, জাপটে ধরল।

লোকটা আহত এবং নিরস্ত্র, তবুও শেষ চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়ানোর। কোন কাজ হলো না। ব্যর্থ হলো তার প্রচেষ্টা। কোমরে পরিয়ে দেয়া হলো একটা দড়ি। তারপর রুক্ষ মাটিতে ছেঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ষাট গজ দূরের একটা পাইন গাছের কাছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। ঝুলিয়ে দেয়া হবে তাকে বিনা বিচারে।

গাছের নিচে যাওয়ার পর ধরে দাঁড় করানো হলো লোকটাকে। কোমরের দড়ির অন্য প্রান্ত ঘুরিয়ে আনা হলো একটা ডালের ওপর দিয়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল একজন, দড়ির খোলা প্রান্তে একটা ফাঁসির গিঁঠ বাঁধছে।

এভাবে কাউকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়ার অধিকার নেই কারও। এবার উপযুক্ত সময় হয়েছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে রাশে দোলা দিল আগন্তুক। ইঙ্গিত পেয়েই ছুটতে শুরু করল গেল্ডিং।

সামনের লোকগুলো নিজেদের কাজে এতই মগ্ন যে আগন্তুক ওদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে আসার আগে টেরই পেল না কিছু। তারপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়েই মুখ তুলল ওরা। রাইফেল কাঁধে তুলে তৈরি হয়ে গেল একজন। প্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে গুলি করতে পারবে।

আগন্তুক যেন রাইফেলটা দেখেও দেখল না, চলে এলো লোকগুলোর পনেরো ফুট দূরে। তারপর ঘোড়া থামাল।

রাইফেলধারী সামনে বাড়ল। এখনও অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে আগন্তুকের বুকে। বলল, 'ঠিক আছে, মিস্টার। এটা তোমার কোন ব্যাপার না। নিজের পথ দেখো।'

নরম গলায় বলল আগন্তুক, 'নিজের পথই তো দেখছি। সেই সকাল থেকে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। ভাবছি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাব।' চোখের ইঙ্গিতে আহত লোকটাকে দেখাল। 'ঝুলিয়ে দিচ্ছ?'

রাইফেলধারীর পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন। লোকটা প্রকাণ্ডদেহী, চৌকো চোয়াল, বয়স বছর তিরিশেক। ধূসর চোখের কড়া দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখল সে। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'ভাল চাইলে নিজের পথ ধরো। এখানে রাসলারের বিচার হচ্ছে।'

শান্ত স্বরে বলল আগন্তুক, 'আমি তো কোন বিচার দেখছি না। তোমরা শুধু বিচারের রায় কার্যকর করছ।'

'মিথ্যে কথা! আমি রাসলার না! র‍্যাঞ্চার! আমি র‍্যাঞ্চার!' আহত বন্দি চেঁচিয়ে উঠল। আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। শপাং করে তার মুখে দড়ি চালাল একজন।

'মুখ খুলবে না খবরদার!' ধমক দিল বাড়ি দিয়েছে যে লোকটা। পর পর আরও দু'বার দড়ি দিয়ে আহত লোকটার মুখে আঘাত করল সে। চতুর্থবারের মতো হাত তুলেছে, এমন সময় শান্ত একটা কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল।

আগন্তুক মোলায়েম সুরে বলে উঠেছে, 'আমি হলে ভুলেও আর মারতাম না।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লোকটা। তারপর দ্রুত পায়ে সামনে বাড়তে বাড়তে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'মাতবরী হচ্ছে, না! দাঁড়া, তোকেও সিধে করে দিচ্ছি।'

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল আগন্তুক। হ্যান্ডসআপ করার ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে তুলে রেখেছে। সবাই দেখতে পাচ্ছে তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। দেখে মনে হয় অস্ত্র বের করবে তেমন কোন ইচ্ছেও নেই। সহজ গলায় বলল, 'সাহস থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পার।'

দড়িওয়ালার সাহস আছে নিঃসন্দেহে। দড়ি তুলে এগিয়ে আসছিল লোকটা, কিন্তু হাত তুলে তাকে বাধা দিল প্রকাণ্ডদেহী। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজনের বদলে দু'জন ফাঁসিতে ঝুললে এই এলাকার কেউ কিছু মনে করবে না, মিস্টার।'

'আজকে এখানে কোন ফাঁসি হবে না।' শুকনো গলায় কথাটা বলেই বাম পাশে একটু কাত হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক। এখন তার চেহারা গম্ভীর। শীতল হয়ে গেছে চোখের দৃষ্টি।

মুহূর্তের জন্যে একদম চুপ হয়ে গেল সবাই। তারপর নীরবতা ভাঙল দড়িওয়ালা। 'তুমি শেষ, মিস্টার!' বলেই দড়ি ফেলে দিয়ে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল লোকটা। চালু হাত। পুরনো খাপ থেকে ছিটকে বেরল নিয়মিত যত্ন নেয়া সিক্সগান।

লোকটা নল ওঠাতে শুরু করার পর হাত নামাল আগন্তুক, ড্র করবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলেছে। ডান হাতটা তার এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে নড়ে উঠল। যেন উরুতে ছোবল দিল কোন ক্ষিপ্ত র‍্যাটল স্নেক।

কখন কপালে গুলি খেয়েছে কাউবয় নিজেও জানে না। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল তার লাশ। তার আগেই লাফ দিয়ে সরে গেছে আগন্তুক, গুলি করেছে প্রকাণ্ডদেহীকে লক্ষ্য করে।

ঘোঁত করে উঠল দানব। গুলির ধাক্কায় এক পাশে ঘুরে গেল। অস্ত্র বের করে ফেলেছিল, পায়ের কাছে খসে পড়ল সিক্সগান। ডান হাতে বাম কাঁধ চেপে ধরল সে। রক্তে লাল হয়ে উঠল সাদা শার্টের হাতা।

অন্য দুই কাউবয় অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েও থমকে গেল। আগন্তুকের অস্ত্র তাদের দিকে চেয়ে আছে এক চোখে। শান্ত গলায় বলল আগন্তুক, 'আমি বলেছিলাম আজকে এখানে কোন ফাঁসি হবে না।'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। একবার আহত সঙ্গীর ওপর থেকে ঘুরে এলো তাদের দৃষ্টি, থামল মৃতদেহের ওপর। তারপর আবার তাকাল তারা আগন্তুকের দিকে।

ফ্যাসফেঁসে গলায় প্রকাণ্ডদেহী বলল, 'পস্তাতে হবে তোমাকে। ভেবো না পালিয়ে রেহাই পাবে। যেখানেই যাও না কেন, তোমাকে খুঁজে বের করা হবে।'

'পালানোর কথা যখন উঠলই,' বলল আগন্তুক, 'তুমিই বরং পালাও তাড়াতাড়ি।' এবার অক্ষত দুই কাউবয়কে হাতের ইশারা করল। 'তোমরাও!'

হাত তুলে সামনে বাড়ল ফাঁসির আসামী। জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'যেতে দিয়ো না ওদের! ওরা খুনী।' উবু হলো লোকটা প্রকাণ্ডদেহীর ফেলে দেয়া অস্ত্র তুলে নিতে, কিন্তু পারল না। সামনে বেড়ে লাথি মেরে অস্ত্রটা সরিয়ে দিল আগন্তুক।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল লোকটা। তারপর বলল, 'ওরা যা বলছে মিথ্যে বলছে না।' মৃত লোকটাকে দেখাল সে। 'এ কার্বি স্লোন।' আঙুল তাক করল প্রকাণ্ডদেহীর দিকে। 'ও রেব হপকিন্স, এইচ এল র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি ঠিক বলছি কিনা।'

'নামগুলো আমার মনে থাকবে,' বলল আগন্তুক।

'মনে রেখো,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল প্রকাণ্ডদেহী। 'মৃত্যুর আগে আরেকবার তোমাকে মনে করিয়ে দেয়া হবে।'

পাত্তা দিল না আগন্তুক। বাকি দুই কাউবয়ের দিকে তাকাল। 'কি, তোমাদের নামও মনে রাখব?'

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো দুই কাউবয়ের। ওদের চোখে ভয় লক্ষ করল আগন্তুক। দু'জনের একজন মাথা নাড়ল। 'আমরা সাধারণ কাউবয়। নির্দেশ দিলে পালন করি শুধু।'

'কাপুরুষ কোথাকার! থুহ্!' থুতু ছিটাল রেব হপকিন্স। 'একটু আগেও এলিসকে ঝোলানোর ব্যাপারে কারও চেয়ে তোমাদের উৎসাহ কম ছিল না, আর এখন বেকায়দায় পড়ে চোখের পলকে ভোল পাল্টে ফেলেছ!' তিক্ত হাসল সে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে। 'আমি বলছি ওদের নাম। চামড়া সর্বস্ব লোকটা নিজের নাম বলে হ্যাক বাটলার, আর গুবরে পোকার মতো গোঁফওয়ালা লোকটা ফ্রেড অ্যানসন। তবে ওদের তুমি এইচ এল র‍্যাঞ্চে পাবে না। ফিরে গিয়েই ঘাড় ধরে খামার থেকে বের করে দেব আমি।'

ঘোড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল রেব হপকিন্স। বাটলার আর অ্যানসন একটু দ্বিধা করল, চিন্তিত চোখে তাকাল আগন্তুকের দিকে, তারপর তাকে অনুসরণ করল। দু'পা এগিয়েই পেছন থেকে আগন্তুকের ডাক শুনে থামতে হলো ওদের।

'তোমরা তোমাদের সঙ্গীকে নিতে ভুলে যাচ্ছ।' মৃত লোকটাকে দেখাল আগন্তুক।

ফিরে এসে নিহত কাউবয়কে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল বাটলার আর অ্যানসন। ঢালের প্রান্তে কয়েকটা পাইন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ওদের ঘোড়া।

আহত এলিস লোকগুলোকে চলে যেতে দেখল, তারপর তাকাল আগন্তুকের দিকে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'বিরাট ভুল করলে তুমি। বাটলার আর অ্যানসন কিছু না, কিন্তু রেব হপকিন্স এইচ এল র‍্যাঞ্চের র‍্যামরড। এর মানে নিশ্চয়ই বোঝো?'

'না।'

'আমি বলতে চাইছি এইচ এল র‍্যাঞ্চ। ওরা এইচ এল র‍্যাঞ্চের লোক।'

'তো?'

অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল আহত লোকটা। 'এখানে নিশ্চয়ই নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'সেজন্যেই জানো না। শীঘ্রি টের পাবে কার বিরুদ্ধে লাগতে গেছ হেনরি ল্যাংফোর্ড সাঙ্ঘাতিক লোক। কাউকে ক্ষমা করে না, শত্রুতাও

ভোলে না। ল্যাংফোর্ড…' হঠাৎ থেমে গেল এলিস। ব্যথায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। দুলে উঠল শরীরটা। মাটিতে পড়ে যেত, কিন্তু সামনে বেড়ে অচেতন শরীরটা ধরে ফেলল আগন্তুক।

সূর্য যখন মধ্য আকাশে, ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে গরুর শুকনো মাংস ভেজে নিল আগন্তুক। খাওয়া শেষে কফিতে চুমুক দিচ্ছে এমন সময়ে গোঙাতে শুরু করল এলিস। জ্ঞান ফিরে আসছে। এপাশ ওপাশ শরীর মোচড়াচ্ছে লোকটা আগন্তুকের দেয়া কম্বলের তলায়।

আরেকটা টিনের কাপে কফি ঢেলে আহত লোকটার কাছে সরে এলো নবাগত, এলিসের মাথা তুলে ধরে একটু একটু করে কফি ঢেলে দিল ঠোঁটে।

কেশে উঠল এলিস। গলায় কফি আটকে গেল। কিন্তু চোখ মেলল সঙ্গে সঙ্গে। কাশি থামার পর শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড অপরিচিত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল এলিস, তারপর চিনতে পেরে উঠে বসার চেষ্টা করল। খসখসে গলায় বলল, 'যেতে হবে আমাকে…ঘোড়ায় চড়ে…অনেক দূরে কোথাও।'

'আজকে তোমার ঘোড়ায় চাপা চলবে না।'

'চলতেই হবে, মিস্টার। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না যদি আমি পালাতে না পারি। ওরা যদি ধরতে পারে তো মেরে ফেলবে।'

'অনেক রক্ত হারিয়েছ তুমি,' বলল আগন্তুক, 'হাতে আর বুকে গুলি খেয়েছ। বুকের গুলিটা পিঠ দিয়ে বের হয়নি। ডাক্তার দেখানো দরকার। তোমার বাসা কোথায় বললে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল এলিস। 'ওখানে কেউ নেই। তাছাড়া ওরা জেনে যাবে… জেনে গেলে…'

কাশতে শুরু করল লোকটা। কফির কাপ এগিয়ে দিল আগন্তুক। কফি কোন উপকারে আসবে না। আগেও অনেক আহত মানুষ দেখেছে সে, বুঝতে পারছে এই লোক সাহায্যের বাইরে চলে গেছে।

কফিটুকু শেষ করে মাটিতে আবার মাথা এলিয়ে দিল এলিস।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা কাত করে আগন্তুকের দিকে তাকাল। 'আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়ায় উঠব আমি।'

'ধকল সইতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'বাঁচার একটা সুযোগ তো পাব,' সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল এলিস, 'পালাতে যদি না পারি, আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। ল্যাংফোর্ড তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে তার বখাটে ছেলে স্ট্যান। রেব হপকিন্স আহত হলেও বিপজ্জনক। আর সবচেয়ে বেশি ভয় যার সে তো আছেই–স্যাম স্লোন।'

চমকে গেল আগন্তুক। 'স্যাম স্লোন?'

'ল্যাংফোর্ডের চাকরি করে স্লোন। ওকে তুমি চেনো?'

'নাম শুনেছি ওর। স্লোন নামটা নিয়েছে ও নিজের কঠোরতা বোঝাতে গিয়ে। আসলে স্লোন বংশের লোক নয় ও। স্লোনরা খাঁটি লোক।'

'পশ্চিমের সবচেয়ে খারাপ লোক স্যাম। সবচেয়ে চালু হাত...যদি জোসেফ ওয়েনকে বাদ দাও।'

দু'হাঁটুতে ভর করে আহত এলিসের পাশে বসে আছে আগন্তুক। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। 'জোসেফ ওয়েন এই উপত্যকায় পরিচিত?'

'কোথায় না ও পরিচিত। জীবন্ত এক কিংবদন্তী ও। ওর নাম শোনোনি তুমি?'

'শুনেছি।' কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থাকল আগন্তুক। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'অনেক লোকের নাম শুনেছ তুমি। কখনও কি মার্টিন্ডেল নামের কারও নাম শুনেছ? র‍্যান্স মার্টিন্ডেল?'

মাথা নাড়তে শুরু করেও থেমে গেল এলিস। 'মার্টিন্ডেল,' ফিসফিস করে বলল। 'র‍্যান্স মার্টিন্ডেল...' তারপর হঠাৎ করেই বিস্ফারিত হয়ে গেল এলিসের চোখ। 'হ্যাঁ! মার্টিন্ডেল...'

ঝট করে সামনে বাড়ল আগন্তুক। এতই জোরে এলিসের হাত চেপে ধরল যে ব্যথায় মুখ কুঁচকাল এলিস। 'কোথায়? কোথায় মার্টিন্ডেলের নাম শুনেছ তুমি?'

হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে কাতর গলায় বলল এলিস, 'ছাড়ো! আমাকে ব্যথা দিচ্ছ তুমি।'

হাতটা ছেড়ে দিল আগন্তুক। 'বলো, এলিস! ওর নাম কোথায় শুনেছ তুমি?'

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছি,' ভারী গলায় বলল এলিস। 'কি যেন একটা মনে পড়ছিল, কিন্তু আমি মনোযোগ ধরে রাখতে পারছি না। ব্যথা...'

'ভাবো, এলিস। একটু চেষ্টা করো।' এলিসের ওপর ঝুঁকে পড়ল আগন্তুক।

'চেষ্টা করছি...আমি...আসলে...মনে...' ফুঁপিয়ে উঠল এলিস। দেহটা কেঁপে উঠল ব্যথায়। ঘোলা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কঠোর চেহারার লোকটার দিকে, তারপর চোখ বুজল। ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শিথিল হয়ে গেল দেহ।

এলিসের বুকে কান পাতল আগন্তুক। কোন স্পন্দন নেই। ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে র‍্যাঞ্চার।

আপন মনে মাথা নাড়ল আগন্তুক। হলো না, এত কাছে এসেও র‍্যান্স মার্টিন্ডেল রয়ে গেল নাগালের বাইরে। কোথায় না ও খুঁজেছে লোকটাকে!

হাল ছাড়লে চলবে না, রবিন উইলিয়ামসকে দেয়া কথা ওকে রাখতেই হবে, খুঁজে বের করতে হবে র‍্যান্স মার্টিন্ডেলকে। যদি না পারে, মৃত বন্ধুর কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে ক্যাপ্টেন জোসেফ ওয়েন।

## দুই

এক ঘণ্টা পর ধোঁয়ার গন্ধ পেল ওয়েন। সামনে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে উপত্যকা। চারদিকে সবুজ ঘাসের রাজত্ব। এখানে ওখানে

কিছু বলল না, আস্তে করে মাথা দোলাল।

'থাকছ, না চলে যাবে?' ওয়েনকে চুপ দেখে জানতে চাইল লোকটা।

'থাকছি। অনেক পথ চলেছি। বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করব।'

'থাকা বোধহয় উচিত হবে না।'

'কেন?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'রেব হপকিন্স কার্বি স্লোনের লাশ নিয়ে ফিরেছে। নিজেও আহত ছিল।'

'স্লোন কিভাবে মারা গেছে সেটা ও তোমাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ। কোন্ এক রাসলারের সঙ্গে নাকি লড়াই হয়েছে।' বিয়ারে চুমুক দিল লোকটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৌতূহল নিয়ে ওয়েনকে দেখল। 'রেব এইচ এল র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।'

মাথা দোলাল ওয়েন। 'লোকটা ভাল, তাই না?'

'নির্ভর করে ভাল বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ তার ওপর। ভাল রকমের শত্রু যদি বোঝতে চেয়ে থাকো, হ্যাঁ, তাহলে রেব আসলেই ভাল। তাছাড়া পিস্তলেও ওর হাত ভাল।' ভ্রূ কুঁচকে বিয়ারের খালি গ্লাসটা দেখল লোকটা। 'আমি ব্যাজ পরি না, কারণ এখানে সবাই জানে যে আমিই শেরিফ।' গলা খাঁকারি দিল। 'আমি ফ্রেড শেরিডান।'

নিজের পরিচয় দিল না ওয়েন। জানতে চাইল, 'রেব তোমাকে জানিয়েছে যে ওরা কয়েকজন মিলে একজন র‍্যাঞ্চারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল?'

'র‍্যাঞ্চার নয়, লোকটা রাসলার ছিল।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম রাসলারই ছিল। কিন্তু যতদূর জানি রাসলারের অধিকার আছে বিচার পাবার। কোন জাজ নেই, জুরি নেই, সাক্ষ্য নেই, প্রমাণ নেই—এভাবে কাউকে ঝুলিয়ে দেয়া যায় না।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই মিডৌল্যান্ডে এসব কথা তুমি বোঝাবে কাকে? এটা ক্যাটল কান্ট্রি। র‍্যাঞ্চাররা তোমার কথা কানেও তুলবে না। মিডৌল্যান্ড শহর কাউন্টি সীট, এখানে জাজ প্রায় সব সময়েই থাকে। যাই হোক...' চোখ কুঁচকে ওয়েনকে দেখল শেরিফ। 'তুমি

আমাকে আসল প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে দিয়েছ। আমি যেটা বলতে শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই শহরে শান্তি বজায় রাখা আমার কাজ। এখানে কোন ঝামেলা হোক তা আমি চাই না। তাই বলছিলাম তুমি নিজের পথে চলে গেলে ভাল হয়। তাছাড়া এখানে কোন কাজও পাবে না তুমি। তুমি কার্বি স্লোনকে খুন করেছ জানার পর কোন র‍্যাঞ্চার ভুলেও তোমাকে কাজ দেবে না। সবাই জানে প্রতিশোধ না নিয়ে থামবে না স্যাম স্লোন। প্রয়োজনে জাহান্নাম পর্যন্ত ধাওয়া করবে তোমাকে। আর তোমাকে কাজে নেয়ার অর্থই হচ্ছে ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়া। ধরে নাও চাকরি পাচ্ছ না তুমি। এই যখন অবস্থা তখন খামোকা এখানে থেকে লাভ কি তোমার। লাভ আছে কোন?'

'নেই।' মাথা নাড়ল ওয়েন। 'ঠিকই বলেছ তুমি, চাকরির আশায় এখানে থাকার কোন অর্থই নেই।'

হাঁপ ছাড়ল শেরিফ। 'চলে যাচ্ছ তাহলে?'

'না। চাকরির আপাতত দরকার নেই আমার। থাকছি।'

চোখ সরু করে বিয়ারের গ্লাসের দিকে তাকাল শেরিফ। বারটেন্ডার হারমানকে হাতের ইশারা করল। 'আরও দু'গ্লাস।'

বারের ওপর পঞ্চাশ সেন্ট রাখল ওয়েন। 'এবার আমার পালা।'

ভদ্রতায় খুশি হলো শেরিফ। 'ধন্যবাদ, মিস্টার...'

পরিচয় দেয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল ওয়েন। খেয়াল করেনি এমন ভাবে বলল, 'এই যে এইচ এল র‍্যাঞ্চ—ওটা কি খুব বড়?'

'এই স্টেটের সবচেয়ে বড়। দেশের সেরা ঘাসজমি। আয়তনে আশি হাজার একর। জানো, কত গরু আছে ওদের? ষাট হাজার। পুরো ষাট হাজার! অনেকেই চাইছে ল্যাংফোর্ড গভর্নর নির্বাচনে দাঁড়াক। ল্যাংফোর্ড অবশ্য বলে সময় নেই ওর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় নির্বাচনে দাঁড়াবে। আমরা চাই ল্যাংফোর্ড গভর্নর হোক।'

বারের শেষ প্রান্তে হিসেবরত লোকটা মুখ তুলে শেরিফের দিকে তাকাল। ঠোঁটে ঝুলে আছে বিদ্রূপের হাসি। শীতল গলায় বলল, 'তুমি বড় বেশি কথা বলো, ফ্রেড।'

চমকে গেল শেরিফ। বিড়বিড় করে বলল, 'বোধহয় বলি।' তারপর চুমুক দিতে গিয়ে গলায় বিয়ার আটকে গেল তার। খকখক করে

কাশতে শুরু করল। গাল বেয়ে নামল পানির ধারা।

শেরিফের কাশি থামার আগেই সেলুনের দরজার ঠেলে ঢুকল একজন। লোকটা অ্যানসন। গতকালই তাকে এইচ এল থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে। ওয়েনকে দেখতে পেয়েই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

বিয়ারের দাম চুকিয়ে ফেরত পাওয়া বিশ সেন্ট পকেটে পুরল ওয়েন, চেহারা লাল হয়ে যাওয়া শেরিফের উদ্দেশে একবার নড করে পা বাড়াল দরজার দিকে। বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল ও। দেখল রাস্তার উল্টোপাশে দু'জন কাউবয়ের সঙ্গে কথা বলছে অ্যানসন। কাউবয়দের একজনের বয়স বাইশ-তেইশ হবে, লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারায় এখনও কৈশোরের চাপল্য। অন্যজন পোড় খাওয়া চেহারার লোক। বয়স পঁয়ত্রিশের কম নয়। কথা বলতে বলতেই সেলুনের দিকে তাকাল অ্যানসন। ওয়েনকে দেখতে পেয়েই ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। ভাব দেখে মনে হলো লেজে আগুন লেগেছে। ঢুকে পড়ল একটা গলির ভেতরে।

অ্যানসন চলে যেতেই রাস্তা পার হয়ে ওয়েনের দিকে এগিয়ে এলো দুই কাউবয়। যুবক আগে হাঁটছে।

দু'পা ফাঁক করে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন। হাত দুটো শিথিল ভাবে ঝুলছে দেহের দু'পাশে। তৈরি হয়ে আছে ও, প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে ড্র করবে।

ওয়েনের দশ ফুট দূরে থামল কাউবয়রা।

'তুমিই কার্বি স্লোনকে খুন করেছ,' বিদ্বেষের সঙ্গে বলল তরুণ।

'বাড়ি যাও, বাছা,' বলল ওয়েন।

গালের পেশী কেঁপে উঠল তরুণ কাউবয়ের। 'আমাকে চেনো? আমি স্ট্যান ল্যাংফোর্ড, এইচ এল র‍্যাঞ্চের মালিক হেনরি ল্যাংফোর্ডের ছেলে। কার্বি স্লোন আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত। ওকে তুমি খুন করেছ। ওদের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছ তুমি, ঠাণ্ডা মাথায় কার্বিকে খুন করেছ।' অস্ত্রের কাছাকাছি নেমে এলো স্ট্যানের হাত।

'ভুল কোরো না,' ঠাণ্ডা গলায় সতর্ক করল ওয়েন। 'কিভাবে কি হয়েছে সেটা তোমাদের ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস কোরো, সে বলতে

পারবে। অথবা অ্যানসনকেও জিজ্ঞেস করতে পার।' চোখের ইশারায় রাস্তার উল্টোপাশ দেখাল ও। 'দোকানে পাবে অ্যানসনকে।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই আমার।' বাঁকা হাসল স্ট্যান। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'নিজেকে মস্ত বড় গান ফাইটার মনে করছ তুমি। আমি জানি তা তুমি নও। সত্যিকার ফাস্ট কারও সামনে দাঁড়ালে মুতে ফেলবে ভয়ে, বাজি ধরতে পারি।'

রাস্তার ওপারে বেশ কিছুটা দূরে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এল লিভাই আর ফ্ল্যানেল শার্ট পরা মেয়েটা, চারপাশে তাকাতে গিয়ে তার চোখ আটকে গেল ওয়েন আর ওর সামনে দাঁড়ানো দুই কাউবয়ের ওপর। একটা বাকস্কিন ঘোড়ার স্যাডলে উঠে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল মেয়েটা সেলুনের দিকে। দূরত্বটুকু বড়জোর চল্লিশ গজ হবে, কিন্তু তাড়া আছে তার। গতি আরও বাড়াতে ঘোড়ার পেটে চাপড় দিচ্ছে।

দ্রুত আগুয়ান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল ওয়েন, কিন্তু দুই কাউবয়ের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না।

স্ট্যানকে পাশ কাটিয়ে এক পা সামনে বাড়ল তার সঙ্গী। বলল, 'বাঁচতে চাইলে ভাগো, মিস্টার! আমরা দুইজন, আর তুমি একা। স্রেফ...'

লোকটার বাকি কথাগুলো খুরের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গেল। ঘোড়া চালানোয় মেয়েটা বেশ দক্ষ। হঠাৎ করেই স্ট্যান আর ওয়েনের মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে থামল ঘোড়াটা। ধুলোর মেঘ উঠল।

রাগে চকচক করছে মেয়েটার চোখ। মুখটা লাল হয়ে আছে উত্তেজনায়। স্ট্যানের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'খবরদার, স্ট্যান, ঝামেলা করবে না।'

'এখান থেকে চলে যাও, ভিক্টোরিয়া,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল স্ট্যান। 'একে ছাড়া যাবে না। কার্বি স্লোন আর রেব হপকিন্সকে অ্যাম্বুশ করেছে এ।'

'এ কে তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' বলল ভিক্টোরিয়া। 'আমার কথা হচ্ছে এর সঙ্গে লড়বে না তুমি।'

'নিজের দেখভাল আমি ভালই করতে জানি,' উপেক্ষার হাসি হাসল স্ট্যান।

'না, জানো না। তুমি গানম্যান নও। খুন হয়ে যাবে তুমি ওর সঙ্গে লাগতে গেলে।' রাগী চোখে ওয়েনের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আর তুমিই বা কেমন মানুষ, একটা বাচ্চা ছেলেকে উস্কে দিচ্ছ!'

'ওকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছি আমি।'

'আমি তোমাকে ভয় পাই না,' চেঁচিয়ে উঠল স্ট্যান। 'এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমি একটা বাচ্চা! তোমাকে আমি...' মেয়েটার ঘোড়া পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে চেষ্টা করল স্ট্যান। স্ট্যানের মতলব বুঝে হাঁটুর খোঁচায় ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল মেয়েটা। ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গেল ছোকরা। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াটার মুখ ওয়েনের দিকে ফিরিয়ে নিল ভিক্টোরিয়া, সামনে বাড়িয়ে পৌঁছে গেল বারান্দার কাছে, তারপর ঘোড়া চালানোর চাবুক দিয়ে মেরে বসল ওয়েনকে।

গাল জ্বলে উঠল ওয়েনের, বাধ্য হলো পিছিয়ে চাবুকের নাগালের বাইরে চলে যেতে। মেয়েটা ছাড়ল না ওকে, সেলুনের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওয়েনের, ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে আরও দু'বার ওয়েনের মুখে চাবুক চালাল ভিক্টোরিয়া। তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্ট্যানের কাছে চলে গেল, ঘাড়ে-পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়তেই আঁউ আঁউ করে কি যেন বলতে চেষ্টা করল স্ট্যান।

'আর এইটা তোমার বাড়াবাড়ির জন্যে, একটা করে বাড়ি দেয় আর কথা বলে ভিক্টোরিয়া, 'এতে যদি তোমার যথেষ্ট না হয় তাহলে বাবাকে বলে দেব, তোমাকে আরও কিছু দেবে বাবা।'

বিপদ বুঝে ঘুরেই দৌড় দিল স্ট্যান। ঘোড়া নিয়ে তাকে ধাওয়া করল ভিক্টোরিয়া। ধরতে পারল না। যেন পাখা গজিয়েছে স্ট্যানের পিঠে, দোকানের দিকে উড়ে চলেছে বাজের তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো। বিরাট এক লাফ দিয়ে বোর্ডওয়াক পার হয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল স্ট্যান, মনে হলো না পরিস্থিতি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত বেরবে। বোর্ডওয়াকের সামনে থেকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার অপর পাড়ে চোখ বুলাল ভিক্টোরিয়া।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল ডলছিল ওয়েন, মেয়েটাকে তাকাতে দেখেই

তাড়াতাড়ি সেলুনে ঢুকে পড়ল।

চেহারায় বিদ্রূপ নিয়ে ব্যাটউইঙের সঙ্গে গা লাগিয়ে ঘটনা দেখছিল সেলুনমালিক সিড স্লিমিশ, ওয়েন এত দ্রুত সেলুনে ঢুকতে চাইল যে ধাক্কা লেগে তার সঙ্গে।

'বেশ মজা হলো, কি বলো?' মন্তব্য করল স্লিমিশ।

বিরস বদনে চোয়াল ডলল ওয়েন। 'আমার তা মনে হচ্ছে না।'

'ল্যাংফোর্ডদের কেমন বুঝলে?' জানতে চাইল সেলুনমালিক।

'মেয়েটা স্ট্যান ল্যাংফোর্ডের বোন?'

'হ্যাঁ, এবং না। স্ট্যান আসলে হেনরি ল্যাংফোর্ডের পালক ছেলে। মাউন্টিন মিডৌ ম্যাসাকারের পর ছেলেটাকে পালতে নেয় ল্যাংফোর্ড।'

'সে তো সতেরো বছর আগের কথা। আমি জানতাম না অতদিন আগে এখানে লোকের বসতি ছিল।'

'ছিল না। ম্যাসাকারের পর পরই এখানে আসে ল্যাংফোর্ড। সে আসার তিন-চার বছর পর থেকে বাকিরা আসতে শুরু করে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল স্লিমিশ। তারপর বলল, 'আগে এসেছিল বলেই উপত্যকা দখল করে বসেছে লোকটা।'

'কেড়ে নিয়েছে কারও কাছ থেকে?'

'না, তবে এত শক্ত হাতে দখল ধরে রেখেছে যে কেউ সুবিধে করতে পারেনি।'

## তিন

ঘাসে ছাওয়া ঢিবিটার ওপরে ঘোড়া থামিয়ে কটনউডের গাছগুলোর দিকে তাকাল ভিক্টোরিয়া ল্যাংফোর্ড। ওগুলোর আড়ালে গাছে ছায়ায় আছে এইচ এল র‍্যাঞ্চের বাড়িগুলো। সাদা রঙের দীর্ঘ র‍্যাঞ্চ হাউজে জীবনের একুশ বছরের সতেরোটি বছর কাটিয়েছে ও, না দেখে বলে

দিতে পারবে বাড়ির চারপাশের উঠানে কোথায় কি আছে। ছোটবেলায় করালের খুঁটির ওপর থেকে লাফ দিয়েছে ও, বার্নগুলোয় লুকোচুরি খেলেছে, স্টেবলে চড়ুইভাতি করেছে, এমনকি কাউবয়দের কোয়ার্টারও ওর রাজত্বের মধ্যে ছিল। সময়গুলো এখানে আনন্দেই কেটেছে ওর। আনন্দময় ছিল সময়টা, এই কয়েক দিন আগে পর্যন্ত।

এখন কোথায় কি যে গোলমাল হয়ে গেছে সচেতন ভাবে বুঝতে পারছে না ও, তবে অনুভব করছে কোথায় যেন ভজকট হয়ে গেছে। বাবার গলার আওয়াজ বদলে গেছে, শুনলে মনে হয় মেঘের গর্জন। স্ট্যান সব সময়েই খ্যাপাটে ছিল, এখন ওর স্পর্ধা বেড়েছে আরও। কাউবয়রা সব সময় শান্ত, ধীর-স্থির, আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওদের আচরণ।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল ভিক্টোরিয়া। আজকে বাবাকে চেপে ধরতে হবে। এভাবে অন্ধকারে থাকার কোন মানে হয় না।

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেল ও, করালে থেমে স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার দড়িটা ছুঁড়ে দিল ধনুকের মতো বাঁকা পাওয়ালা এক কাউবয়কে। জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কোথায়...জানো?'

একতলা একটা সাদা বাড়ির দিকে দেখাল কাউবয়। 'বোধহয় অফিসে।'

হরিণের চামড়ার তৈরি বুট জুতোয় চাবুকের বাড়ি মারতে মারতে দ্রুত পায়ে বাবার অফিসের দিকে চলল ভিক্টোরিয়া। কাঁধের ওপর দুলছে সোনালী চুলের গোছা, সূর্যের আলোয় চকচক করছে।

অফিসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন একটা কটনউড গাছ। গাছটাকে বেড় দিয়ে বানানো হয়েছে কাঠের গোল বেঞ্চ। বেঞ্চে বসে আছে রেব হপকিন্স। বাম হাতটা গলায় বাঁধা একটা স্লিং থেকে ঝুলছে।

'এত দেরি করে কোত্থেকে এলে, ভিক্টোরিয়া?' জানতে চাইল কাউবয়।

'তাতে তোমার দরকার কি?' গতি না কমিয়ে পাশ কাটাল ভিক্টোরিয়া। 'নিজের চরকায় তেল দাও।'

দীর্ঘ দুটো পদক্ষেপে মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল ফোরম্যান। ভ্রূ

কুঁচকে বলল, 'এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না আর কখনও। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার।'

পাশ কাটাতে চাইল ভিক্টোরিয়া, কিন্তু অক্ষত ডান হাতে ওর কব্জি চেপে ধরল রেব হপকিন্স। 'কি হয়েছে তোমার, ভিক্টোরিয়া?'

এমনিতে রেব হপকিন্সকে ও পছন্দ করে, সম্ভবত আর সবার চেয়ে একটু বেশিই, কিন্তু এখন ভিক্টোরিয়ার শীতল নীল চোখে রাগের ছাপ পড়ল। কাটা কাটা স্বরে ও বলল, 'হাত ছেড়ে দাও, রেব। আমি চাই না এখন কেউ আমাকে বিরক্ত করুক।'

দ্বিধা ফুটল ফোরম্যানের চেহারায়। খানিক ইতস্তত করে ভিক্টোরিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হঠাৎ করেই অনেক দূরে সরে গেছ তুমি। আমি যেন তোমাকে ঠিক আগের মতো করে চিনতে পারছি না।'

'এখন এসব কথা বলার সময় নয়, রেব! আমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু...' চুপ করে গেল ফোরম্যান।

অফিসের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে হেনরি ল্যাংফোর্ড। ফোরম্যানকে দেখতে পেয়ে তর্জনী নেড়ে ডাক দিল, 'রেব!'

হেনরি ল্যাংফোর্ডের বয়স পঞ্চাশ। কিন্তু দেখলে দশ বছর কম মনে হয়। চেহারায় প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপ। চুলগুলো কাঁচাপাকা। মোটা ভ্রূর নিচে ধূসর চোখ দুটোয় অর্ন্তভেদী দৃষ্টি। দেহটা প্রকাণ্ড। এমনকি রেব হপকিন্সও তার কাছে পাত্তা পায় না। পুরো ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, ওজন দুইশো আশি পাউন্ড। এক তিল বাড়তি চর্বি নেই শরীরে। র‍্যাঞ্চের কাজ যেকোন তরুণ কাউবয়ের চেয়ে অনেক ভাল ভাবে দ্রুততার সঙ্গে করতে পারে ল্যাংফোর্ড।

রেব হপকিন্স বসের দিকে পা বাড়াতেই দ্রুত তাকে পাশ কাটাল ভিক্টোরিয়া।

'বাবা, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'পরে ভিক্টোরিয়া।' ফোরম্যানের দিকে তাকাল ল্যাংফোর্ড। 'রেবের সঙ্গে কাজ আছে এখন।'

'কিন্তু আমার জরুরী কথা আছে!'

'আমার কাজটাও জরুরী,' বিরক্ত হয়ে বলল র‍্যাঞ্চার।

'স্ট্যানের জীবনের চেয়েও জরুরী?'

ভ্রূ কুঁচকে মেয়েকে দেখল ল্যাংফোর্ড। 'কি বলতে চাও!'

'একটু আগে ওকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি।'

ভিক্টোরিয়ার ওপর থেকে ফোরম্যানের ওপর স্থির হলো ল্যাংফোর্ডের দৃষ্টি। 'ঠিক আছে, রেব, একটু পরে তোমাকে ডাকব আমি।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল ভিক্টোরিয়া। 'থাকতে পারে ও। এমন কোন কথা বলব না যে ওর উপস্থিতিতে অসুবিধে হবে।'

'বলে ফেলো তাহলে, দেরি করছ কেন?'

'স্ট্যান একটা লোকের সঙ্গে ডুয়েলে জড়িয়ে পড়ছিল, এই সময় আমি ওখানে উপস্থিত হই।' ফোরম্যানকে দেখাল ভিক্টোরিয়া। 'ওই লোকটাই রেবকে গুলি করেছিল।'

বড় করে শ্বাস টানল রেব হপকিন্স। 'ওর এত সাহস যে শহরে এসেছে?'

'এক ঘণ্টা আগেও মিডৌল্যান্ডেই ছিল ও।'

'ভিক্টোরিয়া,' বলল ল্যাংফোর্ড বিরক্ত হয়ে, 'আবারও তুমি অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে দিয়েছ। স্ট্যানের সঙ্গে ওর ডুয়েল হয়েছে, নাকি হয়নি?'

'সেটাই তো এতক্ষণ ধরে তোমাকে বলতে চাইছি। ওরা ডুয়েল লড়বে এমন সময় আমি ওদের থামিয়ে দিই।'

'থামিয়ে দাও! কিভাবে?'

'ওদের মাঝখানে ঘোড়া থামাই আমি...' খুলে বলল ভিক্টোরিয়া কিভাবে লড়াই ঠেকিয়েছে।

ওর কথা শেষ হতে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে চাবুকটার দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'এটা দিয়ে লোকটাকে...ওই গানফাইটারকে পিটিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ। লোকটা স্ট্যানকে মেরে ফেলত, কাজেই...'

'তুমি চাবুক মারতেই এই গানফাইটার লেজ তুলে ভাগল?' মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ল্যাংফোর্ড। 'আমার মনে হয় না ডুয়েলে স্ট্যানের কোন ক্ষতি হতো।'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?' ঠোঁট বাঁকাল ভিক্টোরিয়া। 'ভুলে গেছ গতকাল রেব আর অন্যদের কি অবস্থা করে ছেড়েছে ওই লোক?'

'আমি আগেই বলেছি লোকটা অ্যাম্বুশ করেছিল,' গোমড়া মুখে জানাল রেব। সত্যি কথা বলেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে সে ভালবাসে, মান ইজ্জত রক্ষার জন্যেই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। গলা খাঁকারি দিল রেব। 'অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের ওপর হামলা করে বসে লোকটা, কোন সুযোগই পাইনি আমরা।'

'অ্যানসন আর বাটলার কিন্তু অন্য কথা বলেছে।'

'কাপুরুষ ওরা।' চোখ গরম করে ভিক্টোরিয়াকে দেখল ফোরম্যান। 'কালকে লেজ তুলে পালাবার তালে ছিল। সেজন্যেই ওদের আমি চাকরি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি।...আর অ্যানসন বা বাটলার...ওরা যদি মিথ্যে রটনা করতে থাকে তাহলে পিটিয়ে ওদের হাড় গুঁড়ো করে ফেলব আমি। হাতটা সারেনি, নাহলে আজকেই গিয়ে ধরতাম।'

'আর ওই লোকটার কি হবে?'

'ওকেও...'

'থাক, হয়েছে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না,' বলল ল্যাংফোর্ড। 'ওর ব্যবস্থা আমিই নেব।' উঠানের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, ফোরম্যানের উদ্দেশে বলল, 'স্যাম স্লোনের ভাই মারা গেছে। ওকে খবর দাও লোকটা এখন শহরে। তবে আমি চাই না এখনই কোন গোলমাল হোক। সময় আছে। ওকে বলো আমার সঙ্গে যাতে দেখা করে।'

'স্যাম স্লোন!' বিড়বিড় করল ভিক্টোরিয়া। 'ওই খুনীটা!'

কড়া চোখে মেয়ের দিকে তাকাল ল্যাংফোর্ড। 'ভিক্টোরিয়া, অফিসে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

এই সুরে কথা বললে ডেকে নিয়ে বকা দেয় র‍্যাঞ্চার। তিক্ত মনে বাবার পিছু নিল ভিক্টোরিয়া।

বাপ-মেয়ে ভেতরে ঢুকে যাবার পরও কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে অফিসের দরজার দিকে চেয়ে থাকল রেব হপকিন্স। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙ্কহাউজের দিকে পা বাড়াল।

র‍্যাঞ্চারের অফিসটা বেশ বড়। পঁচিশ ফুট বাই পঁচিশ ফুট। গটগট

করে হেঁটে গিয়ে ডেস্কের পেছনে নিজের বিরাট চেয়ারটায় বসল ল্যাংফোর্ড। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মাথা উঁচু করে সামনে দাঁড়ানো ভিক্টোরিয়ার দিকে, তারপর বলল, 'ভিক্টোরিয়া, তোমার বয়স একুশ হলো। গত দশ বছরে একবারও পিট্টি খাওনি তুমি।'

লাল হয়ে গেল ভিক্টোরিয়ার মুখ। 'মারলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমি।'

মাথা নাড়ল ল্যাংফোর্ড। 'না, মারব না। তবে কখনও কখনও তুমি এত বাড়াবাড়ি করে বসো যে মনে হয়, না মেরে তোমাকে সিধে করা যাবে না। আজকে তুমি বাড়াবাড়ি করেছ।'

'স্ট্যানকে বাঁচানো বাড়াবাড়ি?'

নিজের ভালমন্দ বোঝার মতো বয়স স্ট্যানের হয়েছে। পিস্তল চালানো শিখেছে সে আজ বারো বছরের বেশি।'

মাথা দোলাল ভিক্টোরিয়া। 'করালে ওকে গুলি ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতে দেখেছি। জানি খুনী স্লোনের কাছ থেকে অস্ত্র চালাতে শিখেছে ও। স্লোন ওকে সব কিছুই শিখিয়েছে, কিন্তু এটা শেখায়নি কি করে প্রতিপক্ষকে ফাস্ট ড্র করা থেকে ঠেকানো যায়। কেউ দ্রুত হতে পারে, কিন্তু খুঁজলে তার চেয়েও দ্রুত কাউকে ঠিকই খুঁজে পাওয়া যায়। আজকে স্ট্যান ভুল করতে যাচ্ছিল।'

ভিক্টোরিয়ার কথা শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ল্যাংফোর্ড। তারপর বড় করে দম নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'ভিক্টোরিয়া, স্ট্যান আমার আপন ছেলে না হলেও ওকে আমি আপন ছেলের মতোই স্নেহ করি।'

'আমি জানি, বাবা। আমিও নিজের ভাইয়ের মতোই ভালবাসি স্ট্যানকে। সেজন্যেই আমি চাইনি কোন গানস্লিঙ্গারের মুখোমুখি হবার মতো ভুল স্ট্যান করুক।'

'এই রুক্ষ দেশে টিকে থাকতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়, ভিক্টোরিয়া। প্রয়োজনে কঠোর হতে হয়।'

'আমি আসলে কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি, বাবা। চারপাশে কি যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমা অজান্তে।'

‘কি?’

‘সেটাই তো জানতে চাইছি তোমার কাছে।’

‘আমি জানি না কি বলতে চাইছ তুমি।’

‘আমার ধারণা তুমি জানো। শহরটা থমথম করছে, যেন ঝড় একটা ঝড় আসবে। তাছাড়া র‍্যাঞ্চে আগে কখনও এত লোক দেখিনি। ওদের বেশিরভাগই কোন কাজ করছে না। ওরা কাউবয় না। তারওপর গতকালকের ঘটনা...আমার ধারণা রেব সত্যি কথা বলেনি।’

‘তুমি বলতে চাও আগন্তুক একাই মুখোমুখি হয়ে রেব, কার্বি স্লোন, অ্যানসন আর বাটলারকে হারিয়ে দিয়েছে? ভুলে যেয়ো না, কার্বি স্যাম স্লোনের ভাই ছিল। কার্বিকে আমি ড্র করতে দেখেছি। যথেষ্ট দ্রুত ছিল ওর হাত।’

‘গানফাইটার লোকটা কিভাবে কি করেছে আমি জানি না, কিন্তু শহরে লোকজনের কথা আমার কানে এসেছে। ওরা এলিস আর তোমার কথা বলাবলি করছিল।’

‘কি বলছিল ওরা?’

‘তোমার সঙ্গে এলিসের বিরোধ বেধেছে। তুমি নাকি তাকে হুমকি দিয়েছ এই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেবে।’ একটু থেমে আবার বলল ভিক্টোরিয়া, ‘ওরা বলছিল তুমি হুমকি দেয়ার পর থেকে এলিসকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত রাতে কে নাকি গিয়েছিল ওর র‍্যাঞ্চে। গিয়ে দেখে বাড়ি-ঘর সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেনরি ল্যাংফোর্ড। কুঁচকে আছে ভ্রূ। কি যেন ভাবছে। একটু পরেই সিদ্ধান্তে এলো, মিলিয়ে গেল ভ্রূর কুঞ্চন। মেয়ের দিকে তাকাল। ‘ঠিক আছে, ভিক্টোরিয়া, জানতে চাইছ যখন বলছি আমি। জেনে রাখা ভাল...আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়...’

‘কিছু হতে পারে ভাবছ তুমি?’

কাঁধ ঝাঁকাল ল্যাংফোর্ড। ‘হবে তা বলছি না, কিন্তু তৈরি থাকা ভাল।’ হাত মুঠো করল র‍্যাঞ্চার। ‘ওরা মনে করছে নরম হয়ে গেছি আমি, কিন্তু শিগ্‌গিরই ওদের ভুল ভাঙবে। ভুল যখন ভাঙবে ততক্ষণে এখানে মাত্র একটা র‍্যাঞ্চই থাকবে। এইচ এল।’

‘তাহলে তুমি অন্য র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়ছ!’

'ওরা আমাকে বাধ্য করছে। ওদের ধারণা অনেক বেশি জমি দখল করে বসে আছি আমি। ওরা আমার কাছে থেকে জমি কেড়ে নিতে চাইছে।'

'কারা?'

'সবাই। রুবেন, অ্যালিসন, ম্যাকফ্যাডেন–সব ক'জন ছোট র‍্যাঞ্চার।'

'কিন্তু ওদের তো যথেষ্ট জমি আছে! আমাদের জমি কেড়ে নিতে চাইছে কেন?'

'যথেষ্ট জমি কখনও কারও থাকে না, ভিক্টোরিয়া। যার চল্লিশ একর আছে সে চায় আশি একরের মালিক হতে। যার পাঁচ লক্ষ একর আছে তার দরকার হয়ে পড়ে দশ লক্ষ একরের। আমার আছে আশি হাজার একর। পাহাড়ের এদিকে সবচেয়ে ভাল ঘাস জমি। সেটাই ওদের গা জ্বলার কারণ। একবারও বোধহয় ওরা ভেবে দেখেনি যে ভাল জমি পাবার পুরো অধিকার আমার আছে। আমিই এখানে প্রথম সাদা মানুষ। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে, লড়েছি মরমনদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে গড়েছি এইচ এল র‍্যাঞ্চ। রক্ত পানি করা পরিশ্রম করতে হয়েছে। উদয়াস্ত খেটেছি। কাজেই ওরা চাইলেই আমি জমি ছেড়ে দেব না। এক তিল জমিও না।'

শিউরে উঠল ভিক্টোরিয়া। সামনে দাঁড়ানো এই কঠোর মানুষটাকে চেনে না ও। শুনেছে তার কথা। এই লোক প্রয়োজনে হয়ে উঠতে পারে নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন।

নিজেকে যেন শোনাল ভিক্টোরিয়া, 'তাহলে লড়াই হবে…রক্ত ঝরবে মানুষের।'

অফিসের বাইরে শক্ত মাটিতে বুটের আওয়াজ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে ভিক্টোরিয়া দেখল খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে স্যাম স্লোন। স্লোনের বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ। গানম্যানের তুলনায় বয়সটা বেশি। বয়সটা অবশ্য যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। এতগুলো গানফাইট শেষেও টিকে আছে লোকটা। লম্বা মানুষ সে। পুরো ছয় ফুট। একটু কুঁজো। হালকা পাতলা দেহ। নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো। নাকের নিচে পুরু গোঁফ। চেহারাটা সব মিলিয়ে এমনই যে দেখলে নিরপেক্ষ কারও

প্রথমদর্শনে মনে হবে ক্ষুধার্ত একটা শকুন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল গানম্যান। জড়ানো গলায় জানতে চাইল তাকে ডাকা হয়েছে কেন।

বাবার দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগল ভিক্টোরিয়া, তারপর স্লোনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তামার বোতামের মতো চোখে লোভ নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল গানম্যান। চোখ ফেরাতে পারত না, কিন্তু র‍্যাঞ্চারের চড়া গলা তাকে ঘাড় ফেরাতে বাধ্য করল।

'দরকারী কাজে তোমাকে ডেকেছি, স্লোন।'

'আচ্ছা?' ঘরে ঢুকল লোকটা। 'শুনে ভাল লাগছে। আমি খামোকা বসে থাকার মানুষ নই সেটা তো জানো। গত কয়েকটা দিন বড় বেশি শান্ত কেটেছে।'

'শীঘ্রি পরিস্থিতি বদলাবে।' স্থির চোখে গানম্যানকে দেখল র‍্যাঞ্চার। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'রয় লারকাসকে তুমি চেনো, স্লোন?'

'তুমি বলতে চাইছ ওর নাম শুনেছি কিনা। হ্যাঁ, শুনেছি। কে না শুনেছে ওর নাম!'

'আমি জানতে চাইছি তুমি ওকে চেনো কিনা।'

'বস,' বোঝাবার ভঙ্গিতে হাত তুলল স্লোন, 'তুমি আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করছ। বোঝোই তো লোকে গানম্যানকে কিভাবে দেখে। ওরা বললেই সে-কথা সত্যি হয়ে যায় না। আমি...'

'আমার কাছে ভাল হবার কোন দরকার নেই, স্লোন। আমি জানি তুমি কি। তুমি একটা খুনী। আর সেজন্যেই তোমাকে চাকরিতে নিয়েছি আমি, এতে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই। এখন বাজে কথা রেখে সোজাসুজি বলো রয় লারকাসকে তুমি চেনো কিনা।'

'চিনি।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানো?'

'আমি খুনী, ঠিকই বলেছ তুমি, বস,' ধীরে ধীরে বলল স্লোন, 'কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাকো আমি রয় লারকাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাহলে...'

'মুখটা থামাবে একটু?' বিরক্ত চেহারা হলো র‍্যাঞ্চারের। 'লারকাসের সঙ্গে তোমাকে আমি পিস্তল যুদ্ধে নামতে বলছি না, আমি চাই তুমি ওকে খুঁজে বের করে জানাও যে আমি ওকে দেখা করতে বলেছি।'

'আমি জানি এখন কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ওকে। নাহয় তার সঙ্গে দেখা করলাম, কিন্তু তোমার কথা বললেই লারকাসের মতো একজন আউট-ল নেতা সুড়সুড় করে আমার সঙ্গে আসবে কেন?'

'আসবে,' দৃঢ় গলায় বলল ল্যাংফোর্ড। 'ওকে বোলো আমি দেখা করতে বলেছি। আসতে হবে ওকে। আসবে ও।'

# চার

বিকেল পাঁচটা। বাইরে থেকে খেয়ে এসে আবার সেলুনে বসেছে ওয়েন, অনেকক্ষণ হলো একটা টেবিলে একা বসে আছে। সলিটেয়ার খেলছে সময় কাটানোর জন্যে।

বেঁটে মতো দাড়িওয়ালা এক লোক চেয়ার টেনে ওর টেবিলের উল্টোপাশে এসে বসল। কিছুক্ষণ নীরবে ওয়েনকে খেলতে দেখল সে। তারপর অধৈর্য হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওয়েন তাকানোয় বলল, 'তুমিই কার্বি স্লোনকে খুন করেছ।'

জবাব দিল না ওয়েন, আবার তাসে মনোযোগ দিল। লাল একটা গোলামের ওপর নামিয়ে রাখল কালো একটা দশ। বিরক্ত বোধ করছে। কেউ গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলে সব সময় ভাল লাগতে হবে এমন কোন কথা নেই।

'কথা কম বলো, তাই না?'

'বলার মতো কিছু হয়েছে?'

'অবশ্যই! একই সঙ্গে চারজনের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছ তুমি।

এখনও অক্ষত আছ, আর মারা গেছে কার্বি স্লোন, আহত হয়েছে রেব হপকিন্স, বাকি দু'জন অস্ত্র ধরার সাহসই পায়নি। তারপরও বলতে চাও বলার মতো তেমন কিছু হয়নি?' হাসল লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি ম্যাকফ্যাডেন।'

হাতটা ঝাঁকিয়ে আবার তাসে মনোযোগ দিল ওয়েন।

অপ্রস্তুত আর অপমানিত বোধ করায় মুখ থেকে হাসি মুছে গেল ম্যাকফ্যাডেনের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'অভদ্র আচরণ করছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার। আমি তোমাকে আমার নাম বলেছি, কিন্তু তুমি তোমারটা জানাওনি।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইনি আমি। হওয়ার কোন প্রয়োজনও বোধ করছি না। কই, আমার তো মনে পড়ে না তোমাকে আমি এই টেবিলে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

চোখে রাগ নিয়ে ওয়েনের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাকফ্যাডেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। পাত্তাই দিচ্ছে না আগন্তুক, আর একবারও তাস থেকে চোখ তুলে তাকায়নি।

'আমি তোমাকে চাকরি দিতে চেয়েছিলাম,' বলল ম্যাকফ্যাডেন, 'কিন্তু এই যদি তোমার আচরণ হয় তো জাহান্নামে যেতে পার তুমি।' কথা শেষে লাথি দিয়ে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে বার কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল সে। এক গ্লাস হুইস্কির অর্ডার দিল। হুইস্কি দেয়া হতেই এক ঢোকে পুরোটা তরল গিলে ফেলল সে। স্কচ লোক সে, এমনিতে কিপ্টে, দুই পেগ হুইস্কি চার ঘণ্টা ধরে জিভে ছোঁয়ায়, কিন্তু এখন টাকার মায়া ভুলে গেছে মেজাজ খারাপের কারণে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসতেই সেলুনে লোকের আনাগোনা বাড়তে লাগল। বাতিগুলো জ্বেলে দেয়া হলো। জুয়ার টেবিলে ভিড় করতে লাগল জুয়াড়ীরা।

ম্যাকফ্যাডেন এখনও যায়নি। তবে ঢকঢক করে হুইস্কিও গিলছে না। আলাপ করছে কয়েকজন লোকের সঙ্গে। ওয়েন খেয়াল করে দেখল তাদের মধ্যে সেলুনের মালিকও আছে। আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা কয়েকজন। চেহারা আর পোশাক দেখে মনে হয় র‍্যাঞ্চার। গোপন কোন আলোচনায় মগ্ন।

রাত নটার সময় উঠে পড়ল ওয়েন, সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় চোখ বুলাল। হাঁটতে শুরু করল বোর্ডওয়াক ধরে। খিদে লেগেছে। খাবারের দোকান খুঁজছে। দুপুরে যেখানে খেয়েছে সেখানে দ্বিতীয়বার যাবার ইচ্ছে নেই ওর। খাবারের স্বাদ ভাল নয়, তাছাড়া দামটাও মাত্রাতিরিক্ত চড়া। অনেকদিন হলো চাকরি ছেড়ে পথে পথে ঘুরছে ও, পকেটের হাল বিশেষ সুবিধের নয়।

সামনেই, হাতের বাঁয়ে সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল ওয়েন। একটা লণ্ঠনের আলোয় আবছা লাগছে লেখাগুলো। এলার ক্যাফে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওয়েন। ঘরটা সরু, তবে বেশ লম্বা। একপাশে ছোট একটা কাঠের কাউন্টার। ছয়টা টেবিল আর বেশ কিছু চেয়ার আছে। ক্যাফেতে খদ্দের মাত্র একজন, বয়স্ক, গোঁফওয়ালা এক লোক। বসে আছে কাউন্টারের শেষ প্রান্তে, কিচেনের কাছে।

একটা চেয়ার টেনে বসল ওয়েন। রান্নাঘরের পর্দটা দুলে উঠল, ঘরে ঢুকল কড়া ইস্ত্রি করা পোশাক পরনে একটা মেয়ে। দেখতে মোটামুটি, তবে গভীর কালো চোখগুলো মায়াময়। বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। ওয়েনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে হাসল মেয়েটা। 'হ্যালো।'

'হ্যালো,' মেয়েটার হাসি এমনই যে না হেসে পারল না ওয়েন। আঙুল দিয়ে টোকা দিল টেবিলে। 'খাবার পাওয়া যাবে?'

মাথা দোলাল মেয়েটা।

'তুমিই কি এলা?'

'হ্যাঁ। এলা স্নো।' ওয়েনের দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগল মেয়েটা। তারপর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই সেই লোক না? কার্বি স্লোনকে যে...'

'হ্যাঁ।'

'কি দেব, ডিম, বেকন, হটকেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কফি আছে।'

'দাও।'

'কি দেব?'

'যা আছে সব।'

ক্যাফের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল স্লিমিশ। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ওয়েনের উল্টোপাশের চেয়ার টেনে বসল সে।

ঠোঁটের চিরস্থায়ী বিদ্রূপাত্মক হাসি নিয়ে এলাকে দেখল। 'তুমি দিন দিন আরও সুন্দরী হচ্ছ, এলা।'

'আর তুমি হচ্ছ বড়লোক,' জবাব দিল মেয়েটা।

'এখনও হতে পারিনি।'

এলা কিচেনে চলে যাবার পর ওয়েনের দিকে মনোযোগ দিল স্লিমিশ। 'শুনলাম ম্যাকফ্যাডেনকে তুমি মানা করে দিয়েছ, চাকরি করবে না। ওর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধ বেধেছিল। ধরে নিচ্ছি বেতন ভাল হলে চাকরি করতে আপত্তি নেই তোমার। আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে, ওয়েন। ছোট একটা র‍্যাঞ্চ। আমি তোমাকে চাকরি দিতে চাইছি।'

'কেন?'

'ভাল একজন লোক দরকার আমার।'

'ভাল বলতে অস্ত্রে হাত ভাল?'

দুই কাপ কফি টেবিলে রাখল এলা, ফিরে গেল কিচেনে। কফিতে চিনি আর দুধ মেশাল স্লিমিশ। চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, 'ঠিকই ধরেছ। এখন যা অবস্থা তোমার মতো একজন লোক প্রচুর বেতন পাবে।'

'রেঞ্জ ওয়ার?'

'বলতে পার। ল্যাংফোর্ডের বিরুদ্ধে আমরা সবাই। এটাও বলা যায় যে উপত্যকার সবার বিরুদ্ধে ল্যাংফোর্ড। তাই বলে ভুল ধারণা কোরো না যে লড়াইটা এক তরফা হবে। শক্ত লোক ল্যাংফোর্ড। ওর চাকরি যারা করছে তারাও অস্ত্র চালাতে জানে। যখন দেখলাম তুমি ওদের বিরুদ্ধে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। আর যাই হোক, দল ভারী করতে পারছে না ওরা।'

'কয়জন র‍্যাঞ্চার ল্যাংফোর্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে?'

'ছয় জন। আমি, ম্যাকফ্যাডেন, অ্যালিসন, রুবেন, বুশ আর এলিস। অবশ্য ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর এলিসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। জানি না কি হয়েছে ওর।'

'আমি জানি। পাহাড়ে গিয়েছিল এলিস। ওখানে ওকে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল রেব হপকিন্স। আমি বাধা দিই।'

'এলিসকে বাঁচাতে চারজনের সামনে দাঁড়িয়েছিলে তুমি?'

'দাঁড়াতে হয়েছিল, নাহলে ওকে ঝুলিয়ে দেয়া হতো।'

ভ্রূ কুঁচকাল স্লিমিশ। 'তারপর ওকে বাঁচালে তুমি। এলিস কি করল, পালিয়ে গেল?'

'তাই চেয়েছিল। ও জানত আইনের সাহায্য পাবে না।'

'ওর ধারণা ভুল ছিল না। শেরিফের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই বুঝেছ যে কাজের লোক না সে?'

চুপ করে থাকল ওয়েন। কারও সমালোচনার অভ্যেস নেই ওর।

'কি ভাবলে, চাকরি করছ আমার র‍্যাঞ্চে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ওয়েন। 'কে ন্যায়ের পক্ষে আছে আর কে অন্যায় করছে আমি জানি না, আর জানলেও আমার কিছু করার থাকত না। এসবে নিজেকে জড়াব না আমি।'

স্লিমিশের চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল। 'তাহলে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ তুমি?'

'আপাতত থাকছি।' স্লিমিশের দিকে তাকাল ওয়েন। 'চলে যেতে হবে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে?'

'কোন যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা খুব কঠিন ব্যাপার, মিস্টার।'

একটা ট্রে নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো এলা, বেশির ভাগ খাবার নামিয়ে রাখল ওয়েনের সামনে। স্লিমিশ শুধু দুটো টোস্ট নিল।

মেয়েটা চলে যেতে খাবারে মনোযোগ দিল ওয়েন। স্লিমিশ বলল, 'তুমি কিন্তু তোমার নামটা এখনও আমাকে বলোনি।'

'হ্যাঁ, বলিনি।' খাবার চিবিয়ে গলা দিয়ে নামাল ওয়েন, তারপর বলল, 'আমার নাম ওয়েন।'

হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেল স্লিমিশ। 'জোসেফ ওয়েন!'

'হ্যাঁ।'

বিস্মিত চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল স্লিমিশ। বুঝতে পারার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। 'এজন্যেই রেব হপকিন্স আর কার্বি স্লোন পারেনি!' হঠাৎ ঝুঁকে এলো সেলুনমালিক। 'ওয়েন, থাকো তুমি। মাত্র একটা মাস কাজ করো আমার সঙ্গে। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব।'

'জীবনে মাত্র একবারই আমি চাকরি করেছি। আঙ্কেল স্যামের অধীনে

'যুদ্ধ?'

নড করল ওয়েন। 'ছোট একটা কাজ আছে আমার, ওটা শেষ না করে কারও চাকরি করব না।' একটু থেমে বলল ও, 'একজন লোককে খুঁজছি আমি।'

'এখানে? মিডৌল্যান্ডে?'

'হয়তো এখানেই সে আছে।'

'নাম কি? নামটা আমাকে বলো। উপত্যকার সবাইকে আমি চিনি।'

'ওর নাম র‍্যান্স মার্টিন্ডেল।'

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না স্লিমিশের চেহারায়। 'আমার মনে হয় না এখানে ওই নামের কেউ আছে।'

'নিশ্চয়ই অন্য নাম ব্যবহার করছে।'

'দেখতে কেমন?'

'জানি না।'

'কখনও তাকে দেখোনি?'

'না।'

'তাহলে শুধু নামটা অনুসরণ করছ তুমি।' চোখ কুঁচকে ওয়েনকে দেখল সেলুনমালিক। 'কেন তোমার মনে হচ্ছে সে এখানে আছে?'

'কারণ পশ্চিমের আর সব শহরেই তাকে খুঁজেছি আমি।'

'তোমার নাম আমি অনেক শুনেছি। বুড়োরা ক্যাম্প ফায়ারের ধারে তোমার গল্প বলে। ওরা বলে তুমি নাকি পশ্চিমের দ্রুততম পিস্তলবাজ। গালগল্প ভেবে এতদিন আমি সব অবিশ্বাস করেছি, কিন্তু গতকালের ঘটনার পর আমি আর অতটা নিশ্চিত নই। এখন মনে হচ্ছে ওরা যা বলে সবই বোধহয় সত্যি।' টোস্টে কামড় দিল স্লিমিশ। 'মার্টিন্ডেল কি জানে তুমি তাকে খুঁজছ?'

'জানে কেউ না কেউ তাকে খুঁজছে।'

'কতদিন হলো খুঁজছ তুমি?'

'অনেকদিন।'

জোসেফ ওয়েন প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে বুঝতে পেরে স্লিমিশের গালে

রক্ত জমল। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি না, ওয়েন। সময়টা বললে আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব। আমি এখানে আছি আটষট্টি থেকে। আটষট্টির পর যারা এসেছে তাদের সবাইকে আমার মনে আছে।'

'আটষট্টির আগে থেকেই আমি খুঁজছি ওকে।'

কফি শেষ করে টেবিলে আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ ড্রাম বাজাল স্লিমিশ, তারপর পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'পরে দেখা হবে, ওয়েন।'

স্লিমিশকে ওর পরিচয়টা আপাতত গোপন রাখতে বলবে কিনা ভাবল ওয়েন, তারপর সিদ্ধান্ত নিল তার কোন প্রয়োজন নেই। বরং নামটা প্রচারিত হলে ভাল, হয়তো র‍্যান্স মার্টিন্ডেলের দেখা মিললেও মিলতে পারে।

সেলুনমালিক বেরিয়ে যাবার পর খাবারে মন দিল ও। দ্রুতই খালি হয়ে গেল প্লেটগুলো। কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখতেই পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল এলা। পকেটে হাত দিল ওয়েন। 'কত, মিস?'

'লাগবে না।'

বিস্মিত হয়ে তাকাল ওয়েন।

হাসল এলা। 'ধরে নাও আমি কাল রাতে তোমার সঙ্গে নাচের আসরে যেতে চাইছি। তোমার সঙ্গ পাবার বিনিময়ে খাবারের দামটা নেব না।'

'নাচের আসর?'

'স্লিমিশ তোমাকে বলেনি? র‍্যাঞ্চাররা নাচের আসর করছে। ওখানে শেষ চেষ্টা করা হবে যাতে রেঞ্জ ওঅর না বাধে।'

'আমি দুঃখিত, মিস, কিন্তু আমি বোধহয় ওখানে যাব না।' পকেট থেকে একটা রুপোর ডলার বের করে প্লেটের পাশে রেখে দিল ওয়েন।

অপমানিত বোধ করায় লাল হয়ে গেল এলার চেহারা। দুই চোখে পানি টলটল করে উঠল।

আড়ষ্ট পায়ে দরজার দিকে এগোল ওয়েন। দরজার নবে হাত দিয়ে থামল, একবার ভাবল ফেরত গিয়ে ডলারটা নিয়ে আসবে কিনা,

তারপর শুনতে পেল মেয়েটা বলছে: 'ধন্যবাদ, স্যার।'

বেরিয়ে এলো ওয়েন। আপন মনে গাল দিচ্ছে নিজেকে। বড় অভদ্র আচরণ করা হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা যেচে ওর সঙ্গ চেয়েছিল, তাকে ওভাবে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি।

## পাঁচ

হাজারটা চিন্তা মাথায় ঘুরছে, কোনটারই কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ঘুমাতে চাইলেই চিন্তাগুলো যেন পেয়ে বসে। স্টেবলে খড়ের গাদায় শুয়ে আছে ওয়েন। ঘুম আসছে না।

গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায় তখন, ওকে বাঁচাতে গিয়ে বুকে গুলি খেল কর্পোরাল জেমস হেন্ডারসন। বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল তারপরও। যখন বুঝতে পারল আর বাঁচবে না, অনুরোধ করল যেন ওর বড় বোন আর ভগ্নিপতির খোঁজ নেয় ওয়েন। হেন্ডারসনের বোন পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে স্বামীর সঙ্গে। যুদ্ধের মধ্যে তাদের আর কোন খবরই হেন্ডারসনের জানা হয়নি। পওলিনের স্বামীর নাম র‍্যান্স মার্টিন্ডেল। ব্যস, তেমন আর কিছুই জানাতে পারেনি হেন্ডারসন। তবে মারা যাওয়ার আগে বন্ধুর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে, ওদের খবরাখবর রাখবে ওয়েন।

কথা দিয়ে কথা রাখেনি জীবনে এমন কখনও হয়নি জোসেফ ওয়েনের। খুঁজছে ও মার্টিন্ডেলকে, পশ্চিমের এক শহর থেকে আরেক শহরে, তারপর আরেক শহরে। আজ অনেক বছর হলো। সেদিনের সেই তুখোড় তরুণ ক্যাপ্টেন সে নেই আর। এখন সে বত্রিশ বছরের এক পরিপূর্ণ পুরুষ; দুর্ধর্ষ, কখনও কখনও নির্মম, কুখ্যাত এক বন্দুকবাজ। আজও একাকী পথ চলছে। কোনদিন কারও বাঁধনে বাঁধা পড়বে সে সম্ভাবনা কম, নেই বললেই চলে। যার জীবন এত

অনিশ্চয়তায় ভরা, কোন্ মেয়ে ভালবাসবে তাকে?

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ওয়েন। সকালে ঘুম ভাঙতে কতর্ব্য স্থির করে ফেলল।

হসলার লোকটা নিজের কাজ বোঝে। দানাপানি খাইয়ে ঘোড়াগুলোর শরীর আঁচড়ে দিয়েছে। যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে জানোয়ারগুলো। হসলারের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে লিভ এ্যা স্টেবল থেকে বেরিয়ে এলো ওয়েন, প্যাক হর্সটাকে টো করে শহরের রাস্তা ধরে এগোল ঘোড়ার খুর আকৃতির উপত্যকার দিকে। ল্যাংফোর্ডের উপত্যকা ওটা।

রাস্তায় তিন-চারজন লোক চোখে পড়ল। সবাই বিশেষ দৃষ্টিতে জোসেফ ওয়েনকে দেখল। ওদের চোখে শ্রদ্ধা নেই, তবে ভয় আর অপছন্দ আছে। শেষ বাড়িটাকে পাশ কাটাচ্ছে, এমন সময় পেছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওয়েন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ওকে পাশ কাটাল লালচুলো আরোহী, একবার চেয়েও দেখল না। যে ঘোড়ায় করে চলেছে সেটা প্রাণপণে ছুটছে। ওয়েনের মনে হলো ইচ্ছে করেই ওর দিকে তাকায়নি কাউবয়।

বার্তাবাহক। কিছু যায় আসে না। এমনিতেই সতর্ক থাকবে ও। সামনের রাস্তায় মনোযোগ দিল ওয়েন। শহরটাকে আধমাইল পেছনে ফেলে সরে এলো ট্রেইল থেকে, ঢুকে পড়ল ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরে। আধ ঘণ্টা একটানা ঘোড়া ছোটাল হাঁটু সমান ঘাসের ভেতর দিয়ে। ঘন সবুজ, তাজা ঘাস। মাটি ভাল এখানে। তাছাড়া পানিরও কোন অভাব নেই। এজন্যেই এত লোকের নজর এই উপত্যকার দিকে। এরকম একটা জায়গার স্বপ্ন সব র‍্যাঞ্চারই দেখে।

অসংখ্য মোটাতাজা গরু চরছে। বেশির ভাগই বাজারে বিক্রির উপযোগী। ছোট্ট ঝরনাটা পার হয়ে কটনউড গাছের জঙ্গল পাশ কাটানোর আগে কোন অশ্বারোহী চোখে পড়ল না ওর।

কটনউড গাছগুলোকে পার হতেই লোকটাকে দেখতে পেল ও। ওকে দেখে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো লোকটা, হাতে রাইফেল। প্রয়োজনে গুলি করতে দ্বিধা করবে না, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'এটাই কি ল্যাংফোর্ডের ওখানে যাওয়ার রাস্তা?'

মাথা ঝাঁকাল অশ্বারোহী ঘোড়াটাকে একটু সরিয়ে নিল ওয়েনকে পাশ দিয়ে যেতে দেয়ার জন্যে। ওয়েন এগোতেই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল সে, চোখে চোখে রাখছে আগন্তুককে, রাইফেলটা একবারের জন্যেও নামায়নি।

পনেরো মিনিট পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে র‍্যাঞ্চের বাড়ি-ঘর চোখে পড়ল ওর। আপন মনে মাথা নাড়ল ওয়েন, ল্যাংফোর্ডের এইচ এল নয়, এগুলো অনেক ছোট বিল্ডিং। দূর থেকেই বাড়িগুলোকে পাশ কাটাল ওয়েন।

পথে দু'জন কাউবয়ের সঙ্গে দেখা হলো। আবহাওয়া কেমন তা নিয়ে দুয়েকটা মন্তব্য করল কাউবয়রা, কিন্তু কাজ থামিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে গল্প করতে এলো না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সন্দেহ নেই উপত্যকায় আসন্ন যুদ্ধের মেঘ জমছে।

সামনে ঢেউ খেলানো মাঠ। সেখানে অসংখ্য হেরিফোর্ড গরু। কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় ওয়েন দেখল ওগুলোর গায়ে এইচ এলের ব্র্যান্ড। একটু পরই এইচ এলের গরু ছাড়া আর কোন গরু চোখে পড়ল না ওর। এটাই এইচ এলের রেঞ্জ। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢেউ খেলানো উর্বর জমির বিস্তৃতি। এগিয়ে চলল ওয়েন।

একটা ঢালের মাথায় ওঠার পর নিচে এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা দেখতে পেল। এক মাইল এগিয়ে রাস্তাটা বামে বাঁক নিয়ে ঘাসে ছাওয়া একটা ছোট টিলার গা বেয়ে উঠল। টিলার মাথায় উঠে এইচ এলের র‍্যাঞ্চ বিল্ডিং দেখল ওয়েন। বুঝতে পারল এটাই এইচ এল, কারণ এত বড় র‍্যাঞ্চ বিল্ডিং আর কোন র‍্যাঞ্চের থাকবে না।

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে এক জন লোক এসে নামল র‍্যাঞ্চহাউজের উঠানে, ওয়েন নিশ্চিত হয়ে গেল ভুল জায়গায় আসেনি। টিলা থেকে নেমে উঠানে চলে এলো ও। চেহারা নির্বিকার, কিন্তু লক্ষ করছে সবই। ওর উপস্থিতি বেশ সাড়া ফেলেছে। করালগুলোয় কাজ থামিয়ে ওকে দেখছে কাউবয়রা। তবে ল্যাংফোর্ডের অফিস ঘরের সামনে ও ঘোড়া থেকে নামার আগে কেউ এগিয়ে এলো না।

বাইরে আওয়াজ শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ল্যাংফোর্ড।

ওয়েনের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। গুরুগম্ভীর স্বরে জানতে চাইল, 'আমাকে খুঁজছ?'

'তুমিই যদি হেনরি ল্যাংফোর্ড হও। হ্যাঁ।'

'আমিই। তবে লোক নিচ্ছি না আমি। ইচ্ছে করলে অবশ্য দুপুরের খাবারটা আমাদের এখানে খেয়ে যেতে পার তুমি।'

'ধন্যবাদ। আমি খেয়ে এসেছি।'

'তাহলে কি চাও?'

'ভাবলাম একবার তোমার জায়গাটা দেখে যাই।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে ওয়েনের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি নিশ্চয়ই সেই লোকটা নও যে আমার ছেলের সঙ্গে গতকাল ঝামেলা করছিল?' মাথা নাড়ল সে। 'অবশ্যই নও। তার এত সাহস হবে না যে এখানে আসবে।'

'আমিই সেই লোক। তবে ভুল বলেছ, আমি তোমার ছেলের সঙ্গে কোন ঝামেলা করিনি, তোমার ছেলেই বরং গায়ে পড়ে লাগতে এসেছিল। তোমার ছেলে বোধহয় মিথ্যে বলেছে।'

দ্রুত কয়েক পা সামনে চলে এলো ল্যাংফোর্ড। 'তুমিই কার্বি স্লোনকে খুন করেছ! রেব হপকিন্সকেও...' অজান্তেই ঊরুর দিকে হাত বাড়াল র‍্যাঞ্চার। অস্ত্রের বাঁটে তালু ঠেকতেই আগন্তুকের শান্ত স্বর কানে এলো:

'সাবধান, ল্যাংফোর্ড!'

থমকে গেল ল্যাংফোর্ড আগন্তুকের দুঃসাহস দেখে। বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘকেই ধমক দিচ্ছে লোকটা! ল্যাংফোর্ডের দৃষ্টিতে আগুন থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত জোসেফ ওয়েন।

'আমি তোমার শত্রু নই, ল্যাংফোর্ড,' শান্ত স্বরে বলল ওয়েন, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তোমার কাউবয়দের মোকাবিলা হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করে দেখেছ সেই সময় ওরা কি করছিল?'

'কি করছিল তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' ধমকে উঠল ল্যাংফোর্ড। 'ওরা এইচ এলের লোক, এটাই যথেষ্ট। ন্যায় বা অন্যায়, যাই ওরা করে থাকুক না কেন, এইচ এল তাদের সমর্থন দেবে।'

'কাউকে বিনা দোষে ফাঁসি দিলেও সমর্থন দেবে?'

‘এলিস রাসলার ছিল। ওকে মানুষ বলা যায় না।’

‘বিচার পাবার অধিকার ছিল না ওর?’

‘রাসলারদের থাকে না। ওদের ঝুলিয়ে দেয়াই উচিত।’

‘আমি ভেবেছিলাম এখানে আইন আছে। বিচারের দায়িত্বটা আইনের হাতে।’

রাগে চেহারা বিকৃত করল ল্যাংফোর্ড। ‘দেখো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। আইন আসার বহু আগেই এখানে এসেছি আমি। নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়েছে। এখনও তাই লড়ব।’ চট করে করালের দিক থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। ‘তবে এখানে নয়, এবং আমিও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। কার্বি স্যাম স্লোনের ভাই। তোমার ওপর আমার চেয়ে ওরই অধিকার বেশি।’

‘যেকোন সময়।’ হাসল ওয়েন। ‘স্লোনের জন্যে অপেক্ষা করব আমি।’

‘হপকিন্সকেও হিসেবের বাইরে রেখো না।’

‘আমার ধারণা রেব হপকিন্স নিজের ভাল বোঝে।’

‘অত গর্ব তোমার থাকবে না,’ বিদ্রুপের হাসি হাসল ল্যাংফোর্ড। ‘একবার হঠাৎ হামলা করে রেবকে বেকায়দায় ফেলেছ বলে ভেবো না ওর সঙ্গে পারবে তুমি।’

‘ডাকো না রেবকে।’

করালের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু ফোরম্যানকে ডাকল না। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ওয়েনকে। ‘খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে তোমাকে।’

‘যতটা হওয়া উচিত তার বেশি নয়।’ কিছুক্ষণ চুপ করে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন। তারপর বলল, ‘অনেক দিন থেকে এখানে আছ তুমি। কখনও র‍্যান্স মার্টিন্ডেল নামের কারও সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলে বলে মনে পড়ে?’

কি যেন একটা ঘটে গেল র‍্যাঞ্চারের চেহারায়। ওয়েনের মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল লোকটা। তীক্ষ্ণ চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল ল্যাংফোর্ড। ‘কি বললে? কি নাম?’

‘র‍্যান্স মার্টিন্ডেল। চেনো ওকে?’ দীর্ঘ ট্রেইলের শেষে চলে এসেছে, বুঝতে পারছে ওয়েন। র‍্যাঞ্চার জানে। এক পা সামনে বাড়ল ও।

মাথা নাড়ল ল্যাংফোর্ড। 'জীবনে কোনদিন নামও শুনিনি।'

'ভুল হচ্ছে না তো কোন?'

কড়া চোখে ওয়েনকে দেখল র‍্যাঞ্চার। 'সবার আগে এখানে এসেছি আমি। এদিক দিয়ে যারা গেছে তাদের প্রায় সবাইকেই আমার মনে আছে। তাদের মধ্যে তোমার লোকটা ছিল না। কি নাম যেন বললে, মার্টিঙ্গেল?'

'মার্টিন্ডেল,' শুদ্ধ করে দিল ওয়েন। এখন ও নিশ্চিত জানে এই লোক মিথ্যে বলছে। প্রমাণ করতে পারবে না কারণ কোন উপায় নেই প্রমাণ করার, কিন্তু ওয়েনের মন বলছে ঠিক জায়গাতেই এসেছে ও।

'মার্টিন্ডেল,' আওড়াল র‍্যাঞ্চার। 'পরিচিত নাম না। এই নামে কারও সঙ্গে পরিচয় হলে মনে থাকত আমার।'

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে ল্যাংফোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েন, তারপর স্টিরাপে পা রেখে স্যাডলে উঠল। শুকনো গলায় ধন্যবাদ দিল ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে।

বাধা দিল না ল্যাংফোর্ড। আরও নিশ্চিত হয়ে গেল ওয়েন, র‍্যান্স মার্টিন্ডেল সম্বন্ধে কিছু একটা জানে র‍্যাঞ্চার। লোকটা এতই নড়ে গেছে যে হাতের মুঠোয় পেয়েও ওকে ফাঁদে ফেলার কথা মনে নেই।

অফিসের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল ল্যাংফোর্ড, চলে যেতে দেখল জোসেফ ওয়েনকে। ওয়েন যখন একশো গজ দূরে চলে গেল, তখনও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। বাড়ির কোনা ঘুরে বাবার পাশে এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া।

'বাবা, কে ও?'

এতই মগ্ন হয়ে আছে যে মেয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয় ল্যাংফোর্ড। ভিক্টোরিয়াকে দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করতে হলো।

'আমি জানি না,' যেন ঘুম থেকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'লোকটা ওর নাম বলেনি।'

'গতকালকের সেই লোকটার মতো দেখতে,' বলল ভিক্টোরিয়া, 'তবে ও হতে পারে না। ওই লোকের সাহস হবে না এখানে এসে...

'হ্যাঁ, ও-ই সে লোক,' ধীরে ধীরে বলল ল্যাংফোর্ড। মেয়ের দিকে তাকাল না, যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছে, ঢুকে গেল অফিস ঘরে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে।

## ছয়

মিডৌল্যান্ড টাউন হলে নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হৈ-চৈ আনন্দ উল্লাস হচ্ছে ওখানে। কিন্তু পাশের ঘরে, জাজ গর্ডনের অফিসে থমথম করছে পরিবেশ। ওই ঘরে র‍্যাঞ্চারদের মীটিং বসেছে। মোটমাট বারোজন লোক উপস্থিত। জাজ গর্ডন আর শেরিফ শেরিডান ছাড়া বাকিরা সবাই র‍্যাঞ্চার।

শান্তি বজায় রাখতে সাধ্য মতো চেষ্টা করছে জাজ গর্ডন, কিন্তু তেমন একটা সফল হচ্ছে না। তার কথায় কান দিচ্ছে না কেউ।

ছোট র‍্যাঞ্চারদের পক্ষ থেকে স্লিমিশ তার বক্তব্য শুরু করল: 'আইন মেনে চলা উচিত, পরস্পরের সুবিধে অসুবিধা বুঝতে হবে, অধৈর্য হলে চলবে না, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে—আমরা সবাই জানি এসব ফালতু কথা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে আমরা মাত্র একটা কারণেই উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সবার লক্ষ্যও এক। আমরা হর্স শ্যু ভ্যালিতে গরু চরাতে চাই। বাধা দিচ্ছে শুধু...'

'ওই উপত্যকা আমার,' স্লিমিশকে ধমকে থামিয়ে দিল ল্যাংফোর্ড।

'কোন্ অধিকারে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রুবেন। 'জমিটা তোমার? কিনেছ তুমি?'

'তোমার জমিটা কিনেছ তুমি?' পাল্টা আক্রমণ করল ল্যাংফোর্ড।

'না,' স্বীকার করল রুবেন। 'জমি পড়ে ছিল, আমি শুধু দখল নিয়েছি। আর সবাই তাই করেছে।'

'আমিও তাই করেছি। আমি যখন আসি, হর্স শ্যু ভ্যালি খালি পড়ে ছিল, আমি ওটার দখল নিয়েছি।'

'আশি হাজার একর দখল করে নিলেই হলো? আমাদের সবার চেয়ে তোমার একার জমি বেশি।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ম্যাকফ্যাডেন। 'অত জমি একা ভোগ করার কোন অধিকার নেই তোমার, হেনরি ল্যাংফোর্ড!'

'নিজেদের জমিতে তোমাদের যতটা অধিকার আছে হর্স শ্যু ভ্যালিতে তার চেয়ে কোন অংশে কম নেই আমার অধিকার।'

'আমার মাত্র ছয় হাজার একর আছে। তোমার আশি হাজার একর থাকবে কেন?'

'তোমার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে দশ লক্ষ একর জমি পড়ে আছে, যত ইচ্ছে নাও না ওখান থেকে।'

'ওটা মরুভূমি, গরু পালা যাবে না ওখানে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে টিটকারির হাসি হাসল ল্যাংফোর্ড। 'তাহলে শুধু জমি চাই না তোমার, ম্যাকফ্যাডেন, তোমার দরকার আমার জমি?'

'ভাল জমি সব তুমি একাই দখল করে আছ,' অভিযোগ করল রুবেন।

'আমিই এখানে প্রথম এসেছি,' জবাব দিল ল্যাংফোর্ড। 'ভাল জমিটা আমি নিয়েছি। কেন নেব না? সোনার খনি পাওয়া গেলে আবিষ্কার যে করে সেই ভাল জায়গাটা দখল করে। হর্স শ্যু ভ্যালি আমি খুঁজে বের করেছি, তাই ওটা আমি নিয়েছি। দখল বজায় রাখার জন্যে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে। ঈশ্বরের শপথ, কেউ যদি পিনের ডগায় যতটা জমি উঠবে ততটাও কেড়ে নিতে চায়, লড়ব আমি।' সবার ওপর ঘুরে এলো ল্যাংফোর্ডের গরম চোখের দৃষ্টি। 'শখ জাগলে চেষ্টা করে দেখতে পার তোমরা, কথা দিচ্ছি আমি তৈরি থাকব।'

'সেজন্যে লোক আমদানীও শুরু করে দিয়েছ, তাই না?' ল্যাংফোর্ডের দিকে আঙুল তাক করল এলিসন। 'স্যাম স্লোন বা ওই আগন্তুকের মতো লোক দিয়ে আমাদের ঠেকাতে পারবে ভাবলে ভুল ভাবছ।'

'আগন্তুক?' চোখ সরু করে তাকাল ল্যাংফোর্ড।

'বন্দুকবাজটা, যার ব্যাপারে গুজব রটছে যে তোমার ছেলেদের সঙ্গে

তার একহাত হয়েছে।'

'সেই লোকটা?' অবাক হয়ে তাকাল ল্যাংফোর্ড। সম্বিত ফিরে পেয়ে শেরিফের দিকে ফিরল। 'আমি ওকে আনাইনি, গোলাগুলির ব্যাপারটাও গুজব নয় তার প্রমাণ কার্বি স্লোন আর রের হপকিন্স। তবে এদের যখন এতই সন্দেহ, এই যে সবার সামনে আমি তোমাকে বলছি, শেরিডান, লোকটাকে ধরে তুমি জেলে ভরতে পার, আমি কোন বাধা দিই কিনা দেখুক ওরা।'

চোখ পিটপিট করল শেরিফের। দৃষ্টি স্থির হলো স্লিমিশের ওপর। ধীরে ধীরে চতুর হাসি ফুটে উঠল সেলুনকীপারের মুখে।

শুরু করার আগে বারকয়েক গলা খাঁকারি দিল শেরিফ। তারপর বলল, 'ওকে গ্রেফতার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।'

'কেন? তুমি এই কাউন্টির শেরিফ।' একসঙ্গে বলে উঠল কয়েকজন।

'তা ঠিক। কিন্তু অভিযোগ করবে কে? অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না।'

'আমি অভিযোগ করব, দরকার হলে,' জানাল ল্যাংফোর্ড।'

জাজের দিকে তাকাল স্লিমিশ। 'চলবে তাতে?'

'অবশ্যই।'

অখুশি দেখাল শেরিফ শেরিডানকে। ম্লান চেহারায় বলল, 'ঠিক আছে, আমি গ্রেফতার করব ওকে।'

হর্স শ্যু ভ্যালিতে সারাদিন ঘোরাফেরা করে সন্ধের পর শহরে ফিরল জোসেফ ওয়েন। লিভারি স্টেবলে ঘোড়াগুলো রেখে হাঁটতে শুরু করল এলা স্নোয়ের রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে। ভেতরে ঢুকে দেখল এলা নেই, তার বদলে এক চাইনিজ কুক রাজত্ব করছে। ডিনার সেরে স্লিমিশের সেলুনে চলে এলো ও। প্রচুর লোক সমাগমে গমগম করছে সেলুনটা। কনুইয়ের গুঁতো মেরে পথ করে বারের দিকে এগোতে হলো ওয়েনকে।

তবে একবার বারে পৌঁছে যাওয়ার পর জায়গার অভাব হলো না, কে একজন চিনে ফেলল ওকে, খবর ছড়িয়ে পড়ল কানে কানে।

দেখতে দেখতে ওর চারপাশে খালি জায়গা তৈরি হয়ে গেল।

চোখাচোখি হতেই এগিয়ে এলো বারটেন্ডার।

'বিয়ার,' অর্ডার দিল ওয়েন।

বিয়ার দিয়ে গেল বারটেন্ডার। ধীরেসুস্থে চুমুক দিতে লাগল ওয়েন। দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখল ব্যাটউইং পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে শেরিফ শেরিডান। কাকে যেন খুঁজছে, বার বার এদিকে ওদিক তাকাচ্ছে। নার্ভাস লাগছে লোকটাকে দেখতে।

চোখাচোখি হতেই হাসার চেষ্টা করল শেরিডান। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো।

'আমি সত্যি দুঃখিত, মিস্টার,' ঘন ঘন কয়েকটা ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বলল সে, 'তোমার বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট আছে। আমি চাই না, কিন্তু নির্দেশ আছে গেফতার করতে হবে।'

'আজ রাতে নয়,' শান্ত স্বরে সিদ্ধান্ত জানাল ওয়েন।

'অ্যাঁ?' চোখ পিট পিট করে তাকাল শেরিফ।

'অন্য কোন সময়।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, গ্রেফতার করতে আমি বাধ্য।'

'চার্জটা কি?' শেরিফের আপাদমস্তক দেখল ওয়েন।

'কার্বি স্লোনের হত্যাকাণ্ড।'

'চিন্তাটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে, তোমার?'

'না,' ঢোক গিলল শেরিডান। 'হেনরি ল্যাংফোর্ড চার্জ এনেছে।'

'তাহলে ওকেই বোলো আমাকে গ্রেফতার করতে।'

'শেরিফ হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব। জাজ গর্ডন ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে, কাজেই দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকে। তোমাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে।' শেরিফ অনুভব করছে অন্তত একশো জোড়া চোখ তার ওপর নিবদ্ধ। বুকটা ধড়ফড় করছে তার। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও শালা বুঝবে না কি বিপদে আছি আমি, তিক্ত মনে ভাবল।

'ধরো আমি যেতে চাইছি না তোমার সঙ্গে।' ভ্রূ নাচাল ওয়েন। 'কি করবে তুমি?'

শেরিফের অসুখী চেহারায় ঘামের বিন্দু জমতে শুরু করল। 'ব্যাপারটা তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না, আসতে হবে

তোমাকে।'

বিয়ারের গ্লাস নাড়ল ওয়েন। 'ভাগো, শেরিফ।'

বারে দাঁড়ানো এক কাউবয় ঠাট্টার সুরে বলে উঠল, 'নাও না, শেরিফ, ওর পিস্তলটা কেড়ে নাও!'

মরিয়া হয়ে এক পা সামনে এগোল শেরিফ, হাত চলে গেল কোমরের কাছে। 'অস্ত্র দিয়ে দাও, নাহলে...'

ওয়েনের সারাদেহ স্থির, শুধু বাম হাতটা নড়ে উঠল। গ্লাসের বিয়ারটুকু শেরিফের মুখে গিয়ে পড়ল। চমকে অস্ফুট স্বরে চিৎকার ছাড়ল শেরিফ, পিছিয়ে গিয়ে বাড়ি খেল টেবিলে বসা এক লোকের সঙ্গে। তারপর লোকটার ধাক্কা খেয়ে সরাসরি মেঝেতে পড়ল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল আবার, দু'হাতে মুখ ডলতে ডলতে রাগী গলায় বলল, 'এটা ঠিক কাজ করোনি।'

'রীতিমতো বেআইনী!' ঠাট্টা করল একজন।

চরকির মতো লোকটার দিকে ফিরল শেরিফ, আঙুল তাক করে বলল, 'তুমি, মিশ্যাম, তোমাকে আমি ডেপুটি করলাম। এই লোককে গ্রেফতার করতে আমাকে সাহায্য করবে তুমি।'

'জাহান্নামে যাও! তোমার ডেপুটি হতে আমার বয়েই গেছে।'

'হতে হবে। আইনে আছে যাকে ইচ্ছে ডেপুটি করতে পারি আমি। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করো, জেলের ভাত খেতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে জেলে ভরবেটা কে শুনি?' মুখ বাঁকিয়ে জানতে চাইল মিশ্যাম। 'তুমি?'

'আমি,' জবাবটা এলো দরজা থেকে।

ভেতরে ঢুকল জাজ গর্ডন, মুখটা লাল হয়ে আছে রাগে। আবারও বলল, 'শেরিফ যদি তোমাকে গ্রেফতার না করে, মিশ্যাম, তো আমি করব।'

জাজের উপস্থিতিতে সাহস ফিরে পেল শেরিফ, আরেকজনের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'মিলো হ্যানসন, তোমাকেও ডেপুটি করলাম আমি।' না, নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে না। আরেকজনের দিকে আঙুল তুলল শেরিফ। 'তোমাকেও ডেভ লরেন্স।' এবার ওয়েনের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক

আছে, মিস্টার, শেষবারের মতো বলছি, আত্মসমর্পণ করো, নাহলে...' কথা শেষ না করেই কি হতে পারে বুঝিয়ে দিল।

খালি গ্লাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল ওয়েন। খেয়াল করল ওর দু'পাশের লোকগুলো কখন যেন দূরে সরে গেছে। এক পা সামনে বাড়ল ওয়েন, শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'আমি আত্মসমর্পণ করব না, শেরিফ।'

নীরব হয়ে গেল ঘরটা। নির্বাক অপেক্ষা করছে সবাই। শেরিফ তার চাল দিয়ে দিয়েছে। এখন তার সঙ্গে তিনজন ডেপুটি আর একজন জাজ আছে। সামনে দাঁড়ানো এই দুর্বিনীত লোকটাকে গ্রেফতার করতে হবে। লোকটা গ্রেফতার হতে অস্বীকার করছে। এখন সামনে একটাই পথ খোলা আছে: বুলেটের ফয়সালা।

কে যেন এই সময় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই লোক জোসেফ ওয়েন। আমি চিনেছি! কয়েক বছর আগে ডেনভারে একটা শোডাউনে ওকে দেখেছিলাম আমি।'

মুখে ঘুসি খেয়েছে এমন ভঙ্গিতে চোখ পিট পিট করল শেরিফ। 'তুমিই জোসেফ ওয়েন?' ভাঙা গলায় জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

শেরিফ শেরিডানের ডেপুটিরা হঠাৎ করেই পিছু হটতে লাগল। 'জোসেফ ওয়েন!' বলল একজন। 'আমি এরমধ্যে নেই।'

'গ্রেফতার করতে চাইলে অস্ত্র বের করতে পার তোমরা।' দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল ওয়েন।

আতঙ্কিত চোখে পলায়নপর ডেপুটিদের দেখল শেরিফ, তারপর নজর ফেরাল ওয়েনের দিকে। ফিসফিস করে শুধু বলল, 'না, না!'

কঠোর চেহারায় সামনে বাড়ল জাজ গর্ডন। ওয়েনের দশ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল, 'আসলেই কি তুমি জোসেফ ওয়েন?'

'হ্যাঁ।' জাজের চোখে তাকাল ওয়েন। 'আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ যদি থাকে, তোমার কোর্টে হাজির হব আমি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না কোন ভীতু শেরিফের ইচ্ছে হলেই আমাকে জেলে ভরতে পারবে।'

বার দুয়েক মাথা দোলাল জাজ, তারপর বলল, 'কাল সকালে আমি

তোমাকে কোর্টে আশা করব।'

কথা শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা চালাল জাজ। তার পিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল শেরিফের অনিচ্ছুক ডেপুটিরা। মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ। তার দিকে তাকাল ওয়েন। তারপর পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

শেরিফ পেছন থেকে ড্র করতে পারত, গুলি করতে পারত ওয়েনের পিঠে, কিন্তু করেনি। ডান হাতের তর্জনীতে সাড়া ছিল না তার।

# সাত

টাউন হলটা নিচু একটা একতলা বাড়ি। সেখানেই হলরুমে নাচের আয়োজন করা হয়েছে। ঘরের দরজাটা খোলা, উঁকি দিলে নৃত্যরত মহিলা পুরুষদের দেখা যায়। পঞ্চাশজনেরও বেশি মানুষ জড় হয়েছে ওখানে, কিন্তু নাচছে মাত্র পাঁচ জোড়া মানুষ। অন্যরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচু স্বরে কথা বলছে। নাচের আসরের আনন্দ উল্লাস এখানে একেবারেই অনুপস্থিত।

বাড়ির বাইরে আরও দশ-বারোজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিচু স্বরে কথা বলছে নিজেদের মাঝে।

কাঠের সাইডওয়াক ধরে এগিয়ে এলো ওয়েন, দরজার সামনে থামল। ভেতরে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারপর কি মনে করে যেন ঢুকে পড়ল হল ঘরে। দেখল দরজার পাশেই একটা ছোট টেবিল রাখা হয়েছে। বয়স্ক একজন লোক বসে আছে চেয়ারে। ঘোলা চোখ তুলে ওয়েনের দিকে তাকাল। 'তোমার অস্ত্র, মিস্টার।'

টেবিলের পেছনের দেয়ালে চোখ পড়ল ওয়েনের। দেয়ালে গাঁথা পেরেকে ঝুলছে অনেকগুলো রিভলভার। খাপমুক্ত করে অস্ত্রটা বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল ওয়েন, বাঁট আগে।

'নাম?'

'ওয়েন।'

নামটা কোন প্রভাব ফেলল না বুড়োর ওপর। ছোট একটা কাগজে নাম লিখে সুতো দিয়ে কাগজটা ট্রিগার গার্ডের সঙ্গে বেঁধে দিল সে।

নাচের আসরের দিকে পা বাড়াল ওয়েন।

ঘরের দূর কোণে বসে বাজনা বাজাচ্ছে চার যন্ত্রী, একদফা বাজনা বাজিয়ে থামল তারা। বিচ্ছিন্ন হলো নাচের জোড়াগুলো। তাদের মাঝে এলা স্নোকে দেখতে পেল ওয়েন।

মেয়েটাও একই সময়ে ওকে দেখতে পেয়েছে, এগিয়ে এলো। 'এই যে, মিস্টার, শেষ পর্যন্ত তাহলে এলে তুমি।'

'এলাম। রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসব বলে, কিন্তু গিয়ে দেখি তুমি নেই।' একটু ইতস্তত করল ওয়েন। 'কালকে রাতের আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত।'

'না, না, দুঃখিত হওয়ার কি আছে।' অনুসন্ধিৎসু চোখে ওয়েনের চেহারা দেখল এলা। 'আজকে যতজন আমার রেস্টুরেন্টে এসেছে, সবাই তোমার কথা আলোচনা করছিল।'

ওয়েন জবাব দেয়ার আগেই অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। হেসে এগিয়ে এলো এলা।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল ওয়েন। বলল, 'আমি কিন্তু নাচব না। অভ্যেস নেই অনেকদিন...'

'আবার অভ্যেস হয়ে যাবে।' ওয়েনের কনুইয়ে হাত রাখল এলা।

আর উপায় নেই, বাধ্য হয়ে পা বাড়াল ওয়েন। বেসামাল লাগল ওর, নিজেকে মনে হলো খাঁচায় বন্দি বুনো জানোয়ার। এলোপাতাড়ি পা ফেলতে লাগল ও এলা স্নোয়ের সঙ্গে।

শেষ নেচেছে ও গৃহযুদ্ধের সময়, ভার্জিনিয়ায়, মনে পড়ল ওর। হেন্ডারসনও ছিল ওর সঙ্গে। শেরিডানের নেতৃত্বে শহরটা দখল করে নিয়েছিল ওরা, তার প্রতিবাদে নাচের আসর করে দক্ষিণের লোকরা। দক্ষিণের মহিলারা প্রথম প্রথম শীতল আচরণ করছিল, কিন্তু শীঘ্রি ওদের পটিয়ে ফেলল হেন্ডারসন। মানুষকে আপন করে নেয়ার অদ্ভুত একটা গুণ ছিল হেন্ডারসনের।

দশ বছর। এই দশ বছরে ফোর্থ মিশিগান ক্যাভালরির তরুণ ক্যাপ্টেন জোসেফ ওয়েন পরিণত হয়েছে কুখ্যাত খুনী গানফাইটার মিস্টার ওয়েনে।

কথা বলছে এলা স্নো: 'ও ছেলেদের মতো ঘোড়া চালাতে পারে। পিস্তলেও শুনেছি হাত নাকি ভাল। অথচ দেখো এখন, কে বলবে এই মেয়ে ননীর পুতুল নয়!'

এলা কার দিকে চেয়ে যেন কথাগুলো বলছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওয়েন। চোখাচোখি হলো ভিক্টোরিয়া ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে। রেব হপকিন্সের সঙ্গে নাচছে মেয়েটা। রেবের বামহাত ঝুলছে গলা থেকে নেমে আসা একটা কালো সিল্কের স্লিঙে।

গাঢ় রঙের একটা ইভিনিং গাউন পরেছে ভিক্টোরিয়া, সোনালী চুলগুলো গ্রীবার ওপর অলঙ্কারের মতো লাগছে। অজান্তেই শ্বাস টানল ওয়েন। এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে কখনও দেখেনি ও। ভিক্টোরিয়ার তুলনায় এলা স্নো কেমন যেন ম্লান, বিবর্ণ, সাদামাঠা, গ্রামের মেয়ে।

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো ওর। নাচের তালে মেয়েটাকে ঘুরিয়ে দিল রেব হপকিন্স, ওয়েনের দিকে চোখ পড়তেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল। নাচ থামিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। হিসহিস করে বলল, 'ভেবেছিলাম এতক্ষণে পাহাড় পেরিয়ে ভেগেছ তুমি।'

'তাই?' অবহেলা ভরে শ্রাগ করল ওয়েন। 'আমি ভাবছি উপত্যকায় কয়েকটা দিন থেকে যাব।'

স্লিঙে বাঁধা হাতটা উঁচু করল রেব। 'এটা শীগ্রি সেরে যাবে।'

'তুমি তো বাঁ হাতি নও, তাই না?' ওয়েন অনুভব করল ওর বাহুতে চেপে বসেছে এলার আঙুল। 'দুঃখিত,' নিচু গলায় মেয়েটাকে বলল ও।

'আমরা নাচের আসরে এসেছি, মিস্টার,' মাথা কাত করে এক পাশে দেখাল এলা। 'আচ্ছা, আর কতক্ষণ আমরা এভাবে নাম না জেনে নাচব?'

দরজার কাছ থেকে ঘুরে এলো ওয়েনের দৃষ্টি। ওখানে দাঁড়িয়ে গুজুর গুজুর করছে শেরিফ শেরিডান জাজ গর্ডন, হেনরি ল্যাংফোর্ড এবং কয়েক জন ছোট র‍্যাঞ্চার। মাঝে মাঝেই চকিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে তারা।

'আমার নাম জোসেফ ওয়েন,' এলাকে বলল ওয়েন।

বুঝতে পারল চমকে উঠেছে মেয়েটা। 'জোসেফ ওয়েন! সেই গান...'

'হ্যাঁ,' হাত শিথিল করে দিল ওয়েন। 'এবার তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আর নাচবে না?'

'কেন?' বিস্মিত চোখে তাকাল এলা। 'তোমার কি জলাতংক হয়েছে নাকি।'

'হয়নি, কিন্তু আমি জোসেফ ওয়েন।'

'তোমার কি ধারণা, তোমাকে কি মনে করেছিলাম আমি! তুমি খোদা প্রেরিত কোন দেবদূত, এসেছ আমাদের উদ্ধার করতে?' হাসল এলা। 'আমি জানতাম তুমি কার্বি স্লোনকে মেরে ফেলেছ, রেব হপকিন্সকে আহত করেছ, ইচ্ছে করলে মেরেও ফেলতে পারতে। বিপক্ষে ওরা চারজন ছিল, অথচ কিছুই করতে পারেনি। হ্যাঁ, তোমার নাম জানতাম না আমি, ওয়েন; কিন্তু একথাও মনে হয়নি যে তুমি রয় লারকাস বা তার দলের আউট-ল হতে পার।'

'তাহলে আমি কে তাতে তোমার কিছু যায় আসে না?'

'হয়তো যেতো আসতো, কিন্তু আমিও তো এক অর্থে আউট-ল,' একটু থেমে বলল এলা। 'লোকে আমার রেস্টুরেন্টে আসে বটে, কিন্তু দেখেছ কোন মহিলাকে? দেখেছ এখানে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে বা হাত নেড়েছে? একটু আগে ভিক্টোরিয়াকে তো দেখলে, কই ওতো কোন কথা বলল না আমার সঙ্গে।'

চুপ করে থাকল ওয়েন। কি জবাব দেবার আছে? সমাজের উঁচু স্তরের লোকরা নিচু স্তরের মানুষদের সব সময়েই অবহেলার চোখে দেখে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাজনা থামতেই হাত ছাড়িয়ে পিছু হটে দাঁড়াল এলা। চলে যাবার আগে মৃদু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে নেচেছ সেজন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মেয়েটাকে অনুসরণ করবে কিনা ভাবছে ওয়েন, এমন সময়ে এগিয়ে এলো একজন র‍্যাঞ্চার। ওয়েনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি রুবেন। শুনলাম শেরিফের কলজে নাকি শুকিয়ে

দিয়েছিলে তুমি?'

করমর্দন করে হাতটা ছেড়ে দিল ওয়েন। বলল, 'আমার কি করার আছে ওর কলজে যদি মুরগির কলজের সমান হয়!'

হাসল রুবেন। 'কলজে যেমনই হোক বা না হোক, একবার কিন্তু সত্যিই ও একজনকে গুলি করেছিল। অবশ্য গুলি করেছিল পিঠে। মনে হলো কথাটা তোমার জানা থাকা দরকার।' হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল র‍্যাঞ্চার। 'এখানে থাকার পেছনে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য আছে তোমার?'

'যেমন?'

'আমি শুনেছি এক জায়গায় বেশিদিন থাকো না তুমি।'

'এখানে কিছুদিন থাকব।' রুবেনের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওয়েনের। 'স্লিমিশ তোমাকে বলেনি?'

'স্লিমিশ? ও জানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল রুবেনের। কি যেন চিন্তা করে বলল, 'স্লিমিশের সঙ্গে তোমার কোন চুক্তি হলে তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই।'

'ওর সঙ্গে কোন চুক্তি হয়নি আমার। কারও সঙ্গেই হয়নি।'

'তাহলে তুমি আমাদের পক্ষে নও?'

'আমি শুধু আমার নিজের পক্ষে।'

মাথা নাড়ল রুবেন। 'এখানে শুধু দুটো পক্ষ আছে। আমাদের পক্ষ আর ল্যাংফোর্ডের পক্ষ।'

রুবেনের মাথার ওপর দিয়ে তাকাল ওয়েন। দেখল গভীর মনোযোগে মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে হেনরি ল্যাংফোর্ড। ভ্রূ কুঁচকে আছে লোকটার। কি বলছে কে জানে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে ভিক্টোরিয়া।

রুবেনের কাছ থেকে সরে এসে ওদের দিকে পা বাড়াল ওয়েন। মেয়েটা দেখতে পেয়েছে ওকে। মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হলো ভিক্টোরিয়ার চোখ দুটো, তারপরই চকচক করতে লাগল।

'পরের নাচটা তোমার সঙ্গে নাচতে পারি?' সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল ওয়েন।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ল্যাংফোর্ড। ওয়েনকে দেখে চোখে ফুটে

উঠল নিখাদ বিস্ময়। 'ওয়েন!' র‍্যাঞ্চারের মুখটা কুঁচকে গেল হঠাৎ রাগে। 'তুমি! তোমার এতবড় সাহস আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলো!'

'অবশ্যই নাচব, মিস্টার ওয়েন,' দ্রুত বলে উঠল ভিক্টোরিয়া।

সেই মুহূর্তে নাচের বাজনা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিল ভিক্টোরিয়া। ওকে নিয়ে নাচের মঞ্চের দিকে যেতে শুরু করল ওয়েন।

পেছন থেকে শুনতে পেল ল্যাংফোর্ডের গলা। 'ভিক্টোরিয়া!' মেয়েকে ডাকছে, গলায় চাপা রাগ।

জবাবে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল ভিক্টোরিয়ার ঠোঁটে।

ওরা দু'জন ল্যাংফোর্ডের কাছ থেকে দূরে সরে আসতেই ওয়েনের দিকে কড়া চোখে তাকাল ভিক্টোরিয়া। 'তুমি যখন এলে, বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল আমার, মনে রেখো, শুধু সেজন্যেই তোমার সঙ্গে নাচতে রাজি হয়েছি আমি।'

'তোমার ইচ্ছে না থাকলে নাচ থামিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার,' বলল ওয়েন।

'তুমিই তাহলে জোসেফ ওয়েন,' ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠে রাগ চাপা থাকল না। 'সেই কুখ্যাত গানফাইটার খুনী! এখানে আসার সময় ভেবেছিলাম তুমি নাচের আসরে আসবে, তোমার কাছে ক্ষমা চাইব গতকালের দুর্ব্যবহারের জন্যে।'

'ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিয়েছি আমি।'

'আমি ক্ষমা চাইনি!' রাগে লাল হয়ে গেল ভিক্টোরিয়ার মুখ। 'তুমি আমার ভাইকে উস্কে দিচ্ছিলে যাতে গানফাইট হয়। তোমার মতো খুনীরা খুন করতে বাধ্য, নাহলে নিজেদের বড় মনে হয় না।'

'মনে হচ্ছে খুনী সম্পর্কে অনেক জ্ঞান?'

'র‍্যাঞ্চে একজন আছে—স্যাম স্লোন। তোমার সঙ্গে শীঘ্রি দেখা হবে ওর। আমি জানি তুমি টের পাবে যে আমার ভাইয়ের চেয়ে অনেক শক্ত লোক সে।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আমি ওর নাম শুনেছি।'

হঠাৎ করেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল ভিক্টোরিয়া। ওয়েন দেখল ওরা ছাড়া আর মাত্র এক জোড়া মাঝবয়সী দম্পতি নাচছে, বাকিরা সরে গেছে কখন যেন, এখন তাদের বেশিরভাগই যাচ্ছে

দরজার দিকে, অথচ রাত মাত্র নটা বাজে!

মুহূর্তের জন্যে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল ওয়েন, তাকিয়ে থাকল ভিক্টোরিয়ার পিঠে, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে।

বাবার সঙ্গে কি যেন বলল ভিক্টোরিয়া, কাছের একটা চেয়ার থেকে তুলে নিল স্প্যানিশ শাল, ওটা কাঁধে চাপিয়ে বাবার সঙ্গে এগোল দরজার দিকে।

দরজার কাছে এসে থামল ওয়েন। টেবিলের পেছনে বসে আছে অস্ত্র জমা রেখেছে যে বুড়ো লোকটা তার সামনে ভিড়, লাইন করে অস্ত্র ফেরত নিচ্ছে পুরুষরা। ওয়েনকে দেখেই তাড়াতাড়ি একটা পথ করে দেয়া হলো। এগোতে গিয়ে এক মহিলার কনুইয়ের সঙ্গে হাত লাগল ওয়েনের। সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠে সরে গেল মহিলা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলে তাকাল বুড়ো।

'ওয়েন।'

'ওয়ে...' আওড়াতে শুরু করেও থেমে গেল বুড়ো। চোখ পিটপিট করল। 'জ্বী, স্যার, জোসেফ ওয়েন!' তাড়াতাড়ি ওয়েনের অস্ত্রটা দেয়াল থেকে নামাল সে, ট্রিগার গার্ডে বাঁধা ট্যাগটা খুলে বাড়িয়ে দিল ওয়েনের দিকে।

অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরল ওয়েন দেখল লোকজন সরে দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত পথ করে দিয়েছে কোন দিকে না তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ও।

# আট

হেনরি ল্যাংফোর্ডের একটা বাকবোর্ড আছে। বিশেষ উপলক্ষে ওটা ব্যবহার করে সে। যেমন আজকে, ভিক্টোরিয়ার পরনের কাপড় রাইডিঙের উপযোগী নয়, তাই মিডৌল্যান্ডের নাচের আসরে মেয়েকে

বাকবোর্ডে করে নিয়ে এসেছে সে। তবে ঘোড়া দুটোর ওপর র‍্যাঞ্চার বিরক্ত। ফিরতি পথে কোনমতেই যেন পা বাড়াতে চাইছে না ওদুটো। বার বার রাসে দোলা দিয়ে গতি বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে ল্যাংফোর্ড।

এ একপক্ষে ভালই হয়েছে ব্যস্ত হয়ে আছে সে ঘোড়গুলোর পেছনে, কারণ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছেই নেই তার।

কিন্তু মাইল দুয়েক নীরবে এগিয়ে আর থাকতে পারল না ভিক্টোরিয়া, বলে উঠল, 'ঠিক আছে, বলে ফেলো কি বলার আছে তোমার।'

'কি ব্যাপারে?' ধমকের সুরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না।'

'ঝগড়া করার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'তাহলে অত গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

'আমি চাইনি তুমি ওই লোকটার সঙ্গে নাচো। কিন্তু আসলে সেজন্যেও নয়, আমি...'

'তাহলে রাগের কারণ কি?'

তিক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল ল্যাংফোর্ড। 'তুমি দেখোনি ওরা সবাই নাচের আসর ছেড়ে চলে গেল? অথচ তখন নাচ শুরু হয়েছে এক ঘণ্টাও হয়নি।'

'দেখেছি। আমার ধারণা ওই গানম্যানের উপস্থিতিই তার কারণ।'

'না, ওরা চলে গেল কারণ আমি নাচের আসরে উপস্থিত ছিলাম।'

'বুঝলাম না আমি।'

'টাউন হলে যাবার আগে একটা মীটিং হয়েছে আমাদের র‍্যাঞ্চারদের,' একটু থামল ল্যাংফোর্ড। 'তোমাকে তো গতকালই বলেছি এখানে কি চলছে। এখন আর ব্যাপারটা শুধু তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।'

'তার মানে...' চোখ বড় বড় হলো ভিক্টোরিয়ার। 'তার মানে লড়াই হবে?'

'নিশ্চিত থাকতে পার।'

'সমঝোতায় আসার কোন উপায় নেই?'

'যদি থাকতো তাহলেও আমি সমঝোতায় যেতাম না।' সোজা হয়ে

বসল ব্র্যাঞ্চার। 'লড়ব আমি। মাটিতে মিশিয়ে দেব ওদের। লড়াই যখন শেষ হবে, এইচ এল র‍্যাঞ্চ ছাড়া এই অঞ্চলে আর কোন র‍্যাঞ্চ থাকবে না।'

বাকবোর্ডের একশো গজ সামনে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একজন অশ্বারোহী। বাম হাতে রাস ধরে ডান হাতে লম্বা ব্যারেলের একটা রিভলভার বের করল ল্যাংফোর্ড। নিচু গলায় ভিক্টোরিয়াকে বলল, 'মনে হচ্ছে লড়াই শেষ পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। এটাই প্রথম আলামত। তৈরি থাকো, আমি গুলি করলেই নিচু হবে।'

চাপা একটা গলা জানতে চাইল, 'কে! ল্যাংফোর্ড?'

ঘোড়া থামাল না ল্যাংফোর্ড। সহজ টার্গেট হবার কোন ইচ্ছে নেই। পাল্টা জানতে চাইল, 'কে তুমি?'

অন্ধকার চিরে দিল আগুনের একটা ঝিলিক। পরক্ষণেই ভেসে এলো রাইফেলের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার। কাতরে উঠল হেনরি ল্যাংফোর্ড, উঠে দাঁড়াল, তারপর বাকবোর্ড থেকে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

ভয়ে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ভিক্টোরিয়া, বাবাকে সাহায্য করতে নামতে চাইল বাকবোর্ড থেকে, কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন সতর্ক করল ওকে। ততক্ষণে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে ভীত ঘোড়াগুলো।

টের পেল ঝড়ের বেগে অশ্বারোহীকে পাশ কাটিয়েছে বাকবোর্ড। লোকটার চেহারা দেখতে চেষ্টা করল, কিছুই দেখা গেল না। হয় মুখের ওপর রুমাল বেঁধে রেখেছে, অথবা কোটের কলার তুলে দিয়েছে নাকের নিচ পর্যন্ত।

লাফাচ্ছে বাকবোর্ড, শরীর স্থির রাখতে পারছে না ভিক্টোরিয়া, পড়েই যেত, যদি না গায়ের জোরে চেপে ধরে থাকত ড্যাশবোর্ড। কিছুক্ষণ পর গতি কমাল ঘোড়াগুলো। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো ভিক্টোরিয়া, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল ঘোড়ার দড়িগুলো। ছোট বেলা থেকেই ঘোড়া চালিয়ে ও অভ্যস্ত। সীটে বসে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো ঘোড়াগুলোকে, মিনিট খানেকের বেশি লাগল না।

ততক্ষণে প্রায় সিকি মাইল দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে বাকবোর্ড। পেছনের ট্রেইলে পড়ে আছে হেনরি ল্যাংফোর্ড, বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

বাকবোর্ড ঘুরিয়ে ফিরতি পথে রওয়ানা হলো ভিক্টোরিয়া। চোখ বুলাতে লাগল রাস্তার ধারে।

কিছুক্ষণ পর বাবাকে পেল ও, পড়ে আছে রাস্তার ধারে, একটা স্তূপের মতন। ড্যাশবোর্ডে দড়ি বেঁধে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল ভিক্টোরিয়া, দু'তিন পা এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল মানুষটার পাশে। গা ছুঁয়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করল ও। বেঁচে আছে বাবা, আহত এবং অজ্ঞান, তবে বেঁচে আছে।

কি করে হেনরি ল্যাংফোর্ডের ভারী দেহটা ও বাকবোর্ডে তুলল তা একটা বিস্ময়। র‍্যাঞ্চারের ওজন দুশো পাউন্ডের বেশি।

মরিয়া হয়ে ওঠায় শরীরে বাড়তি শক্তি পেল ভিক্টোরিয়া। প্রথমে বাকবোর্ডটাকে ল্যাংফোর্ডের পাশে নিয়ে এসে রাখল ও। তারপর ল্যাংফোর্ডকে ধরে ধরে বসাল, পিঠটা ঠেকিয়ে রাখল বাকবোর্ডের ফ্রন্ট হুইলের সঙ্গে। এবার উবু হয়ে ল্যাংফোর্ডকে জড়িয়ে ধরল ও, গায়ের জোরে ওপরে টানতে লাগল। পুরো দাঁড় করিয়ে দম নিতে থামল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। দু'জনের শরীরের ভরই চাপিয়ে রেখেছে বাকবোর্ডের গায়ে। এবার আস্তে আস্তে একপাশে সরে দাঁড়াল ও, এখনও ধরে রেখেছে বাবাকে। একটু সুস্থির হয়ে ল্যাংফোর্ডের শরীরটাকে একপাশে কাত হতে দিল। ফ্লোরবোর্ডের ওপর চলে গেল র‍্যাঞ্চারের দেহের ঊর্ধ্বাংশ, ঢলে পড়ল বাকবোর্ডের মেঝেতে।

এক হাতে বাবাকে ধরে রেখে বাকবোর্ডে উঠে এলো ভিক্টোরিয়া। ওই সময় যদি ঘোড়াগুলো নড়ত তাহলে আবারও পড়ে যেত আহত র‍্যাঞ্চারের দেহ, কিন্তু জানোয়ারগুলো স্থির রইল। ল্যাংফোর্ডের বগলের তলা দিয়ে দু'হাত ঢুকিয়ে টানতে লাগল ভিক্টোরিয়া, ইঞ্চি ইঞ্চি করে অচেতন দেহটা তুলে আনল বাকবোর্ডের ফ্লোরবোর্ডে। ধরে ধরে ল্যাংফোর্ডকে বসাল সে, বাকবোর্ডের সীটে বসে এগোল এইচ এল র‍্যাঞ্চের দিকে। আস্তে আস্তে চলেছে, ঝাঁকি লাগলে কাত হয়ে পড়ে যাবে ল্যাংফোর্ড।

আজ রাতের এই সংক্ষিপ্ত যাত্রা সারা জীবন মনে রাখবে ভিক্টোরিয়া। উদ্বেগে মরে যাচ্ছে মনে মনে। ইচ্ছে করছে ঘোড়াগুলোকে দ্রুত ছুটিয়ে দেয়, অথচ জানে তা করা চলবে না।

এক ঘণ্টা লাগল ওর এইচ এল র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছতে। এর মধ্যে একবারের জন্যেও জ্ঞান ফেরেনি র‍্যাঞ্চারের, তবে বার কয়েক গুঙিয়েছে।

উঠানে পৌঁছেই ডাকাডাকি শুরু করল ভিক্টোরিয়া। সবার আগে বেরিয়ে এলো রেব হপকিন্স। ভিক্টোরিয়াদের আগেই নাচের আসর থেকে বেরিয়ে আসে সে, এখানে পৌঁছেছে কয়েক মিনিট হলো।

বাকবোর্ডে হেনরি ল্যাংফোর্ডের দেহটা বেকায়দা ভঙ্গিতে বসা দেখেই অস্ফুট একটা একটা আওয়াজ করল রেব। ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল। 'কে করেছে, ভিকি?'

'জানি না। মুখোশ ছিল লোকটার মুখে, চেহারা দেখতে পাইনি।' হাত দিয়ে অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল ভিক্টোরিয়া। 'এখন এসবের সময় নয়, কাউকে ডাকো, বাবাকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। আর একজনকে মিডৌল্যান্ডে পাঠিয়ে দাও, ডাক্তার কার্নকে ডেকে আনুক।'

বাঙ্কহাউজের দিকে দৌড়ে এগোল রেব, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকবোর্ডটাকে ঘিরে দাঁড়াল একদল কাউবয়। ল্যাংফোর্ডকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তদারকি করল ভিক্টোরিয়া, তারপর সব তৎপরতা থেমে যেতে লিভিংরুমের সোফায় বসে পড়ল, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীরটা।

কিন্তু আজকে বোধহয় ওর ভাগ্যে বিশ্রাম নেই, চোখ বন্ধ করেছে কি করেনি, দড়াম করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল স্ট্যান ল্যাংফোর্ড। ভিক্টোরিয়ার সামনে ব্রেক কষল সে। 'বাবার কি হয়েছে, ভিকি? শুনলাম বাবা নাকি আহত হয়েছে!'

তিক্ত চেহারায় সৎ ভাইকে দেখল ভিক্টোরিয়া। 'সারা বিকেল কোথায় ছিলে তুমি?'

'তার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক!'

'সম্পর্ক আছে। তুমি যদি বাবার কথা মতো আমাদের সঙ্গে যেতে তাহলে আজকে এরকম হতো না।'

চোখে রাগ নিয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল স্ট্যান, তারপর চলে এলো বেডরুমে। ওখানে র‍্যাঞ্চারের পোশাক খুলছে রেব হপকিন্স।

ক্ষতটা চোখে পড়তে আনমনে মাথা নাড়ল এইচ এলের

ফোরম্যান। বুকের বাম দিক দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, এমন একটা অ্যাঙ্গেলে যে মনে হয় শিড়দাঁড়ায় আঘাত লেগেছে। র‍্যাঞ্চারকে উপুড় করে শোয়ানো হলো। ওদের আশঙ্কাই ঠিক, ভেতরেই আটকে আছে বুলেট। অপারেশন করতে হবে, খুব জটিল এবং সূক্ষ্ম অপারেশন। ক্ষতর মুখটা শুকনো রক্তে আটকে গেছে, ফলে বেশি রক্তপাত হতে পারেনি।

স্ট্যান ল্যাংফোর্ড বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে র‍্যাঞ্চারকে দেখল। এই লোককে জ্ঞান হবার পর থেকে বাবা ডেকে এসেছে সে। ঘামে ভিজে গেল স্ট্যানের মুখটা। একটা কথাও না বলে লিভিংরুমে ফিরে এলো আবার।

সোফা ছেড়ে মাত্র উঠছে ভিক্টোরিয়া। 'বাবা সকাল পর্যন্ত বাঁচবে না,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল স্ট্যান।

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ভিক্টোরিয়ার।

'বাবাকে যে গুলি করেছে তাকে আমি ছাড়ব না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল স্ট্যান। 'তাকে শেষ করতে গিয়ে যদি মরতেও হয় তাতেও রাজি আছি।'

'তাই হবে,' তিক্ত চেহারায় বলল ভিকি, 'তাকে শেষ করতে গিয়ে মরবে তুমি।'

'মরতে আমি ভয় পাই না, যদি সেই লোকটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।' ভিক্টোরিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল স্ট্যান। 'ওকে তুমি দেখতে পাওনি? কোন কথা বলেনি লোকটা?'

'বলেছে। জানতে চেয়েছে বাকবোর্ডে বাবা কিনা।' ভ্রূ কুঁচকাল ভিক্টোরিয়া। 'শুধু ল্যাংফোর্ড শব্দটা উচ্চারণ করেছে, কিন্তু গলার স্বর নিশ্চয়ই বিকৃত করেছে।'

ভিক্টোরিয়ার হাতটা ধরল স্ট্যান। 'বিকৃত করেছে! তার মানে লোকটা ভয় পাচ্ছিল তোমরা তাকে চিনে ফেলবে। তারমানে সে আমাদের পরিচিত।'

'তাতে কোন সুবিধে হচ্ছে না। উপত্যকার অর্ধেক লোক আমাদের পরিচিত।'

'আকৃতি কেমন ছিল? লম্বা, বেঁটে, মোটা নাকি চিকণ...

'অন্ধকার ছিল, কিছু বোঝা যায়নি। তবু যতটুকু দেখেছি আমার মনে হয়েছে লোকটা যথেষ্ট লম্বা। স্যাডলে ঝুঁকে বসে ছিল। কেন যেন মনে হয় হালকা পাতলা লোক হবে।' চুপ করে গেল ভিক্টোরিয়া। 'একশো গজ দূরে ছিল লোকটা যখন গুলি করে।'

'একটা মাত্র গুলি করেছে অন্ধকারে? একশো গজ দূর থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তার তাক অত্যন্ত ভাল।'

'আমারও তাই ধারণা।' তীক্ষ্ণ চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল ভিক্টোরিয়া। 'আচ্ছা, আজকে সন্ধেয় স্যাম স্লোন কোথায় ছিল?'

'স্লোন!' মাথা নাড়ল স্ট্যান। 'তুমি ভুল করছ, ভিকি। ওই লোক স্লোন হতে পারে না। গতপরশু থেকে সে নেই। বাবা তাকে কোথায় যেন পাঠিয়েছে।'

'কোথায়?'

'জানি না। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল দু'তিনদিন পর ফিরবে। কোথায় যাচ্ছে তা আমাকে বলেনি, বাবার নিষেধ ছিল। আজকে সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা বলল আমার অত বেশি না জানলেও চলবে।' হঠাৎ চুটকি বাজাল স্ট্যান। 'ওই গানফাইটারটা…জোসেফ ওয়েন!'

চোখ সরু করে ভাবল ভিক্টোরিয়া, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'না, আমরা যখন মিডৌল্যান্ড ছেড়ে চলে আসি তখনও সে ওখানেই ছিল।'

'অন্ধকারে তোমাদের পাশ কাটাতে পারে সে।'

'রাস্তায় কেউ আমাদের পাশ কাটায়নি।'

'হয়তো রেঞ্জের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিল।'

'সম্ভাবনা কম। জোরে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল বাবা। আর দুর্ঘটনা ঘটে মাত্র দু'তিন মাইল পেরতেই। অত দ্রুত কেউ আমাদের সামনে গিয়ে অ্যাম্বুশ করতে পারবে এটা বিশ্বাস করা যায় না।' চোখ সরু করে স্ট্যানকে দেখল ভিক্টোরিয়া। 'স্ট্যান, তোমাকে আগেও জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দাওনি। সন্ধেয় কোথায় ছিলে তুমি?'

আহত চোখে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল স্ট্যান। 'ভিকি, তুমি যদি

ভেবে থাকো...'

'বোকার মতো কথা বোলো না, স্ট্যান। তবে একটু আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ তুমি। ওই যে...গানফাইটার...জোসেফ ওয়েন...'

'ওই লোক জোসেফ ওয়েন না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু নামটা জানা গেছে আজকে সন্ধেয়।'

'জানি। স্লিমিশের সেলুনে ব্যাপারটা ঘটে। ওয়েনকে শেরিফ গ্রেফতার করতে গিয়েছিল।'

'তারমানে ওই সময়ে তুমি স্লিমিশের সেলুনে ছিলে?'

'অল্প কিছুক্ষণ ছিলাম। ঘণ্টা খানেক আগে বাসায় ফিরে এসেছি।'

'শহরে ছিলে অথচ নাচের আসরে যাওনি...আগে তো কখনও তোমাকে নাচের আসরে অনুপস্থিত থাকতে দেখিনি!'

ভ্রূকুটি করল স্ট্যান। 'ঠিক আছে, জানতে চাইছ যখন, আর গোপন করব না। শহরে এক মেয়ের সঙ্গে ছিলাম আমি।'

'মেয়েটা কে?'

'উল্লেখযোগ্য কেউ নয়।' ভিক্টোরিয়ার চোখে বিরক্তি দেখে হাসার চেষ্টা করল স্ট্যান। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, লালচুলো ওই মেয়েটার কাছে ছিলাম, মিলিনারি দোকান চালায় যে মেয়েটা। স্যু ম্যাটসন।'

'স্যুর সঙ্গে মেলামেশা করছ? কতদিন হলো?'

'আজই প্রথম ডেট করলাম। কালকে ওর সঙ্গে দেখা হলো, কথায় কথায় আলাপ জমে উঠল, ঠিক করলাম সন্ধেয় ওর ওখানে যাব।' বাতাসে হাতের ঝাপটা দিল স্ট্যান। 'তাই বলে কল্পনায় ওয়েডিং বেল শুনতে শুরু কোরো না আবার, ওর সঙ্গে পড়তা পড়েনি আমার।'

'ভাল। আমি চাই না মেয়েটার সর্বনাশ হোক। স্যু খুবই ভাল মেয়ে।'

'ওই মেয়ে আমার ধাঁচের নয়।' হাসল স্ট্যান। 'ভেতরে গরম আছে আমি সেরকম মেয়ে চাই। তোমার মতো।'

'কিহ্!'

'অবাক হচ্ছ কেন, তুমি কিন্তু আসলে আমার বোন নও।'

অবাক বিস্ময়ে স্ট্যানের দিকে তাকাল ভিক্টোরিয়া। 'কবে থেকে...'

'কখনোই তোমাকে আমি বোন ভাবতে পারিনি, ভিকি। পরও

ভাবতে পারিনি। চেয়েছি মনে মনে, ভেবেছি উপযুক্ত সময় এলে জানাব। কিন্তু তারপর রেব হপকিন্স এসে হাজির হলো, ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতে লাগল তোমার চারধারে। আর বলা হয়ে ওঠেনি। ভিকি...'

'চুপ করো, স্ট্যান!'

'কেন?' গাঢ় স্বরে জানতে চাইল স্ট্যান, ভিক্টোরিয়ার হাতটা ধরল। 'আমি চাই না তোমার মতো একটা মেয়ে নিজেকে শেষ করে দিক রেবের মতো কারও...'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল ভিক্টোরিয়া। 'এসব কথা বলার সময় এখন নয়, স্ট্যান। পাশের ঘরে আহত হয়ে পড়ে আছে বাবা...'

বেডরুমের দিকে পা বাড়াল মেয়েটা, ঢুকে গেল ভেতরে। বন্ধ দরজার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকল স্ট্যান।

মাথা নাড়তে নাড়তে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো রেব হপকিন্স।

'অবস্থা কি বুঝছ, রেব?' জানতে চাইল স্ট্যান।

'ভাল না,' বলল ফোরম্যান। 'নিজেকে চোখ টিপে কোন লাভ নেই।' নিচের ঠোঁটটা চুষল সে। 'মনে হয় ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হয়ে যাওয়া ভাল।'

'মারা যাচ্ছে বাবা?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল রেব 'কি করব আমরা?'

'বুঝলাম না।'

'বলতে চাইছি আমরা কি যা করতে যাচ্ছিলাম তাই করব?'

'অবশ্যই। র‍্যাঞ্চ ঠিক মতো চালাতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কি করার আছে?'

'আমি র‍্যাঞ্চের কথা বলছি না। উপত্যকার আর সবার সঙ্গে লড়ব আমরা? শুনেছ নিশ্চয়ই র‍্যাঞ্চারদের মীটিং কোন সুফল বয়ে আনেনি?'

সায় দিতে গিয়েও থেমে গেল স্ট্যান। বলল, 'বাবা নিশ্চয়ই বলেছে ওদের জাহান্নামে যেতে?'

'জবাব দিয়েছে ওরা প্রথম গুলিটা করে।'

'শেষ গুলিটা কে করে সেটা আমরা দেখিয়ে দেব,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল স্ট্যান।

দ্বিধায় ভুগল ফোরম্যান। 'একটা ব্যাপার আমার জানা থাকা দরকার। ধরো বুড়া মিয়া বিছানা থেকে উঠতে পারল না, কে আমাদের নির্দেশ দেবে?'

'তুমি আমাদের ফোরম্যান।'

'হ্যাঁ, কিন্তু···আমাকে নির্দেশ দেবে কে? তুমি, নাকি ভিক্টোরিয়া?'

রেগে গেল স্ট্যান। 'এসময়ে কথাটা তুমি না তুললেও পারতে, রেব। আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার কোন দরকার নেই যে আমি বাবার পালক পুত্র।'

'তবুও কথাটা ঠিক। র‍্যাঞ্চ কে চালাবে সেটা আমার জানা থাকা দরকার।'

'ঠিক আছে, বলছি! তুমি তো জানো বাবা আমাকে সব সময়ে নিজের ছেলের মতোই দেখে এসেছে, ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কোন পার্থক্য করেনি। ভিক্টোরিয়া বাবার মেয়ে, আমি বাবার ছেলে।'

চিন্তিত চেহারায় স্ট্যানকে দেখল রেব। 'ল্যাংফোর্ডের উইলে কি তোমাদের সমান অংশ দেয়া হয়েছে?'

'উইল আছে কিনা বা উইলে কি আছে তা আমি জানি না, তবে বাবা নিশ্চয়ই আমাকে বঞ্চিত করবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু যদি সে কোন উইল না করে থাকে তাহলে সম্পত্তি পাবে তার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়। তারমানে সব কিছু ভিক্টোরিয়া পাবে, তুমি নও।'

ক্রূর হাসল স্ট্যান। 'আর তুমি যদি ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করতে পার তাহলে সবই তোমার হবে।'

'ওধরনের কিছু আমি ভাবছিলাম না।'

'আচ্ছা!'

'আমি ভাবছিলাম ভিক্টোরিয়ার কথা। বড় ধরনের একটা রেঞ্জ ওয়ারে জড়িয়ে গেছে মেয়েটা।'

বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো। ডাক্তার বোধহয় এসেছে। দরজার দিকে পা বাড়াল স্ট্যান।

লিভিংরূমের খোলা দরজা দিয়ে আসা হলুদ আলোয় দু'জন অশ্বারোহীকে দেখা গেল, ঘোড়া থেকে নামছে। তাদের কেউ ডাক্তার

নয়। একজন স্যাম স্লোন, অপরজন রুক্ষ চেহারার এক প্রৌঢ়, পরনে ময়লা পোশাক।

উঠানে স্যাম স্লোন প্রথমে উঠল। হাসছে। 'হাওডি, রেব। হাই স্ট্যান। এসো, আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।...রয় লারকাস।'

'লারকাস!' চমকে গেল স্ট্যান।

স্লোনের পাশে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ়। খুশি খুশি গলায় বলল, 'আউট-ল লারকাস।' তাকাল স্ট্যানের দিকে। 'আর তুমি নিশ্চয়ই বাচ্চা ল্যাংফোর্ড?' মাথা নাড়ল। 'হেনরির মতো হওনি তুমি।'

'বাবাকে চেনো তুমি?'

'শুধু চিনি?' দাঁত বের করে হাসল লারকাস। 'একেবারে ছোটবেলা থেকে চিনি। দেখা হয়নি গত কয়েক বছর। আসলে হেনরি সম্মানিত হয়ে ওঠার পর থেকে আর আসিনি এদিকে।'

# নয়

রাত এগারোটার একটু আগে এলো ডাক্তার কার্ন। ল্যাংফোর্ডকে পরীক্ষা করে দু'ঘণ্টা পর যখন বেরল, চেহারায় ফুটে আছে পেশাদারী নির্বিকার একটা ভাব।

ভিক্টোরিয়ার চাপাচাপিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বলতে হলো ল্যাংফোর্ডের অবস্থা কতটা গুরুতর। 'ওর শিড়দাঁড়ায় বুলেট গেঁথে আছে। অপারেশন করা উচিত, কিন্তু ভয় পাচ্ছি। এখানে তো হাসপাতালের কোন সুবিধে নেই।'

'কিন্তু চিকিৎসা না করলে বাঁচবে বাবা?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল ভিকি।

'বলা মুশকিল। রোগীর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। অবশ্য অজ্ঞান

থাকাটা এই মুহূর্তে তার জন্যে ভালই। সকালে হয়তো খানিকটা সবল হয়ে উঠবে ও।'

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয়তো মরেই যাবে,' বলে উঠল স্ট্যান।

'আমি যদি এখন অপারেশন করি,' বলল ডাক্তার কার্ন, 'বাঁচার শতকরা দশভাগ সুযোগও রোগীর থাকবে না। সেজন্যেই ভাবছি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

দীর্ঘ রাতটা অপেক্ষা করেই পার করল ওরা। ডাক্তার কার্ন বেশিরভাগ সময়ই রোগীর সঙ্গে কাটাল। সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পর লিভিং রুমে এসে ভিক্টোরিয়া আর স্ট্যানকে বলল ল্যাংফোর্ড ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। তবে আরও এক ঘণ্টা পার হওয়ার আগে চোখ খুলল না র‍্যাঙ্কার।

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ছাদের কড়িকাঠে, তারপর চোখ ফেরাল ভিক্টোরিয়ার দিকে।

'তোমাকে ও...শেষ করতে পারেনি!' বলল দুর্বল গলায়।

মাথা নাড়ল ভিক্টোরিয়া, চোখে জল, তবু হাসার চেষ্টা করল। হাসি লেগে আছে ল্যাংফোর্ডের প্রশান্ত চেহারায়, চোখ দুটো ডাক্তার কার্নকে খুঁজে নিল।

'কি বুঝলে, ডাক্তার?'

'চমৎকার,' চেষ্টাকৃত খুশি খুশি গলায় জবাব দিল ডাক্তার কার্ন। 'খুবই ভাল।'

'তুমি একটা জঘন্য মিথ্যুক!' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ল্যাংফোর্ড। তারপর বলল, 'আমাকে সত্যিটা জানতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে যেগুলো শেষ করতে হবে। অনেক...' হঠাৎ ল্যাংফোর্ডের চোখে আতঙ্কের ছাপ পড়ল। 'ডাক্তার, আমি নড়তে পারছি না!'

চট করে ভিক্টোরিয়া আর স্ট্যানের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। তোমরা যদি কিছু মনে না করো...'

ঘর ছেড়ে চলে গেল ভিক্টোরিয়া আর স্ট্যান। দশ মিনিট পর ডাক্তার কার্ন লিভিং রুমে এলো। স্ট্যানকে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, ডাকছে।'

বেড রুমে গিয়ে ঢুকল স্ট্যান। খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ডাক্তার, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে ভিক্টোরিয়া বলল, 'তাহলে কোন আশা নেই!'

জানালা থেকে ঘুরে তাকাল ডাক্তার। 'উল্টোই সত্যি, ভিকি, আশা আছে এখন।'

'তাহলে নড়তে পারছে না কেন!'

কাশল ডাক্তার। 'আমি বলেছি আশা আছে। তোমার বাবা হয়তো মরবে না। বুলেটটা তার শিড়দাঁড়ায় চাপ সৃষ্টি করেছে, অবশ করে দিয়েছে শরীরের নিচের অংশ। দু'একদিন পরেই হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। আশা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।'

বেড রুম থেকে বেরিয়ে এলো স্ট্যান, বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই চোখ প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল ভিক্টোরিয়া। 'বাবা কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে?'

'না।' দরজাটা খুলল স্ট্যান, বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'আমাকে বলল যাতে রয় লারকাসকে ডেকে দিই।'

'লারকাস...সেই আউট-লটা!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো ভিক্টোরিয়ার চোখ দুটো।

কিছুক্ষণ পরই আউট-ল চীফকে নিয়ে ফেরত এলো স্ট্যান। ভিক্টোরিয়ার আপাদমস্তক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে বেড রুমে ঢুকল লারকাস।

স্ট্যানও তার সঙ্গে গেল। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দশ মিনিট পার করে দিল তারা। এর মধ্যে কয়েকবার ঘড়ি দেখল ডাক্তার কার্ন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার মনে হয় না ল্যাংফোর্ডের এতক্ষণ কথা বলা উচিত হচ্ছে।'

আরও কিছুক্ষণ পর দরজায় নক করল ডাক্তার, তারপর প্রবেশ করল ঘরে। একটু পরেই বেরিয়ে এলো স্ট্যান আর রয় লারকাসকে নিয়ে। ভিক্টোরিয়াকে একবার কড়া চোখে দেখে নিয়ে বাইরে চলে গেল লারকাস। স্ট্যানও তাকে অনুসরণ করছিল, ভিক্টোরিয়া থামাল।

'এক মিনিট, স্ট্যান। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'পরে বললে হয় না?'

'না।'

ব্যাগ তুলে নিল ডাক্তার কার্ন। 'ল্যাংফোর্ডকে সিডেটিভ দিয়েছি, ঘুমিয়ে পড়বে। এবার আমাকে যেতে হয়। শহরে গিয়ে কয়েকটা জরুরী ওষুধ আনতে হবে। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসব আবার। আশা করি এর মধ্যে ল্যাংফোর্ডের ঘুম ভাঙবে না।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। স্ট্যান দরজার দিকে তাকাল, চেহারা দেখে মনে হলো তারও বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে। বিরক্ত চেহারায় ভিক্টোরিয়ার দিকে ফিরল।

'কি?'

'বাবা কি বলল?'

'জরুরী কিছু না। র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আমাকে কয়েকটা নির্দেশ দিল।'

'নির্দেশগুলো কি?'

'তেমন কিছু নয়।'

'স্ট্যান!' রেগে গেল ভিক্টোরিয়া। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে তোমার সঙ্গে রয় লারকাসকে ডেকে নিত না বাবা।'

ভ্রূ কুঁচকাল স্ট্যান। 'আমার মনে হয় না তোমাকে কিছু বলা উচিত, ভিক্টোরিয়া। তুমি যত কম জানবে ততই ভাল।'

'আমাকে কি মনে করো তুমি—বাচ্চা মেয়ে? কি হচ্ছে জানার অধিকার আছে আমার। আজকে বিকেলে বাবা নিজেই আমাকে রেঞ্জ ওয়ারের কথা বলেছে।'

'তাই? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পার আমরা এতক্ষণ কোন বিষয়ে কথা বলছিলাম। নতুন করে কিছু বলার নেই।'

'বাবা আমকে লারকাসের ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

ঠোঁট সরু করে হাসল স্ট্যান। 'লারকাস আমাদের হাতের তুরুপের তাস। ওর দলের দশ-বারোজন লোক কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ওরা যখন আমাদের হয়ে লড়বে আত্মার পানি শুকিয়ে যাবে ছোট

র‍্যাঞ্চারদের।'

'আমাদের হয়ে লড়ার জন্যে বাবা লারকাসকে ভাড়া করেছে?'

'তাতে ক্ষতি আছে?'

চিন্তিত দেখাল ভিক্টোরিয়াকে। 'কিন্তু ওরা তো আউট-ল।'

'ছোট র‍্যাঞ্চাররাও কি আউট-ল ভাড়া করছে না? তাহলে জোসেফ ওয়েনকে ওরা এনেছে কেন?'

'কেন তোমার মনে হচ্ছে সে ওদের লোক?'

'সহজ হিসাব। সে আমাদের হয়ে কাজ করছে না।'

'তার মানেই এই নয় যে সে ছোট র‍্যাঞ্চারদের হয়ে কাজ করছে।'

বিরক্তিতে নাকটা কুঁচকে উঠল স্ট্যানের। 'ওধরনের লোক সব সময়ই কোন না কোন পক্ষ নিয়ে থাকে। ও একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনী।'

'যেমন স্যাম স্লোন?'

চোখ সরু হয়ে গেল স্ট্যানের। 'এর মধ্যে আবার স্লোনকে টানছ কেন!'

'সে-ও তো খুনী, তাই না? আর রয় লারকাস? সে কি?'

'আসলে কি বোঝাতে চাইছ, ভিকি?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল স্ট্যান।

'কাঁচের বাড়িতে যারা বাস করে তাদের উচিত না অন্যের বাড়িতে পাথর ছোঁড়া। বলতে চাইছি অন্যের বদনাম করার আগে একটু ভেবে দেখা উচিত। আমরাও খুনী ভাড়া করেছি।'

'হ্যাঁ, কিছু লোক আমরা ভাড়া করেছি।' স্ট্যানের কণ্ঠে রাগ অপ্রকাশিত থাকল না। 'নিজেদের সম্পত্তি আমরা রক্ষা করতে চাইব না? এই লড়াই আমরা শুরু করিনি। আমরা এই লড়াই চাই না। কেউ আমাদের জমি দখল করতে না এলেই হয়। ওরা চাইছে। ম্যাকফ্যাডেন, স্লিমিশ, রুবেন, অ্যালিসন, বুশ–প্রত্যেকে ওরা লোভী লোক। বিনা লড়াইয়ে আমরা হার মানব কেন? নিজেদের জমি রক্ষা করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমাদের।'

'আমি বলিনি অধিকার নেই। তবে অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আমরা খুনীদের ভাড়া করছি, এটা আমার পছন্দ নয়। বাবাকে আমি আমার মতামত পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেব...বাবা একটু সুস্থ হোক।'

'সুস্থ হতে দেরি আছে অনেক।' নিচের ঠোঁটটা কামড়াল স্ট্যান। 'একটা কথা তোমার জেনে রাখা ভাল, বাবা বলেছে আমাকে র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিতে।' একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, 'আরও বলেছে, বাবা সুস্থ হয়ে উঠলেও আমিই দায়িত্বে থাকব এখন থেকে।'

তাকিয়ে থাকল ভিক্টোরিয়া। বুঝতে পারছে এখনও কথা শেষ করেনি স্ট্যান।

'আর বাবা যদি মারা যায় তাহলেও র‍্যাঞ্চের দায়-দায়িত্ব আমার হাতেই থাকবে। আমি জানি আমি বাবার আপন ছেলে নই, কিন্তু বাবা আমাকে আপন ছেলের মতোই দেখে। সেজন্যেই র‍্যাঞ্চটা আমাকে চালাতে বলেছে।'

'আমি সেব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না,' বলল ভিক্টোরিয়া। 'আমিও তোমাকে আপন ভাইয়ের মতোই দেখে এসেছি।'

ক্রুদ্ধ চোখে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল স্ট্যান। আধপা এগোল ভিক্টোরিয়ার দিকে। তারপর সিদ্ধান্ত বদলে ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

## দশ

বেডরোল বেঁধেছেঁধে প্যাক হর্সে চাপাল ওয়েন, গেল্ডিঙে চড়ে বেরিয়ে এলো কটনউড গাছের জঙ্গলটা থেকে। গতকাল রাতে এখানেই ক্যাম্প করেছিল ও। বিশ্রাম পেয়ে দ্রুত ছুটছে ঘোড়াগুলো, তিন মাইল পেরিয়ে মিডৌল্যান্ড শহরে পৌঁছে যেতে বেশি সময় লাগল না।

এলার ক্যাফের সামনে হিচরেইলে ঘোড়া দুটো বেঁধে রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওয়েন। দু'তিন জন কাস্টোমার আছে, ব্যস্ত হয়ে খাচ্ছে। চোখ নিবিষ্ট প্লেটের দিকে। একটা টেবিলে ওয়েন বসতেই সামনে এসে দাঁড়াল এলা।

'কালকে তুমি তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিলে।'

মাথা দোলাল ওয়েন। 'সবাই তাই করছিল।'

'খবরটা শুনেছ?'

'কিসের, রেঞ্জ ওয়ারের?'

'হেনরি ল্যাংফোর্ডের।'

'না তো! কি হয়েছে?'

'রাতে বাড়ি ফেরার সময় কে যেন তাকে গুলি করেছে।'

'আচ্ছা!' সোজা হয়ে বসল ওয়েন। 'আর মেয়েটা? ওর কি খবর?'

'ওর কিছু হয়নি।' ওয়েনের চোখে তাকাল এলা। 'ওর সঙ্গে নেচেছিলে তুমি।'

'কে গুলি করেছে ল্যাংফোর্ডকে সেটা জানা গেছে?'

'শোনা যাচ্ছে আততায়ী মুখোশ পরে ছিল। ল্যাংফোর্ড মারা যায়নি বটে তবে গুরুতর আহত হয়েছে। বেঁচে যদি থাকে তো বাকি জীবন অচল হয়ে থাকতে হবে। শরীর নাড়াতে পারবে না।' একটু দ্বিধা করল এলা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা খুব সুন্দরী, তাই না?'

'কে?' বুঝতে একটু সময় লাগল ওয়েনের। 'ও, তুমি ভিক্টোরিয়া ল্যাংফোর্ডের কথা বলছ।'

'আর কার কথা ভাবছিলে তুমি?'

শান্ত চোখে এলার দিকে তাকাল ওয়েন। 'মেয়েদের নিয়ে ভাবনা আমার জন্যে নয়, এলা।'

'কেন?'

'ভবিষ্যতের কথা কখনোই খুব একটা ভাবিনি আমি। হাত সব সময় চালু থাকবে না। সব সময় পেছনে নজর রাখাও সম্ভব নয়।'

'এপথ ছেড়ে দাও।'

'পারব না।'

'কেন?'

'কারণ...' হাসার চেষ্টা করল ওয়েন। 'কারণ আসলে আমি পারব না।'

'পশ্চিমে আরেকটা টিলা বাকি রয়ে গেছে যেটা তুমি এখনও পার হওনি, দেখতে চাও ওপারে কি আছে? তারপর যখন টিলায় উঠবে

তখন দেখবে আরেকটা টিলা আছে সামনে, সেটার ওপারটাও দেখা হয়নি। ব্যাপারটা এরকম, তাই না?'

'না। ভবঘুরে ছিলাম না আমি কখনোই। যেকোন উপযুক্ত জায়গায় আমি চির জীবনের জন্যে থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু একজনকে আমি কথা দিয়েছিলাম। সেই কথা রাখতে না পারার আগে কোথাও থিতু হব না আমি।'

'নিজের কাজ লোকটা নিজে করতে পারেনি। তার মানে লোকটা মারা গেছে।'

'মারা গেছে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে।'

রেস্টুরেন্টে ঢুকল শেরিফ শেরিডান। ওয়েনকে দেখে এগিয়ে এলো।

'তোমার ঘোড়া রেস্টুরেন্টের বাইরে দেখে এলাম, মিস্টার ওয়েন।'

নড করল ওয়েন। কিচেনে চলে গেল এলা স্নো। চিন্তিত চেহারায় শেরিফ বলল, 'গত রাতে তুমি বলেছিলে সকালে জাজের কোর্টে হাজির থাকবে।'

'যাব বলেছি যাব।'

কাশি দিল শেরিফ। 'জাজ কোর্টে গেছে।'

'আমি এখনও নাস্তা করিনি।'

লাল হয়ে গেল শেরিফের চেহারা। জাজ সম্ভবত তাকে পাঠিয়েছে ওয়েনকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু গানম্যানকে শেরিফ এত ভয় পাচ্ছে যে সামনে এলে মুখ দিয়ে আর কথা সরতে চায় না।

'নাস্তা শেষে তাহলে একটু এসো?'

'আসব।'

কাজেই নাস্তা শেষ করে আধঘণ্টা পর রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ওয়েন। রাস্তা পার করে একটা দোতলা বাড়ির দিকে চলল। ওই বাড়ির এক তলায় জেল হাউজ আর দোতলায় কোর্ট বসে। কোর্টের বাইরে বিচার দেখার জন্যে উপস্থিত হয়েছে দশ-বারো জন শহরবাসী। শেরিফও আছে তাদের সঙ্গে। ওয়েনকে আসতে দেখেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো শেরিফ।

'তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

নড করল ওয়েন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে কারও দিকে না তাকিয়ে ঢুকে

পড়ল কোর্টে। দোতলায় একটাই মাত্র ঘর। তিরিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া। এক পাশে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে একটা টেবিল। তার পেছনে জাজের বসার ব্যবস্থা। হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে আছে জাজ। তার সামনে সারি সারি দর্শকদের চেয়ার। সাত-আট জন লোক চেয়ারে বসে আছে। তাদের কাউকে চিনতে পারল না ওয়েন।

গম্ভীর চেহারায় ওয়েনকে দেখল জাজ। 'আমি এখনই তোমাকে ধরে আনতে লোক পাঠাতাম।'

'আমি বলেছি আমি আসব।'

আঙুল তুলে ওয়েনের হোলস্টার দেখাল জাজ। 'এটা কোর্ট রূম, এখানে ওসব সঙ্গে রাখা চলবে না।'

বিরক্ত হয়ে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল ওয়েন। 'আসল কথায় এসো। আমার হাতে সময় বেশি নেই।'

'বিচার শুরু হবার আগে তোমাকে তোমার অস্ত্র জমা দিতে হবে।'

'তারপর যেকারও গুলি খেয়ে মরি আরকি!'

'কোর্ট রূমের তেমন কেউ করবে না। আর বাইরে যাওয়ার আগে ওটা তোমাকে ফেরত দেয়া হবে...যদি নির্দোষ প্রমাণিত হও।'

উপস্থিত লোকগুলোর কঠোর চেহারার দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধা করল ওয়েন, তারপর রিভলভারটা সারেন্ডার করল শেরিফের কাছে। হাসল শেরিফকে অস্ত্রের বাঁটে দাগ খুঁজতে দেখে। কোন দাগ নেই ওর অস্ত্রে। খুন করতে বাধ্য না হলে খুন করে না ও। স্মৃতিটা ভুলে যেতে চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব।

কাঠের হাতুড়ি টেবিলে ঠুকল জাজ। 'কোন আওয়াজ না। কোর্টের কাজ শুরু হচ্ছে। শেরিফ, বলো মিস্টার ওয়েনের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে।'

'আপনি তো জানেনই, জাজ,' বলল শেরিফ। 'আপনিই তো আমাকে বলেছেন চার্জটা লিখতে।'

কড়া চোখে শেরিফকে দেখল জাজ। 'জোসেফ ওয়েন, তোমার বিরুদ্ধে কার্বি স্লোনের হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে। তুমি কি দোষী না নির্দোষ?'

'নির্দোষ। আমি স্রেফ আত্মরক্ষা করেছি।'

কোর্ট রুমের চার ধারে নজর বোলাল জাজ। 'অভিযোগ এনেছে হেনরি ল্যাংফোর্ড। সে নিজে উপস্থিত হতে পারেনি। তার ফোরম্যানের উপস্থিত থাকার কথা। রেব হপকিন্স কোথায়?'

'সে আসেনি,' জানাল শেরিফ।

'তাহলে বিচার মুলতবি রাখতে হবে,' ঘোষণা করল জাজ।

'এক মিনিট, জাজ,' বলে উঠল স্লিমিশ। 'আমার কিছু কথা আছে।'

'বলো।'

'হেনরি ল্যাংফোর্ড কেন আজ এখানে আসতে পারেনি সে ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

'এতে ভাবার কি আছে?'

'অনেক কিছু। ওয়েন জানত ল্যাংফোর্ড তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। নাচের আসর ছেড়ে ল্যাংফোর্ড বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই ওয়েনও চলে যায়। অন্তত বিশজন দেখেছে ল্যাংফোর্ডের পেছনে ঘোড়া নিয়ে ছুটছে ওয়েন।'

অবাক বিস্ময়ে স্লিমিশের দিকে তাকাল ওয়েন। সেলুনকীপারের পাতলা ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ওয়েনের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সে। নিচু গলায় বলল, 'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, নিরপেক্ষ কেউ থাকতে পারবে না।'

'তুমি মিস্টার ওয়েনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছ, মিস্টার স্লিমিশ,' বলল জাজ। 'যা বলছ তা বুঝে বলছ তো?'

মাথা দোলাল স্লিমিশ। 'কোর্ট রুমে যারা আছে তাদের অনেকেই আমার কথায় সায় দেবে।'

'আমিও ব্যাপারটা লক্ষ করেছি,' বলল জাজ। 'সাক্ষীর অভাবে কার্বি স্লোনের হত্যার অভিযোগে মিস্টার ওয়েনের বিচার কাজ এখনই শুরু করা যাচ্ছে না, তার সঙ্গে যোগ হলো ল্যাংফোর্ডকে গুলি করার ব্যাপারটা। আপাতত অভিযুক্তকে শেরিফের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আর কিছু আমার করার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে এই কথাই রইল, তদন্ত শেষে বিচারের রায় বেরনোর আগে পর্যন্ত জেলে থাকবে মিস্টার ওয়েন। শেরিফ, আসামীর দায়িত্ব নাও।'

এক পা সামনে বাড়ল ওয়েন। 'আমাকে গ্রেফতার করার কোন অধিকার নেই তোমার।'

টেবিলে কাঠের হাতুড়ি ঠুকল জাজ। 'তুমি আদালত অবমাননা করেছ। তোমার বিরুদ্ধে নতুন এই অভিযোগটাও আনা হবে।'

পাশ ফিরল ওয়েন, চাইল শেরিফের কাছ থেকে ওর অস্ত্রটা কেড়ে নিতে। কিন্তু হুঁশিয়ার লোক শেরিফ। পিছিয়ে গেল চট করে। দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল স্লিমিশ। তার হাত রিভলভারের বাঁটে। 'এক পাও নড়বে না,' হুমকির সুরে বলল সে।

এক পাশে সরে ওয়েনের অস্ত্র ওয়েনেরই বুকে তাক করল শেরিফ শেরিডান। কাঁপছে তার হাত। কথা বলতে গিয়ে কেঁপে গেল শেরিফের গলা। 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

শেরিফের দিকে মনোযোগ দিল না ওয়েন, ওর চোখ স্থির হয়ে থাকল স্লিমিশের হাতের ওপর। বুঝতে পারছে বিরাট ভুল করে ফেলেছে ও অস্ত্র জমা দিয়ে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবার।

'এই রাউন্ডে আমি হারলাম,' তিক্ত গলায় বলল ওয়েন।

'ভাবছ এর পরেও কোন রাউন্ড আছে?' টিটকারির সুরে জানতে চাইল স্লিমিশ।

চেয়ার ছাড়ল জাজ, টেবিল ঘুরে প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে দাঁড়াল। আঙুল তুলে ওয়েনকে দেখিয়ে শেরিফকে বলল, 'নিয়ে যাও একে। সাবধান! মরিয়া হয়ে উঠবে কিন্তু। পালাতে যেন না পারে।'

জাজের সতর্ক না করলেও চলত, ওয়েনের হাতে আগে যথেষ্ট হেনস্তা হয়েছে শেরিফ। সাবধানে এগিয়ে এলো সে, হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল ওয়েনের কব্জিতে। কাজটা করতে সে স্বস্তি পেল না, কিন্তু উপস্থিত লোকদের সামনে না করেও কোন উপায় ছিল না।

কোর্ট রুম থেকে অস্ত্রের মুখে ওয়েনকে বের করে নিয়ে চলল শেরিফ। পেছন পেছন হাঁটছে। অস্ত্র তাক করে রেখেছে ওয়েনের পিঠে। তার সঙ্গেই থাকল স্লিমিশ। কয়েকজন দর্শকও জুটে গেল ওদের পেছনে।

# এগারো

বাড়ির নিচের তলা পুরোটাই শেরিফের অফিস আর জেলখানা। অফিসটা ছোট, একটা টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। অফিস থেকে বেরিয়ে সরু একটা প্যাসেজ ধরে আসতে হয় জেলখানায়। পাশাপাশি দুটো কুঠুরি, লোহার শিক দিয়ে তৈরি।

দুই কুঠুরির একটায় এখন হাজতী আছে। লোকটা মধ্যবয়স্ক। দেখে মনে হয় ভবঘুরে। ভাল মতো দেখার সুযোগ পেল না ওয়েন, জোর এক ঠেলা দিয়ে অন্য কুঠুরিটাতে ওয়েনকে ঢুকিয়ে দিল শেরিফ। ওর পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল শেরিফ। বলল, 'আপাতত এটাই তোমার বাড়ি।'

প্রথমেই ওর চোখ পড়ল বাঙ্কের ওপর। ওখানে পোকায় কাটা একটা কম্বল পড়ে আছে। করিডরে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল। শেরিফ চলে গেছে। বাঙ্কে বসে পাশের সেলের লোকটার দিকে তাকাল ওয়েন।

চওড়া এক হাসি দিল মধ্যবয়স্ক লোকটা। 'ভাবছিলাম কবে কেউ একজন আসবে। সঙ্গী পাচ্ছিলাম না। আমি জ্যাক ব্যানার। মানে এই নামেই ইউটা রাজ্যে লোকে আমাকে চেনে আরকি। টেক্সাসে আমার অন্য নাম। কিন্তু সেই নাম আমি তোমাকে বলব না।'

নিস্পৃহ চোখে লোকটাকে দেখল ওয়েন, কোন কথা বলল না। সেলের শিক ধরে দাঁড়াল ব্যানার। বেশ কিছু দিন একা থেকে কথা বলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

'অত গোমড়া মুখে বসে থাকার কোন কারণ নেই কিন্তু। তিনবেলা বিনে পয়সায় খাওয়া দেয় এরা। খেতেও সুস্বাদু।'

'আমি বরং পয়সা খরচ করে বাইরে খেতেই পছন্দ করব,' বিরক্ত স্বরে বলল ওয়েন।

'তাই? পয়সা খরচ করবে? অনেক আছে নিশ্চয়ই?' হাসল ব্যানার। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এবছর এই নিয়ে তিনবার আমি এখানে এসেছি। ওরা আমাকে আগামী কাল মুক্তি দেবে ঠিকই, কিন্তু ভেবো না বাইরে আটকে রাখতে পারবে।' ঘোঁত করে অসন্তোষ প্রকাশ করল লোকটা। 'জানো, বাইরে আমাকে কি করতে হয়? ঘর মোছা, ঝাড়ু দেয়া, ময়লা বাসন-কোসন ধোয়া এসব। দৈনিক দশ-বারো ঘণ্টার কাজ। বিনিময়ে কি পাই? তিনবেলা খাওয়া আর কয়েকটা ডলার। সেই ডলারগুলো আমি খরচ করি হুইস্কি খেয়ে। এর কোন মানে হয়? এখানে আমি বিনে পয়সায় খাবার পাই, টাকারও কোন দরকার নেই কারণ এখানে আমি হুইস্কি খেতে পাই না। এখানে সুখেই আছি। সারাদিন শুয়ে থাকি আর চিন্তা করি।'

একটু কৌতূহল বোধ করল ওয়েন। 'কি নিয়ে চিন্তা করো?'

'জগৎ নিয়ে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা ঠিক, মানুষ কোন্‌টা ভুল করছে এসব ভাবতে ভাল লাগে।' তীক্ষ্ণ চোখে ওয়েনকে দেখল ব্যানার। 'কোন্ অভিযোগে ধরেছে তোমাকে?'

'খুন।'

আস্তে করে শিস দিল ব্যানার। 'খুন! খুনের অভিযোগে! খারাপ। খুবই খারাপ।'

'ঠিকই বলেছ, এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না।'

মাথা দোলাল ব্যানার। 'প্রমাণ আছে তোমার বিরুদ্ধে?'

'আছে–যদিও খুনটা আমি করিনি। এখান থেকে যদি বেরতে না পারি তাহলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে ওরা আমাকে।'

'পালানোর কথা ভাবছ?' মাথা নাড়ল ওয়েন, দেখেও দেখল না, বলে চলল ব্যানার, 'পালাতে যদি চাও, তাহলে পালানো সম্ভব।'

'কিভাবে?'

'শুয়ে শুয়ে এব্যাপারেও ভেবেছি আমি। অবশ্য আমার সমস্যা বাইরে বেরনো নয়, আমার সমস্যা কি উপায়ে ভেতরে থাকব সেটা। তবু কেউ যদি বেরতে চায় সেটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আসলে আমি...'

'কাজের কথায় এসো।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ব্যানার। 'তুমি তো খুব বেরসিক হে! এতদিন পরে একজন সঙ্গী এলো, দু'কথা বলব না?'

'খুনের কেস। যত তাড়াতাড়ি পারি পালাতে হবে, বোঝোই তো।'

একটু অসন্তুষ্ট হয়েই মাথা দোলাল ব্যানার। 'ঠিক আছে। বলছি। পালানোর উপযুক্ত সময় শেরিফ যখন খাবার নিয়ে আসে তখন। ট্রেতে করে খাবার নিয়ে আসে শেরিফ। দরজায় কোন ফাঁক নেই যে ট্রে ঢুকিয়ে দেবে। লোকটা বেশ ভীতু। ট্রে দরজার সামনে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। তারপর খোলে দরজাটা। এরপর এক পায়ে ঠেলে ভেতরে ঢোকায় ট্রে। হাতে থাকে সিক্সগান। সর্বক্ষণ চোখ রাখে হাজতীর ওপর।'

ভ্রূ কুঁচকাল ওয়েন। 'অতই যদি সতর্ক থাকে তাহলে পালানোর কোন পথ তো আমি দেখছি না।'

হাসল ব্যানার। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারাটা। 'দেখছ না কারণ আমার মতো চিন্তা ভাবনার সময় পাওনি তুমি। ধরো শেরিফ ট্রে ঠেলে ঢোকাচ্ছে এমন সময়ে আমি একটা চিৎকার ছাড়লাম। কি ঘটবে? ধারেকাছে হঠাৎ করে চিৎকার শুনলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় না তেমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। আর ঠিক তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে তুমি।'

সেলের দরজাটা ভাল মতো দেখে মাথা নাড়ল ওয়েন। 'সামান্য সময়ের জন্যে তাকাবে লোকটা। তাছাড়া আমার বেলায় দরজা খুলবে না আমি সেলের একেবারে শেষ মাথায় না থাকলে। সেলের মাঝের দূরত্বটুকু পার হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে তার অস্ত্র কেড়ে নেবার মতো সময় আমি পাব না।'

'দরজাটা আরেকবার ভাল করে দেখো,' বলল ব্যানার। 'বাইরের দিকে খোলে ওটা। লাফ দিয়ে এসে দরজার ওপর লাথি ঝাড়বে তুমি, বাকি কাজ ওই দরজাই করবে। তোমার আসার শব্দ পাবে ও, কিন্তু কিছু করবে সেই উপায় থাকবে না। দরজা গিয়ে বাড়ি মারবে তার মুখে। চিৎপাত হয়ে পড়ে যাবে লোকটা।'

ভাল মতো দরজা দেখে নিয়ে খুশি হয়ে উঠল ওয়েন। ওর কাছে কাজটা সম্ভব বলে মনে হলো। সেলের কোনায় এসে দাঁড়াল ও, তারপর

দৌড়ে গিয়ে লোহার দরজায় গায়ের জোরে সবুট লাথি হাঁকাল। ঝনঝন করে উঠল দরজাটা। সরে এলো ও খুশিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্যানার। 'পালানো সম্ভব,' বলল ওয়েন। চিন্তিত চোখে তাকাল ব্যানারের দিকে। 'কিন্তু তোমার কি হবে?'

খিকখিক করে হাসল ব্যানার। 'আমি কি করতে পারি, হঠাৎ যদি আমার পেটে ব্যথা করে তো চিৎকার করব না!'

'ওরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না।'

'না করলে কি আর করবে? জেলে আরও তিরিশ দিন বেশি রাখবে? আমি তো তাই চাই!'

# বারো

সারাদিন ঘুমাল হেনরি ল্যাংফোর্ড। রাতে ভিক্টোরিয়া ঘুমায়নি এক ফোঁটা, তবু ঘুম নেই ওর চোখে। বার বার শোবার ঘরে এসে বাবাকে দেখে গেল। দুপুরে হাল্কা খাবার দিয়ে খাওয়া সারল। বিকেলে মনে হলো পরিষ্কার বাতাসে একটু ঘুরে এলে ভাল লাগবে, তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে করালের দিকে চলল ও।

করালের কাছে আসতেই বাঙ্কহাউজের দিক থেকে এগিয়ে এলো স্যাম স্লোন। মৃদু গলায় জানতে চাইল, 'বসের শরীর কেমন এখন?'

'ঘুমাচ্ছে এখনও।' করালের দিকে পা বাড়িয়ে জানতে চাইল ভিক্টোরিয়া, 'আমার ঘোড়ায় একটু স্যাডল উঠিয়ে দেবে?'

চোখ সরু করে তাকাল স্লোন। 'তুমি কি মিডৌল্যান্ডের দিকে যেতে চাইছ নাকি?'

শীতল চোখে লোকটাকে মাপল ভিকি। 'কেন?'

'না, কোন কারণ নেই...তবে...আমার মনে হয় না ওখানে যাওয়া তোমার উচিত হবে।'

'কেন উচিত হবে না?'

'ওরা চাইবে না তুমি যাও।'

'কারা?'

'স্ট্যান আর লারকাস।'

'ওদের কথা মতো চলতে আমি বাধ্য নই।' গানম্যানকে নিষ্পলক চোখে দেখল ভিকি।'ঘোড়ায় স্যাডল বাঁধো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হেঁটে চলল স্লোন। করালের দিকে না গিয়ে বাঙ্কহাউজের দিকে যাচ্ছে। একটু পরেই ঢুকে গেল কাছের বাঙ্কহাউজটার ভেতরে।

অত্যন্ত বিরক্ত হলো ভিক্টোরিয়া। পরে স্লোনের ব্যবস্থা করা যাবে ভেবে আউট হাউজে চলে এলো ও। ওখান থেকে স্যাডল নিয়ে করালে গেল। ঘোড়ায় স্যাডল বেঁধে রওয়ানা হবে এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এলো রেব হপকিন্স। কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ, ভিক্টোরিয়া?'

'বেড়াতে। তোমার কোন অসুবিধা আছে?'

লাল হয়ে গেল রেবের চেহারা। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'আজকে বাইরে যাওয়া তোমার উচিত হবে না।'

'কেন উচিত হবে না তার কোন কারণ দেখাতে পার? একটা কারণ?'

'ক্ষতি হতে পারে তোমার।'

স্যাডলে উঠে বসল ভিক্টোরিয়া। এক পা সামনে বাড়ল রেব। 'স্ট্যান আর লারকাস বলেছে তোমাকে না যেতে।'

'লারকাস? লারকাস বলার কে!'

'ও আমাদের নতুন ফোরম্যান। র‍্যাঞ্চটা ও-ই চালাচ্ছে এখন।'

'কে ওকে ফোরম্যান করেছে!'

'তোমার ভাই।'

চোখে বিস্ময় নিয়ে রেবকে দেখল ভিক্টোরিয়া। 'একজন আউট-লকে ফোরম্যান করেছে স্ট্যান?'

জবাব দিল না রেব।

'আমি যাচ্ছি,' ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে বলল ভিক্টোরিয়া। 'ইচ্ছে

করলে স্ট্যান আর লারকাসকে জানাতে পার গিয়ে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ভিক্টোরিয়া। পেছনে দাঁড়িয়ে আপন মনে গজ গজ করল রেব। মেয়েটা ইদানীং ওর পাত্তা দিতে চাইছে না। কোথাও কারও প্রেমে পড়ে গেছে নাকি! বিরক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল সে, পা বাড়াল বাঙ্কহাউজের দিকে।

বাড়িঘর আধমাইল পিছনে পড়ে যাওয়ার আগে ঘোড়ার গতি কমাল না ভিক্টোরিয়া, তারপর ওটাকে চলতে দিল নিজের ইচ্ছে মতো। একটা ঢালের ওপর উঠে পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠল। র‍্যাঞ্চের দিক থেকে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন। লোকটা আড়াআড়ি ভাবে আসছে বলে দেরিতে রওয়ানা হয়েও মাত্র সিকি মাইল পেছনে আছে, বেশিক্ষণ লাগবে না ওকে ধরে ফেলতে।

এক ঝাড় কটনউডের দিকে ঘোড়া ছোটাল ভিক্টোরিয়া, একটু পরেই পৌঁছে গেল ওখানে। ঢুকে পড়ল বনে। বাইরে থেকে ওকে দেখা যাবে না নিশ্চিত হতেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ফিরতি পথ ধরল ধীর গতিতে। বনের সীমানায় এসে থামল ও, ভাল মতো দেখল চারপাশ। লোকটা কটনউডের ঝাড় ঘিরে চক্কর মারছে। চিনতে পারল ভিক্টোরিয়া। স্যাম স্লোন। অপেক্ষা করল ও, যখন বুঝল স্যাম স্লোন বনের উল্টোদিকে চলে গেছে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আবার উঠে এলো ঢালে, তবে এবার থামল না, ঢাল পেরিয়ে নেমে গেল উল্টোদিকে।

দশ মিনিট পর ঘোড়া থামাল। পেছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো স্যাম স্লোন তাকে হারিয়ে ফেলেছে। আরও দু'এক মিনিট থেমে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিল, তারপর ধীর গতিতে এগোতে শুরু করল আবার।

হেরিফোর্ডের পালগুলোকে পাশ কাটিয়ে আরও দু'তিন মাইল পেরল ও। এখানেই জন্মেছে ভিক্টোরিয়া, ছোটবেলা থেকে প্রচুর গরু দেখে মানুষ, কাজেই ওগুলোর দিকে প্রায় কোন মনোযোগই দিল না। তবু কয়েকটা পাল পাশ কাটানোর পরই ওর অবচেতন মনে অস্বস্তির একটা বোধ খোঁচা দিতে লাগল। এক পাল বাছুরের পাশে ঘোড়া থামিয়ে ভাল মতো দেখল ভিক্টোরিয়া।

কয়েক সেকেন্ড যাবার আগেই বুঝে গেল কি জন্যে অস্বস্তি অনুভব করছিল ও। বাছুরগুলো ঘাস খাচ্ছে না। উত্তেজিত হয়ে আছে, ধীরেসুস্থে

এগোচ্ছে পুবদিকে। আরও কিছুক্ষণ বাছুরগুলোকে লক্ষ্য করল ভিক্টোরিয়া। ওর মনে হলো খানিক আগেই এগুলোকে স্ট্যামপিড করিয়েছে কেউ। আরও কাছে গেল, দেখল বাছুরগুলোর গায়ের চামড়ায় ঘাম জমেছে।

পশ্চিমে তাকাল ভিক্টোরিয়া। ওদিকে কয়েক মাইল পরই হর্স শ্যু ভ্যালি মিশেছে মরুভূমির সঙ্গে। বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চই ওদিকে। ওই র‍্যাঞ্চাররা কি জড়িত? অ্যালিসন, ম্যাকফ্যাডেন, রুবেন, স্লিমিশ, এলিস... আপন মনে মাথা নাড়ল ভিক্টোরিয়া। এলিস নয়। এলিসের র‍্যাঞ্চ বিল্ডিং পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এলিস নিখোঁজ।

ভিক্টোরিয়া সচকিত হলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজে। বনের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন অশ্বারোহী। এদিকেই আসছে। কয়েক মুহূর্ত তাদের দেখল ভিক্টোরিয়া, তারপর ফিরতি পথে ঘোড়া ছোটাল। জোরে ছুটছে না ও। পেছনে দ্রুত খুরধ্বনি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। পাঁচ-ছয়জন হবে ওরা, ধাওয়া করে আসছে ওকে ধরতে।

আঁৎকে উঠল ভিক্টোরিয়া। রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল। এখন আফসোস করে কোন লাভ নেই, আগেই ঘোড়াটাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়েছে ও, খুব একটা দ্রুত গতিতে ছুটতে পারছে না ওর ঘোড়াটা। কয়েক মিনিট পর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ভিক্টোরিয়া। অনেক কাছে চলে এসেছে অশ্বারোহীরা।

বামদিকে মাইল খানেক দূরে গাছের সবুজ রেখা। একবার ওই বনে ঢুকে পড়তে পারলে এদের হয়তো খসিয়ে দেয়া যাবে। ঘোড়াটাকে ওদিকেই ছোটাল ভিক্টোরিয়া। অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে থামতে হলো ওকে। সামনে পথ রোধ করে দিয়েছে বিরাট একটা কুচকুচে কাল স্ট্যালিয়ন।

পালানোর চেষ্টা করে আর কোন লাভ নেই বুঝতেই ঘোড়া থামিয়ে ফেলল ভিক্টোরিয়া। সামনের ঘোড়াসওয়ার এগিয়ে এলো ওর দিকে। পেছন থেকে ধাওয়াকারীরাও প্রায় একই সময় ওর পেছনে এসে পৌঁছুল। সব মিলিয়ে পাঁচজন। দাড়ি না কামানো নোংরা চেহারা প্রত্যেকের। একজনকেও চেনে না ভিক্টোরিয়া। ভয় লাগছে ওর। কিন্তু ভয় প্রকাশ পেলে আরও পেয়ে বসবে এরা। কড়া গলায় জানতে চাইল

ও, 'কি হচ্ছে এখানে!'

'দারুণ চেহারার ঘোড়ী,' বলল একজন। লোকটা ঘোড়ার দিকে না তাকিয়ে ভিক্টোরিয়াকে চাটছে চোখের দৃষ্টি দিয়ে।

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল আরেকজন। 'খোলা রেঞ্জে এরকম একটা ঘোড়ীকে এভাবে পেয়ে যাব ভাবিনি আমি।'

'তোমাদের হয়তো জানা নেই এটা আমার বাবার জমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ভিক্টোরিয়া।

'তাই নাকি?' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল একজন। 'এরপর হয়তো বলে উঠবে হেনরি ল্যাংফোর্ড তোমার বাবা।'

'তাই আসলে,' ধমকে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'আমি ভিক্টোরিয়া ল্যাংফোর্ড।'

দ্রুত পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো লোকগুলোর। তারপর তাদের একজন বলল, 'তুমি যদি হেনরি ল্যাংফোর্ডের মেয়েই হও, তাহলে এখানে এই রেঞ্জে একা একা কি করছ?'

'ঘুরতে এসেছি,' বলল ভিক্টোরিয়া। তারপর গম্ভীর চেহারায় বলল, 'প্রায় প্রতিদিনই আমি এখানে বেড়াতে আসি।'

একজন হঠাৎ বলে উঠল, 'মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। হেনরি ল্যাংফোর্ড মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই, ওর মেয়ে এভাবে তাকে একা ফেলে বেড়াতে বেরুবে না।'

'ঠিকই বলেছ, বার্নি,' বলল লম্বা মতো একজন। 'আর ল্যাংফোর্ডের মেয়ে হোক বা না হোক, আমরা কোন ঝুঁকি নেব না।'

ঘোড়া সামনে বাড়াল লোকটা। একই সময়ে হাতের ছড়ি দিয়ে লোকটার মুখে বাড়ি মারল ভিক্টোরিয়া, দু'পা দাবাল ঘোড়ার পেটে। লাফ দিয়ে এগোল ঘোড়াটা, বাড়ি খেল লোকটার ঘোড়ার গায়ে।

অন্য সময়ে হলে লোকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার সামনে থেকে সরে যেত, অনুসরণ করে আবার ধরার চেষ্টা করত, কিন্তু এখন সবাই মরিয়া হয়ে আছে। আরও চেপে এলো সবাই। ভিক্টোরিয়ার ঘোড়া কালো একটা গেল্ডিঙের পেটে গুঁতো দিল। ঘোড়াটাকে দক্ষ হাতে সামলে নিল আরোহী। আরেকজনের শক্তিশালী একটা হাত এগিয়ে এলো, ভিক্টোরিয়াকে তুলে নিল স্যাডল থেকে।

# তেরো

করিডরের দরজা খুলে গেল। দু'হাতে দুটো ট্রে নিয়ে সাবধানে ভেতরে এসে দাঁড়াল শেরিফ শেরিডান। পেছনে সুইং ডোর বন্ধ হয়ে যেতে হাজতীদের দিকে তাকাল সে। চড়া গলায় ঘোষণা করার সুরে বলল, 'ডিনার।'

জ্যাক ব্যানার আর জোসেফ ওয়েন, দু'জনই শেরিফের গলা পেয়ে বাঙ্ক ছেড়ে যার যার সেলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কি এনেছ আমাকে বোলো না, শেরিফ,' খুশি খুশি গলায় বলল ব্যানার। 'দাঁড়াও, আন্দাজ করি। স্টেক, ভাজা আলু আর কফি। আহ্, দারুণ ঘ্রাণ ছাড়ছে তো!'

নাক দিয়ে বিরক্তির একটা আওয়াজ করল শেরিফ। ওয়েনের সেলের দরজার সামনে উবু হয়ে ট্রে নামিয়ে রাখল। অন্য ট্রেটা নামিয়ে রাখল ব্যানারের সেলের সামনে। এবার পকেট থেকে বের করল একটা বিরাট চাবি। ওটা দিয়ে ব্যানারের সেলের তালা খুলে চট করে পিছিয়ে গেল দু'পা। ডানহাত অস্ত্রের বাঁটে রেখে বামহাতে দরজা খুলল। তীক্ষ্ণ চোখে ব্যানারকে দেখতে দেখতে একটু কুঁজো হলো, তারপর পা দিয়ে সেলের ফুট খানেক ভেতরে ঠেলে দিল ট্রেটা। দেরি না করে বন্ধ করে দিল দরজা। তালা মেরে ওয়েনের সেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

ট্রে তুলে নিয়ে নিজের বাঙ্কে বসে ওয়েনের সেলের দিকে তাকিয়ে খেতে শুরু করল ব্যানার।

দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে ইতস্তত করল শেরিফ। সেলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন। 'পিছু হটে দাঁড়াও!' হাত নেড়ে ওকে ইশারা করল শেরিফ।

অলস ভঙ্গিতে বাঙ্কে গিয়ে বসল ওয়েন, কিন্তু পা দুটো রাখা থাকল

মেঝের ওপর।

অস্ত্র হাতে নিয়ে তালা খুলল শেরিফ, টান দিয়ে দরজা ফাঁক করতে শুরু করল।

ঠিক এমন সময় বিকট এক আর্তনাদ মেশানো গর্জন ছাড়ল ব্যানার। শুনে মনে হলো হাজার খানেক কাঠ পিঁপড়ে তার পশ্চাদ্দেশে কামড় দিয়েছে।

'ইয়াহাহাহা, ওহ্হোহোআউ!'

আপনাআপনি আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘুরে গেল শেরিফের মাথা। তারপর চোখের কোণে দেখতে পেল ওয়েন ছুটে আসছে। গলা চিরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আর্তচিৎকার। ওই মুহূর্তেই দরজার ওপর লাথি ঝাড়ল ওয়েন গায়ের জোরে। শেষ মুহূর্তে বাম হাতে দরজার শিক ধরেছিল শেরিফ, হাতটা ছুটে গেল দরজাটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারাতে।

দরজার ধাক্কা খেয়ে করিডরের উল্টোদিকের দেয়ালে বাড়ি খেল শেরিফ। ঠকাস করে মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালে। কয়েক সেকেন্ড দেয়ালের গায়ে সেঁটে থাকল লোকটা, যেন পেরেক ঠুকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, তারপর ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝেতে। অজ্ঞান।

ঠোঁট গোল করে নিচু স্বরে শিস বাজাল ব্যানার। করিডরে বেরিয়ে এসে ব্যানারকে একবার দেখল ওয়েন, তারপর উবু হয়ে শেরিফের অস্ত্রটা তুলে নিল।

শেরিড়ানের মাথার এক পাশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত নামছে। দরজার বাড়ি খেয়ে দেয়ালে পড়ার সময় মাথা ফেটে গেছে। গুরুতর কিছু নয়, পরীক্ষা করে দেখল ওয়েন। তাকাল ব্যানারের দিকে। 'কি, আসবে তুমি? বেরবে আমার সঙ্গে?'

'নাহ্,' জবাব দিল ব্যানার। 'এখানেই ভাল লাগে আমার।'

'ঠিক আছে, থাকো তাহলে।' শেরিফের অফিসের দিকে পা বাড়াল ওয়েন। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকাল। বলল, 'ধন্যবাদ, ব্যানার।'

শেরিফের টেবিলের ওপর ওর নেভি গানটা দেখতে পেল ওয়েন। তুলে নিয়ে গুলি আছে কিনা দেখল, তারপর হোলস্টারে গুঁজল ওটা। শেরিফের অস্ত্রটা রেখে দিল টেবিলের ওপর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বেরনোর দরজার দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেল ও। নড়ছে দরজার নবটা। কে যেন ঢুকছে অফিসে। হাতে অস্ত্র তুলে নিল ওয়েন। ওই একই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল স্লিমিশ। ওকে মুক্ত দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল লোকটার। বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

'এবার ড্র করার চেষ্টা করে দেখতে পার,' গম্ভীর চেহারায় বলল ওয়েন।

মাথা নাড়ল স্লিমিশ। চেহারাটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। অস্ফুট স্বরে বলল, 'ড্র করব না আমি।'

'তাহলে ঘুরে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল ওয়েন।

দ্বিধা করল স্লিমিশ। 'পেছনে গুলি করবে?'

'তুমি আমার বিরুদ্ধে যা করেছ তাতে পেছনে গুলি করা কি উচিত হবে না?'

'তুমি দুই দলের মাঝখানে পড়ে গেছ,' বলল স্লিমিশ। 'ল্যাংফোর্ডের লোকরা মনে করছে তুমিই তাকে গুলি করেছ।'

'তুমিই সবাইকে বিশ্বাস করিয়েছ একথা।'

কাঁপতে লাগল স্লিমিশের গালের পেশি। মাথার ওপর দু'হাত ওঠাল সে। বলল, 'আমার মনে হয় না জোসেফ ওয়েন আত্মসমর্পণ করার পরও কাউকে গুলি করতে পারে।'

'ঘুরে দাঁড়াতে বলেছি তোমাকে আমি।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল স্লিমিশ। 'দেখো, আমি অনেক কিছু জানি। তোমার কাজে আসবে এমন অনেক কিছু।'

'যেমন?'

'এশহরের কে আসলে কি, কার কি উদ্দেশ্য—কোনকিছুই আমার অজানা নেই।'

'র‍্যান্স মার্টিন্ডেলের ব্যাপারে কিছু জানো?'

তাড়াতাড়ি জবাব দিল স্লিমিশ। 'জানি।'

'কি জানো?'

গড়গড় করে অনেক কথাই বলে গেল স্লিমিশ, কোন্টা বিশ্বাস করবে আর কোন্টা বিশ্বাস করবে না বুঝে পেল না ওয়েন। তবে

চমকপ্রদ অনেক তথ্য জানা গেল।

লোকটা কথা শেষ করার পর এগিয়ে গেল ওয়েন। রিভলভারের নলের মুখে স্লিমিশকে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য করল। হোলস্টার থেকে তুলে নিল সেলুনকীপারের বোঁচা রিভলভার। টাউজার্সের ওয়েস্টব্যান্ডে অস্ত্রটা গুঁজে বলল, 'সকালে নিরস্ত্র হয়ে বড় একটা ভুল করেছিলাম, স্লিমিশ। সবাইকে বলে দিয়ো আর আমি অস্ত্র হাতছাড়া করব না। মনে করিয়ে দিয়ো, জ্ঞান ফেরার পর।'

কথা শেষ করেই স্লিমিশের মাথায় সিক্সগানের নল নামিয়ে আনল ওয়েন। লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়তেই দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও।

লোক চলাচল নেই বললেই চলে। ফুটপাথ ধরে হাঁটছে ওয়েন। সন্ধে নেমেছে অনেকক্ষণ হলো। এলার রেস্টুরেন্টের দিকে চলল ও। ডিনার করা হয়নি। এলার ওখানে থেকে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে শহর ছেড়ে।

ভিড় নেই এলার ক্যাফেতে। এলাও নেই। চাইনিজ কুক সার্ভ করছে। মাত্র একজন কাস্টোমার ছিল, সে-ও ওয়েনকে দেখে খাওয়া ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। ধীরেসুস্থে খাওয়া সারল ওয়েন, তারপর বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে এলো স্টেবলে। ঘোড়া দুটো স্টল থেকে বের করে গেল্ডিঙের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ধীর গতিতে এগোল রাস্তা ধরে। হাসছে মৃদু মৃদু। স্টেবলের মালিক ওকে দেখে খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে পড়েছিল, এখনও বের হয়নি ওখান থেকে।

শহর ছাড়ার আগেই জোরাল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল একজন অশ্বারোহী। খবর দিতে যাচ্ছে, বুঝতে পারল ওয়েন। এইচ এল র‍্যাঞ্চে যাবে লোকটা, জানাবে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়েন।

শ্রাগ করল ওয়েন। লোকটাকে ইচ্ছে করলে বাধা দেয়া যেত, কিন্তু তার কোন দরকার দেখছে না। খবরটা আগেই পৌঁছে গেলেও কিছু যাবে আসবে না ওর। হেনরি ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতেই চলেছে ও এখন। লোকটা মানসিক ভাবে তৈরি থাকুক এটাই চাইছে। ওর কথা শোনার পর লোকটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখার তীব্র একটা

কৌতূহল অনুভব করছে ও।

দু'তিন মাইল বেশ দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছোটাল ওয়েন, তারপর গতি কমিয়ে আনল। তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার ধারে চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল যেখানে হেনরি ল্যাংফোর্ডকে গুলি করা হয়েছিল। ওখানে ঘোড়া থামিয়ে নামল ও।

এখানে অ্যাম্বুশের চিহ্ন পরিষ্কার। ঘাসগুলো দোমড়ানো। ছোট ছোট জুতোর চিহ্ন, এলোপাতাড়ি ছুটোছুটির দাগ। পড়ে আছে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া রক্ত।

হাঁটু মুড়ে বসে গভীর মনোযোগ জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখল ওয়েন। তারপর রাস্তার উল্টোদিকে খুঁজতে শুরু করল ওর চোখ। ওখানে থেকেই গুলিটা করেছে অ্যাম্বুশার। তিনশো গজ দূরে একটা ঢিবি মতো আছে। ওটার ওপর ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। কোন সন্দেহ নেই ওখানেই আততায়ী লুকিয়ে বসে ছিল।

ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ওয়েন, এখানে যা দেখার ছিল দেখা হয়েছে। স্টির‍্যাপে পা ঢুকিয়ে চমকে গেল। ঢিবির ওপরের গাছপালার মাঝ থেকে একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এসেছে। চাঁদের রুপোলি আলোয় লোকটার মুখে সাদা রুমাল দেখা যাচ্ছে। লোকটার হাতে একটা রাইফেল। রাইফেলটা তাক করে রেখেছে সে আগেই। তাক করে রেখেছে ওয়েনের বুক লক্ষ্য করে।

ধনুকের ছিলের মতো ছিটকে পেছনে সরল ওয়েন। আগুনের একটা ঝিলিক দেখা গেল। গর্জন ছাড়ল রাইফেলটা। ওয়েনের বুড়ো গেল্ডিঙের আর্তনাদ বাতাস চিরে দিল। পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। মাথা এদিক ওদিক করল যন্ত্রণায়। তারপর পেছনে উল্টে পড়ে যেতে লাগল। ঝটকা দিয়ে পেছনে সরল ওয়েন, নাহলে ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ত।

ততক্ষণে ওর হাতে উঠে এসেছে সিক্সগান। মুখোশধারী গুপ্তঘাতককে লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল ওয়েন। দূরত্বটা রিভলভারের জন্যে এমনিতেই বেশি, তার ওপর ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা। আরও তিনটে গুলি করল ওয়েন লোকটার উদ্দেশ্যে।

বিপদ মুক্ত হয়েই ঘোড়ার দিকে নজর দিল ওয়েন। বিশ্বস্ত জন্তুটা

পড়ে আছে মাটিতে, অল্প অল্প পা আছড়াচ্ছে। বাঁচবে না আর বেশিক্ষণ। শীতল একটা ক্রোধের স্রোত বয়ে গেল ওয়েনের সারা শরীরে। বারো বছর ওকে সঙ্গ দিয়েছে ঘোড়াটা। হাজার হাজার মাইল বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ওকে। বহুবার খাবার আর পানি ছাড়াই পথ চলতে হয়েছে। এক সঙ্গে পথ চলেছে ওরা প্রখর সূর্যের নিচে, কখনও বা বরফ পাহাড়ের গিরিখাতে। বারোটা বছর!

দু'বছর আগে স্ট্যালিয়নটাকে কিনেছে ওয়েন, যেটাকে ও প্যাক হর্স হিসেবে ব্যবহার করে। এখন ওটার বয়স পাঁচ বছর। গেল্ডিঙের চেয়ে দ্রুতগামী ওটা, তবুও প্যাক হর্স হিসেবে ব্যবহার করার কারণ গেল্ডিঙের প্রতি ওয়েনের ভালবাসা। এই দু'বছরে বয়স্ক ঘোড়াটার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে স্ট্যালিয়নটা। যেকোন সময়ে গেল্ডিঙের বদলে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এতদিন পর আজকে এসেছে ওটার দায়িত্ব পালনের পালা।

বড় একটা ঢোক গিলল ওয়েন। বুড়ো গেল্ডিঙের মাথায় সিক্সগানের নল ঠেকিয়ে জীবনে যা করেনি তাই করল। ট্রিগার টানার আগে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। চোখ যখন খুলল, নিথর হয়ে গেছে গেল্ডিংটা। দ্রুত হাতে গেল্ডিঙের পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে ফেলল ও। স্ট্যালিয়নটার পিঠ থেকে মালপত্র রাস্তায় নামিয়ে বেঁধে ফেলল স্যাডলটা। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল স্ট্যালিয়নে চেপে। ততক্ষণে পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে, অনেক দূরে চলে গেছে আততায়ী, দেখা যাচ্ছে না তাকে কোথাও।

শুরুতেই এত জোরে ছুটতে লাগল স্ট্যালিয়ন যে ঘোড়াটার ক্ষমতা জানা থাকার পরও অবাক হলো ওয়েন। প্রথমে রাস্তা ধরে এগোল ওরা। তারপর ঢালের ওপর উঠে কটনউড গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটল। গুপ্তঘাতককে এপথেই পালাতে দেখেছে ওয়েন। গতি না কমিয়েই গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঢাল পেরিয়ে নেমে এলো নিচের সমতলে। এক মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা ঘোড়ার আকৃতি। ওটাই আততায়ীর ঘোড়া। পালাচ্ছে লোকটা।

স্ট্যালিয়নের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো ওয়েন। নিচু স্বরে বলল, 'এবার দেখিয়ে দে তুই কত জোরে ছুটতে পারিস।'

কান খাড়া করল স্ট্যালিয়ন। পেটের পাশে ওয়েনের পায়ের ছোঁয়া অনুভব করে গতি আরও বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরই বড় হতে লাগল সামনের ঘোড়াটার আকৃতি। দূরত্ব আর এক মাইলের চার ভাগের তিন ভাগ।

স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে আছে ওয়েন। দ্রুত ছুটছে স্ট্যালিয়ন। একটুও হাঁপায়নি, যদিও দুই মাইল দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে এরই মাঝে। আরও বেশ কয়েক মাইল একই গতি ধরে রাখতে পারবে ঘোড়াটা।

পরবর্তী দু'তিন মিনিট সামনের লোকটার সঙ্গে ওয়েনের দূরত্ব কমল না। ওয়েন আন্দাজ করল ওকে দেখে ফেলেছে লোকটা। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে বাড়তি গতি আদায় করছে।

সামনে জমি একেবারেই সমতল হয়ে গেছে। পরবর্তী দু'তিন মাইল একেবারে রেস ট্র্যাকের মতো মসৃণ। হর্স শ্যু ভ্যালির আর সব জায়গার মতো এখানে কটনউড গাছ জন্মায়নি। সামনের ঘোড়সওয়ার যদি ওয়েনকে খসাতে চায় তাহলে গতি দিয়েই খসাতে হবে। কার ঘোড়া কেমন তেজী তার ওপর নির্ভর করবে ওয়েন আততায়ীকে ধরতে পারবে কিনা।

আস্তে আস্তে সামনের লোকটার আকৃতি বড় হচ্ছে। সন্দেহ নেই ওয়েনের ঘোড়ার স্ট্যামিনা বেশি। তাছাড়া ঘোড়াটা সারাদিন বিশ্রাম পেয়েছে মিডৌল্যান্ডের স্টেবলে।

দূরত্ব কমে আধমাইল হলো। তারপর সিকি মাইল। দূরত্ব আর কমল না। সামনের লোকটা তার ঘোড়ার জান নিয়ে নিচ্ছে পালাতে গিয়ে, বুঝতে পারল ওয়েন।

ওরা এখন হর্স শ্যু ভ্যালি ধরে ছুটছে। সিকি মাইল দূরে পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত নেমে এসে মিশেছে উপত্যকায়। পাহাড়ের দিকে যেতে পারত ঘাতক, কিন্তু বোধহয় ওদিকে যেতে ভয় পায়, সোজা ছুটছে। একটু পরেই তার পাহাড় ভীতিকে ছাড়িয়ে গেল পেছনের ধাওয়াকারীর ভয়। তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলল সে।

বিরাট সুবিধে হয়ে গেল ওয়েনের। সামনের লোকটার সঙ্গে ওর সিকি মাইল দূরত্ব ছিল, বাঁক নেয়ার আগে। কিন্তু এখন ওয়েন আড়াআড়ি ছুটতে শুরু করায় দ্রুত কাছে চলে এলো লোকটা। ঝড়ের

গতিতে ছুটছে ওয়েন, বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে জমি।

সামনের ঘোড়াটা টলছে, দেখতে পেল ওয়েন। পাহাড় পর্যন্ত টিকবে বলে মনে হয় না। লোকটা পাহাড়ে যেতে পারলে ঢালে অবস্থান নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। এখন সেই উপায় তার সামনে খোলা আছে বলে মনে হয় না।

ঘোড়াটা আর পারল না, পাহাড় দুইশো গজ দূরে থাকতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। তার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে আরোহী। ওয়েন তখনও তিনশো গজ দূরে। হঠাৎ করে রাশ টেনে ঘোড়াটাকে অন্য দিকে চালিত করল ও। দৌড়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে আততায়ী, স্যাডল হাতড়ে রাইফেল খুঁজছে। অস্ত্রটা উঠে এলো তার হাতে। রাইফেলের প্রথম গুলিতে নিজের ঘোড়াটাকে মেরে ফেলল লোকটা। ঘোড়ার পেছনে অবস্থান নিল। ওটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করবে।

মৃত ঘোড়াটাকে ঘিরে বড় একটা চক্কর কাটল ওয়েন। স্যাডলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে দেহটা। ওর মাথার বেশ কয়েক ফুট ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আরেকটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল।

পাহাড়ের কাছে চলে এলো ওয়েন। তারপর গুলি করতে করতে এগোল লোকটার পেছন থেকে। ঘোড়া নেই আততায়ীর। পালাবার কোন উপায় নেই। তবুও তাকে অসহায় বলা যাবে না। রাইফেলের বিরুদ্ধে রিভলভার দিয়ে লড়তে হবে ওয়েনকে, দূরত্ব দুইশো গজেরও বেশি।

দ্রুত কাছে চলে আসছে ওয়েন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ঘোড়ার অন্য পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ার মতলব। তারপর সাহসে কুলাল না। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলি কোরো না! আমি আত্মসমর্পণ করছি!'

লোকটার ভয় ওয়েনকেও বিস্মিত করল। পূর্ণ গতিতে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল ও। ঘোড়া থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল লোকটার সামনে। চমকে গেল লোকটা কে তা চিনতে পেরে। এক সঙ্গে

অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল ওর মনে। স্লিমিশের বলা কথাগুলোর মানে যেন আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে! কিন্তু কেন ওকথা বলল লোকটা? নিজেকে বাঁচানোর ইচ্ছেয়? তা নয়। একঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে আসলে।

মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান ল্যাংফোর্ড। ছোকরার বুকের ওপর থেকে রিভলভারের নল এক চুল নড়াল না ওয়েন।

## চোদ্দো

'ওয়েন,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল স্ট্যান, 'আমাকে মেরো না।'

'তুমি আমার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছ,' রাগী গলায় বলল ওয়েন। 'আমাকে মারার চেষ্টা করেছিলে।'

'আমি...আমি জানি।' ঢোক গিলল স্ট্যান। 'আমি মনে করেছিলাম তুমি অন্য কেউ। মনে করেছিলাম আমার বাবাকে গুলি করেছে যে লোকটা সে আসছে।'

সামনে বেড়ে স্ট্যানের হোলস্টার থেকে রিভলভার নিয়ে নিল ওয়েন। গায়ের ঝাল ঝাড়ল অস্ত্রটা অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। নিজের অস্ত্র হোলস্টারে গুঁজে মন্তব্য করছে এমন স্বরে বলল, 'তুমি মিথ্যে বলছ, স্ট্যান।'

'না, বিশ্বাস করো!' কাঁপছে স্ট্যানের গলা। 'আমি ওখানে গিয়েছিলাম বাবার খুনীর ট্র্যাক খুঁজে বের করতে।'

'ট্র্যাক খোঁজার জন্যে মুখোশ পরতে হয়েছিল তোমাকে, একথা বিশ্বাস করতে বলো?'

আবারও ঢোক গিলল স্ট্যান। 'মুখোশ না, শুধু রুমাল।'

'মুখ আড়াল করার উদ্দেশ্যটা কি?' স্ট্যান জবাব দেবে ভেবে অপেক্ষা করল ওয়েন। জবাবটা না পেয়ে বলল, 'আমার ধারণা কি

বলব? তুমিই তোমার বাবাকে গুলি করেছ।'

'না!' থরথর করে কেঁপে উঠল স্ট্যান। আতঙ্কে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল।

দেখেও দেখল না ওয়েন. খপ করে স্ট্যানের হাতটা শক্ত মুঠিতে ধরল। 'কেন?' জানতে চাইল কড়া গলায়।

'আমি গুলি করিনি!' গুঙিয়ে উঠল স্ট্যান। 'আমি গুলি করিনি!'

স্ট্যানকে প্রচণ্ড কয়েকটা ঝাঁকি দিল ওয়েন। আরেক হাতে কষে চড় লাগাল গালে। শান্ত, গম্ভীর গলায় তাগাদা দিল, 'সত্যি কথা বলো। কেন গুলি করেছ তোমার বাবাকে?'

চার বছরের একটা বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল স্ট্যান। বিরক্তি আর ঘৃণায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল ওয়েন। স্লিমিশ যা বলেছিল এখন মনে হচ্ছে মিথ্যে বলেনি। তবে অনেক কিছুই লোকটা গোপন করেছে। নিজেকে আড়াল করতে চেপে গেছে অনেক তথ্য। কিন্তু সেসব বুঝে নিতে খুব একটা বুদ্ধিমান হবার প্রয়োজন নেই।

কড়া চোখে স্ট্যানকে দেখল ওয়েন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল তোমাকে, স্লিমিশ?'

জবাব দিল না স্ট্যান। ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ওয়েন একবার ভাবল ছেলেটাকে বলে দেয় হেনরি ল্যাংফোর্ড কে। তারপর মত বদলাল। এখনই নয়। আরও চিন্তা ভাবনা দরকার। সবগুলো সুতো জোড়া দেবার পর কাজে হাত দেবে ও।

ভাবতে গিয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল ওয়েন। সেজন্যেই জীবনে প্রথম এভাবে অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল শত্রুর হাতে। ছেলেটা ছাড়া এই খোলা জমিতে আর কেউ থাকতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি ওয়েন। স্ট্যানকে জেরা করায় এত ব্যস্ত ছিল যে ভাল মতো চারপাশ দেখা হয়নি। কখন যে পাহাড় থেকে ওর তিনশো গজ দূরে নেমে এসেছে তিন অশ্বারোহী, টেরও পায়নি ও। ওখানে থেকে পায়ে হেঁটে এগিয়েছে লোকগুলো, এসে দাঁড়িয়েছে ওর ঠিক পাঁচ ফুট পেছনে। প্রত্যেকেই তারা সশস্ত্র। সামনের জন বোধহয় নেতা। উদ্যত সিক্সগান তার হাতে।

চমকে গেল ওয়েন পেছন থেকে তার গলার আওয়াজ শুনে।

‘খবরদার! নড়বে না। হাত যেন অস্ত্রের দিকে না যায়।’

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়েনের দেহ। ইচ্ছে হলো হোলস্টার থেকে ছোবল মেরে সিক্সগান তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু তাহলে গুলি খেতে হবে। এত কাছ থেকে গুলি লাগলে বাঁচার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। নির্দেশ পালন করল ওয়েন। মাথার ওপর দু'হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

চোখ থেকে এখনও দরদর করে জল ঝরছে স্ট্যানের। সামনে বাড়ল সে। গলা দিয়ে কর্কশ আওয়াজ বেরল, ‘রয়! রয় লারকাস!’

‘ওর অস্ত্রটা নিয়ে নাও,’ পেছন থেকে ছেলেটাকে নির্দেশ দিল একজন।

ওয়েনের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েও চোখের দৃষ্টি দেখে পিছিয়ে গেল স্ট্যান। কাঁপা গলায় বলল, ‘রয়, ও জোসেফ ওয়েন!’

‘ওয়েন!’ লারকাসের গলায় নিখাদ বিস্ময়। ‘বেশ, বেশ!’

একপাশ থেকে এগিয়ে এসে ওয়েনের সামনে দাঁড়াল লারকাস। তার দুই সঙ্গী ওয়েনের দুই দিকে পেছনে অবস্থান নিল। উদ্যত অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে আছে। দরকারে গুলি করবে।

‘ওয়েন,’ বলল লারকাস। ‘বেকায়দায় পড়ে গেছ তুমি।’ হাতের ইশারায় পেছনের এক সঙ্গীকে ডাকল সে। লোকটার পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে, শুনতে পেল ওয়েন। শক্ত হয়ে গেল পেশিগুলো, মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল ও। আশঙ্কা করছে এখনই ওর মাথার ওপর সিক্সগানের নল নামিয়ে আনবে লোকটা।

উত্তেজনাকর মুহূর্তটা পার হয়ে গেল। একটা হাত এগিয়ে এসে ওর হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা তুলে নিল। এগিয়ে এলো লারকাস। ওর কয়েক পা সামনে থামল। ঠোঁটে ঝুলছে নিষ্ঠুর হাসি। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। বলল, ‘শাইয়্যানে যখন রেইল রোড বসানো হচ্ছিল তখন একটুর জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। তিন-চার বছর আগে যখন গ্রীন রিভারে গেলাম তখনও লোকে তোমার কথা বলাবলি করছিল। সেবারও একটুর জন্যে পার পেয়ে গিয়েছিলে।’

‘দেখা হলে মুখোমুখি লড়তে?’ টিটকারির সুরে জানতে চাইল ওয়েন।

'না।' হাসল লারকাস। 'যে লোকগুলো তোমার সঙ্গে সামনা সামনি লড়ে মারা পড়েছে তাদের মতো বোকা নই আমি। লোক আছে আমার, তাদের দিয়েই কাজ করিয়ে নিই। সেজন্যেই আমি এতদিন বেঁচে আছি।' মাথা নাড়ল লারকাস। আফসোসের সঙ্গে বলল, 'খুব খারাপ হলো, তোমার মতো একজন লোক আমার দলে থাকলে ভাল হতো।'

'আমি ওকে খুন করব, লারকাস,' হঠাৎ বলে উঠল স্ট্যান। জবাবের অপেক্ষায় না থেকে খুঁজতে শুরু করল নিজের অস্ত্রটা।

পেছন থেকে টিটকারি মারল লারকাস, 'একটু আগেও তো ভয়ে কাঁপছিলে দেখলাম!'

জবাব দিল না স্ট্যান। রিভলভারটা পেল প্রায় তিরিশ ফুট দূরে। ওটা নিয়ে ওয়েনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'এবার হাতে-পায়ে ধরে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, ওয়েন।'

ভ্রূ কুঁচকে ছেলেটাকে আসতে দেখল ওয়েন। বুঝতে পারল জীবনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সঙ্কটে পড়েছে সে এবার। অস্ত্র নেই ওর কাছে। থাকলেও যে তিনজনের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারত ও এই অপ্রস্তুত অবস্থায়, তা নয়। আউট-লদের হাতে ও বন্দি। সামনে থেকে এগিয়ে আসছে প্রতিশোধপরায়ণ তরুণ। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি প্রতিকূল।

'হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসো,' দাঁত কিড়মিড় করে আদেশ করল স্ট্যান। 'হাঁটু মুড়ে বসে আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা করো।' হঠাৎ করেই রিভলভারটা সামনে বাড়িয়ে গুলি করল স্ট্যান। ওয়েনের মাথার আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

'আমি মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি না,' থমথমে গলায় বলল স্ট্যান। 'খুন আমি তোমাকে করবই, কিন্তু খুন করার আগে মাফ চাওয়াব তোমাকে।'

তিন আউট-ল দৃষ্টি বিনিময় করল। লারকাসের নেতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে স্ট্যান বাড়াবাড়ি করলে। ওয়েন আসলে লারকাসের বন্দি, তার ওপর জবরদস্তি করার কোন অধিকার নেই স্ট্যানের। ব্যাপারটা লারকাসও ভেবে দেখেছে। হাত তুলে সামনে বাড়ল সে এসে

দাঁড়াল স্ট্যানের পাশে। কিছুটা রূঢ় গলাতেই বলল, 'স্ট্যান, তুমি কিন্তু ঠিক করছ না। অস্ত্র নামাও।'

'বাবা কি বলেছে তুমি শুনেছ,' লারকাসের দিকে না ফিরেই বলল স্ট্যান। তোমাকে বাবা যা করতে বলেছে সেটাই আমি করছি এখন।'

'র‍্যান্স মার্টিন্ডেলের কি হয়েছিল?' হঠাৎ করে জানতে চাইল ওয়েন। 'তাকেও কি এভাবে সরিয়ে দেয়া হয়েছে?'

নামটা স্ট্যানের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও আউট-ল চীফের চোখ দু'টো সরু হয়ে গেল। সামনে একটু ঝুঁকে এলো সে। 'কী বললে? কী বললে তুমি? র‍্যান্স মার্টিন্ডেল?'

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল ওয়েন, 'র‍্যান্স মার্টিন্ডেল।'

ধীরে ধীরে বাঁকা হাসি ফুটল লারকাসের ঠোঁটে। বলল, 'ওই নামের কাউকে চিনি না।'

'আমিও চিনি না,' অধৈর্য সুরে বলল স্ট্যান। রিভলভারের নল ওয়েনের বুকে তাক করল। ট্রিগারে চেপে বসতে লাগল আঙুল। 'ফালতু বকবকানি যথেষ্ট হয়েছে।'

'না, স্ট্যান!' সামনে বেড়ে হাতের ঝাপটায় স্ট্যানের রিভলভারের নল নিচে নামিয়ে দিল লারকাস। ছেলেটাকে জোর খাটিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল খানিক দূরে। কি যেন বলল নিচু স্বরে, ওয়েন বুঝতে পারল না। রাগী গলায় আপত্তি জানাতে লাগল স্ট্যান। কিন্তু কথাবার্তা শেষে ওয়েনের দিকে না এসে আউট-লদের রেখে আসা ঘোড়াগুলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। একটু পরেই একটা ঘোড়ায় চেপে চলে গেল এইচ এল র‍্যাঞ্চের পথে।

'আরে, আমার ঘোড়া তো নিয়ে যাচ্ছে!' আপত্তি জানাল এক আউট-ল।

'তুমি সুলিভানের সঙ্গে চড়বে,' বলল লারকাস। ওয়েনের সামনে থামল সে। 'ঘোড়ায় ওঠো।'

আউট-লদের শ্যেনদৃষ্টির সামনে ঘোড়ায় চড়ল ওয়েন। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আউট-লদের ঘোড়ার কাছে। আউট-লরা তাদের ঘোড়ায় চড়ার পর লারকাস চলে এলো ওয়েনের ঘোড়ার সামনে। পেছন থেকে পাহারা দিয়ে ওকে নিয়ে চলল বাকি দুই আউট-

ল। ততক্ষণে আধ মাইল দূরে চলে গেছে স্ট্যান ল্যাংফোর্ড।

পাহাড়ের দিকে ওয়েনকে নিয়ে চলল আউট-লরা। লারকাস জানে কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কারণ একটু পরেই অল্প ব্যবহৃত একটা সরু ট্রেইল খুঁজে নিয়ে এগিয়ে চলল। পথটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে।

কিছুক্ষণ পরই ট্রেইল এত দুর্গম হয়ে উঠল যে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগোতে বাধ্য হলো ওরা। সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে ওয়েনের ওপর।

অত্যন্ত বন্ধুর পথে আধ মাইল ওপরে উঠে এলো ওরা। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে প্রত্যেকে। সামনে একটা ব্লাইন্ড ক্যানিয়ন। আরও সরু হলে মোটা একটা নালা বলে মনে হতো। দু'পাশের দেয়ালগুলো যেন আকাশ ছুঁয়েছে। ওয়েন ভাবল ভুলে এখানে চলে এসেছে লারকাস, আসলে যেতে চায় অন্য কোথাও। কিন্তু ওকে অবাক করে সরু ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল লারকাস।

একশো গজ দূরে শেষ হয়ে গেছে ক্যানিয়নটা। তবু এগোল লারকাস। ওয়েন অবাক হয়ে লক্ষ করল শেষ মাথার উঁচু দেয়ালের গা ঘেঁষে যে ঘন ঝোপটা জন্মেছে সেটার ভেতরে ঢুকে গেল আউট-ল নেতা। পেছন থেকে আউট-লরা তাগাদা দেয়ায় ওয়েনকেও ঝোপে ঢুকতে হলো।

সামনে থেকে লারকাস হাসল। 'কি বুঝলে, খারাপ না, তাই না?'

সরে গিয়ে ওয়েনকে আগে যাবার সুযোগ দিল লারকাস। পেছন পেছন আসতে লাগল। চাপা একটা গুহাকে আড়াল করে রেখেছে ঝোপটা। গুহাটা দশ ফুট চওড়া। দু'পাশের পাথুরে দেয়াল এবড়ো খেবড়ো। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গুহা। একশো ফুট হবে দৈর্ঘ্যে। শেষ মাথায় পথ রোধ করেছে পাহাড়। তার আগেই ডান দিকের দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল আছে। সুদূর অতীতে কোন এক জোরাল ভূমিকম্পে পাহাড় ফেটে গিয়ে ফাঁকটা তৈরি হয়েছিল। খুবই সরু একটা গিরিখাত। এতই সরু যে ঘোড়ার গা দু'পাশের দেয়ালে ঘষা খায়।

লারকাসের নির্দেশে ওই পথে এগোতে হলো ওয়েনকে। বিশ ফুট পরই শেষ হয়ে গেল গিরিখাত। বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল ওয়েন। অজান্তেই বুক ভরে শ্বাস নিল ও।

# পনেরো

পাহাড়ের গায়ে একটা কার্নিশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। নিচে পাহাড় ঘেরা গোপন একটা উপত্যকা। দৈর্ঘ্যে সিকি মাইল আর প্রস্থে তার অর্ধেক হবে। প্রচুর ঘাসে ছেয়ে আছে জমি। উপত্যকার শেষ মাথায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘন গাছের জঙ্গল।

ঠিক মাঝখানে কাঠের কয়েকটা কেবিন দাঁড়িয়ে আছে টলটলে জলের একটা পুকুর সামনে নিয়ে। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে পুকুরের পানি।

'চমৎকার হাইডআউট, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল লারকাস।

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল ওয়েন। 'সন্দেহ নেই। আমার আশ্চর্য লাগছে ভেবে যে নতুন কেউ এখানে এসে এরকম একটা জায়গা খুঁজে পাবে।'

হাসল লারকাস। 'নতুন কেউ যদি জানে যে এখানে এরকম একটা জায়গা আছে তবু এক বছর খুঁজেও আসতে পারবে না এখানে।'

'কিন্তু তুমি খুঁজে পেয়েছ।'

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লারকাস, নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। কয়েক মিনিট পর ওরা উপত্যকায় নেমে এলো। কেবিনের লোকগুলো ওদের দেখে ফেলেছে। তাদের কয়েকজন এগিয়ে এলো। 'রয়,' বলল একজন, 'ছেলেরা একজন বন্দি নিয়ে এসেছে।'

'আমিও একজনকে এনেছি,' জবাব দিল লারকাস।

ভ্রূ কুঁচকে কাছ থেকে ওয়েনকে দেখল লোকটা। চেহারায় ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য। 'আমরা যেটাকে এনেছি সেটা এটার চেয়ে অনেক সুন্দর। একটা মেয়ে। বলছে...' একটু দ্বিধা করল লোকটা, 'বলছে সে নাকি হেনরি ল্যাংফোর্ডের মেয়ে।'

থুতনি উঁচু করে লোকটার দিকে তাকাল লারকাস। 'ভিক্টোরিয়া ল্যাংফোর্ড?'

'নাম তো ওটাই বলেছে।'

'মেয়েটা কোথায়?'

কেবিন দুটোর কাছেরটা দেখাল লোকটা। বিড়বিড় করে গাল বকল লারকাস, তারপর দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে কেবিনের সামনে থামল। ঘোড়া থেকে নেমে দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে।

অন্য কেবিনটার সামনে ওয়েনকে থামতে বলা হলো। ওয়েন ঘোড়া থেকে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো বেশ কয়েকজন লোক, চোখে কৌতূহল নিয়ে ওয়েনকে দেখতে লাগল।

যারা ওয়েনকে ধরে এনেছে তাদের একজন চোখ টিপল সঙ্গীদের উদ্দেশে। আলো না থাকায় তার ভঙ্গি করা মাঠে মারা গেল, কেউ দেখল না। ওয়েনকে দেখিয়ে লোকটা বলল, 'একে দেখে রাখো তোমরা। এ আর কেউ নয়, স্বয়ং জোসেফ ওয়েন!'

লোকগুলোর ওপর নামটার প্রতিক্রিয়াটা হলো দেখার মতো। ভঙ্গি দেখে মনে হলো দশজন ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল ঘিরে ধরেছে ওদের। দু'তিনজন লোক চট করে সরে গেল লগ কেবিনের আড়ালে। অন্যরা অজান্তেই পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর যখন দেখল ওয়েন নিরস্ত্র, তখন এগিয়ে এসে কাছ থেকে গভীর মনোযোগে দেখল ওকে। প্রত্যেকের চোখে সন্দেহ। সঙ্গীরা বোধহয় ঠাট্টা করছে তাদের সঙ্গে। জোসেফ ওয়েনকে নিরস্ত্র করে ধরে আনা সম্ভব এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

পাশের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো লারকাস। রাগে চেহারা কালো হয়ে আছে তার।

'রয়,' উত্তেজিত স্বরে বলল একজন, 'আমাদের লেন বলছে এই লোক নাকি জোসেফ ওয়েন।'

'ঠিকই বলছে।' ধমকে উঠল লারকাস। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু দুটো জোসেফ ওয়েন এখানে উপস্থিত থাকলেও ততটা ক্ষতি হতো না যতটা হয়েছে ওই মেয়েটা এখানে থাকায়। কোন্ গাধা ওকে নিয়ে এসেছে এখানে?'

ম্রিয়মান চেহারায় এক আউট-ল বলল, 'আর কিছু করার ছিল না

আমাদের। রাসলিং করার সময় আমাদের দেখে ফেলেছিল মেয়েটা।'

'আমার সঙ্গে কথা বলার আগে মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসা তোমাদের বোকামি হয়েছে। তাছাড়া তোমরা ল্যাংফোর্ডের গরুও রাসলিং করছিলে না। মেয়েটার বোঝার কথা না। ও হয়তো মনে করতো অন্য র‍্যাঞ্চের কাউবয় তোমরা।' বাতাসে হাত ঝাপটাল লারকাস। 'যাই হোক, আমার অনুমতি ছাড়া ওকে এখানে নিয়ে আসা বোকামী হয়েছে।'

'তোমার নির্দেশের জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম আমরা,' কৈফিয়ত দিল আরেকজন। 'কিন্তু রেঞ্জের দিক থেকে কয়েকজন রাইডার এগিয়ে এলো। খোলা জমিতে দেখা হয়ে যেত তাই বাধ্য হয়ে এখানে চলে আসি।'

'ওরা দেখেছে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'না। প্রথম ক্যানিয়নে থেমে নজর রেখেছি আমরা। তারপর ওরা যখন পাহাড়ে না উঠে পার হয়ে গেল, তখন চলে এসেছি এখানে।'

'কয়জন ছিল ওরা?'

'সাত-আটজন।'

বড় করে শ্বাস ফেলল লারকাস। 'ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে, ভাল হতো যদি মেয়েটাকে এখানে না নিয়ে আসতে।'

'কতটা ক্ষতি আসলে হয়েছে, রয়?' লোভীর মতো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে জানতে চাইল শেয়ালের মতো দেখতে এক দানবাকৃতি আউট-ল। 'মেয়েটাকে আমরা...'

'ভুলেও ওই চেষ্টা কোরো না, বিক্‌।' চোখ সরু করে তাকাল লারকাস। দৃষ্টিতে স্পষ্ট নিষেধ। 'মেয়েটার উপস্থিতি আমি পছন্দ করিনি, তবে কেউ যদি ওর গায়ে আঙুলও ছোঁয়ায়, তাকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।' প্রত্যেকের ওপর ঘুরে এলো আউট-ল নেতার দৃষ্টি। 'তোমরা সবাই কথাটা শুনে রাখো। ওই মেয়ের কোন ক্ষতি করা চলবে না।'

মৃদু অসন্তুষ্টির আওয়াজ উঠল আউট-লদের মাঝে। কিন্তু এর বেশি আর কিছু নয়। লারকাসকে ভাল মতোই চেনে ওরা। সামনা সামনি হলে অস্ত্র বের করার আগেই মরতে হবে।

ওয়েনের দিকে তাকাল লারকাস। 'আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে কিছু কথা হওয়া দরকার আমার।'

'কথা তেমন একটা আসে না আমার,' শুকনো গলায় বলল ওয়েন।

'আমার আসে। তাতেই চলবে।' বড় বড় দাঁত বের করে হাসল লারকাস। 'আমার মনে হয় না নিজের ভাল কম বোঝ তুমি। কাজেই আমার ধারণা ফুলঝুরির মতো কথা বেরবে তোমার মুখ থেকে। নির্বোধ ছোকরাটার হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি আমি, কিন্তু বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে এখনও তোমার বিপদ কাটেনি? এবার বলো মার্টিন্ডেল সম্বন্ধে কি বলছিলে।'

'কি দরকার! তুমি তো খানিক আগে বলেছ ওর নামও শোননি।'

'শুনেছি।'

'কবে?'

গম্ভীর হয়ে গেল লারকাসের চেহারা। নাকের পাটা ফুলে উঠল। 'দেখো, ওয়েন, আমার সঙ্গে এসব চালিয়াতি করতে এসো না। শুরু করো। আমরা মার্টিন্ডেলের ব্যাপারে কথা বলছিলাম।'

'ঠিক আছে,' হঠাৎ করে বলল ওয়েন, 'কি জানতে চাও?'

'বলে যাও মার্টিন্ডেল সম্বন্ধে যা জানো তুমি।'

'জানি অনেক দিন আগে সে অদৃশ্য হয়েছে।'

'কবে?'

'সেটা তুমি জানো না?'

'আমার জানা না জানার কথা এখানে হচ্ছে না, যা বলার তোমাকেই বলতে হবে। প্রয়োজনে আমিও তোমাকে কিছু বলব।'

'কিছু বলতে চাওয়ার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি সেটা আমি বুঝলাম না।'

'উদ্দেশ্য আছে।' হাসল লারকাস। 'তোমার বোধহয় জানা আছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করি না? হয়তো সেজন্যেই তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। শুরু করো।'

লারকাস কি বলতে চায় আবছা ভাবে বুঝতে পারছে ওয়েন। তবে সে-ব্যাপারে আর না ভেবে বলতে শুরু করল ও, 'সতেরো বছর আগে মিশিগান থেকে রওয়ানা হয় সে। কাউন্সিল ব্লাফ থেকে একটা ওয়্যাগন

ট্রেইনের সঙ্গে ফোর্ট ব্রিজার পর্যন্ত আসে। ফোর্ট ব্রিজারে সে ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে আলাদা হয়ে যায়, কারও নিষেধ না শুনে হ্যাস্টিংস্ কাট-অফের দিকে রওয়ানা হয়। সে কখনোই ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছুতে পারেনি।'

'অনেক অভিযাত্রীই পারেনি,' মন্তব্য করল লারকাস। 'অসুখে মরেছে, ইন্ডিয়ানদের হাতে মরেছে, আবার কিছু মরেছে মরমনদের হাতে।'

'মাউন্টিন মিডৌতে?'

'ওখানেও। প্রায় একশো পঞ্চাশ জন মারা গিয়েছিল ওখানে মরমনদের হাতে।'

'সেটা ছিল আরকানসাসের একটা ওয়্যাগন ট্রেইন। মার্টিন্ডেল ওদের সঙ্গে ছিল না।'

'কি করে নিশ্চিত হচ্ছ যে ছিল না?'

'কারণ আজ নয় বছর হলো মার্টিন্ডেলকে খুঁজছি আমি। এই নয় বছরে আর কিছুই আমি করিনি। আমি জানি মার্টিন্ডেল ওদের সঙ্গে ছিল না।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওয়েনকে দেখল আউট-ল নেতা। 'আমি তো জানি এর মধ্যে বহু কিছুই তুমি করেছ।'

'সেসব করতে হয়েছে মার্টিন্ডেলকে খুঁজতে গিয়ে।'

'নয় বছর,' আনমনে বলল লারকাস। তাকাল ওয়েনের দিকে। 'তার মানে পঁয়ষট্টি থেকে ওকে খুঁজছ তুমি। কিন্তু আগেই বলেছ সতেরো বছর আগে মার্টিন্ডেল নিখোঁজ হয়েছে। তার মানে সাতান্ন সালে। তাহলে নিখোঁজ হবার পর পর খুঁজতে শুরু না করে আট বছর পরে খুঁজতে শুরু করলে কেন?'

'কারণ চৌষট্টির আগে মার্টিন্ডেলের নামও শুনিনি আমি।'

'যাকে দেখোনি বা নাম শোনোনি তাকে খুঁজছ এখনও! কেন!'

'চৌষট্টিতে ওর নাম শুনি আমি।'

'কার কাছ থেকে?'

'জেমস হেন্ডারসন।'

'সে কে?'

'র‍্যান্স মার্টিন্ডেলের শালা।'

'ঠিক আছে, হেন্ডারসন শালা।' অধৈর্য হয়ে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল লারকাস। 'তাতে তোমার কি? তুমি কেন মার্টিন্ডেলকে খুঁজছ সেটা বলো।'

কৌতূহলী চোখে আউট-ল নেতাকে দেখল ওয়েন। 'আচ্ছা, তুমিই বা কেন এত কথা বলছ? কি দরকার তোমার কাকে আমি খুঁজছি তা দিয়ে?'

চিন্তিত চেহারায় চোখ পিটপিট করল লারকাস। 'দেখো, ওয়েন, অনেক কিছুই তুমি জানো না। আবার কিছু কিছু ব্যাপার আমিও জানি না। এখানে আমি এসেছিলাম খুব কাছের একজনের ডাকে। এসে দেখছি পরিস্থিতি জটিল। আমি যা ভাবছি সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে কোন দ্বিধা থাকবে না আমার। সাহায্য করব কিনা জানি না, তবে করতেও পারি, সেজন্যেই তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি আমি যা জানি না।' আরও কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল আউট-ল নেতা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওয়েনের দিকে তাকাল।

'হেন্ডারসন ছিল আমার ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট,' শুরু করল ওয়েন। 'ইয়েলো ট্যাভার্নে মারা যায় ও। মৃত্যুর আগে আমাকে ও অনুরোধ করেছিল, যাতে আমি মার্টিন্ডেলকে খুঁজে বের করি, জানতে চেষ্টা করি ওর বোন হেলেন হেন্ডারসনের খবর।'

বিস্মিত চোখে ওয়েনকে দেখল লারকাস। 'নয়টা বছর পার করেছ তুমি একজনকে দেয়া কথা রাখতে গিয়ে?'

'জেমস হেন্ডারসন আমার জীবন বাঁচাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল।'

'মৃত মানুষের কাছে করা প্রতিজ্ঞা।' নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল লারকাস। তারপর গলার সুর পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'কি হবে, যদি র‍্যান্স মার্টিন্ডেলকে খুঁজে পাও?'

'প্রশ্ন করব তাকে। জিজ্ঞেস করব তার বউ কেমন আছে। সন্তোষজনক জবাব পেলে নিশ্চিন্তে চলে যাব নিজের পথে।'

'ধরো হেন্ডারসনের বোন মারা গেছে। তখন?'

'জানতে চাইব কিভাবে মারা গেছে। মিশিগান ছাড়ার আগে পঞ্চাশ হাজার ডলার ছিল মহিলার সঙ্গে। টাকাগুলো হেন্ডারসনের বোনের,

মার্টিন্ডেলের নয়।'

'তাতে কি যায় আসে! বিয়ে করার পর মেয়েদের সম্পত্তি স্বামীদের হয়ে যায়।' চিন্তিত চেহারায় পায়চারি শুরু করল লারকাস। কিছুক্ষণ পর ওয়েনের সামনে থেমে বলল, 'সকালের আগে আমি ফিরব না। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালই থাকবে তুমি, যদি চালাকি করার চেষ্টা না করো। ছেলেদের বলে যাচ্ছি, তারা তোমার ওপর নজর রাখবে।' কেবিনের সামনে দাঁড়ানো এক আউট-লকে হাতের ইশারা করল লারকাস। 'লেন, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। সঙ্গে আরও দুতিনজনকে নিয়ে নিয়ো।'

কথা শেষে লগ কেবিনের দিকে পা বাড়িয়েও আবার মত বদলে অন্য দিকে চলে গেল লারকাস। পেছনে কেবিনের দরজা খুলে গেল, চৌকাঠে এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া। লারকাসের ওপর থেকে ওয়েনের ওপর এসে দৃষ্টি স্থির হলো তার। চেহারায় বিতৃষ্ণার ছাপ পড়ল। 'ও,' বলল মেয়েটা, 'তুমি তাহলে এদেরই একজন।'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে ওয়েন বলল, 'আমার কাছে কোন অস্ত্র দেখছ?'

দু'জন আউট-ল সহ ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলো লেন, সঙ্গে লারকাসের ঘোড়াও নিয়ে এসেছে। স্টিরাপে পা রেখে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল লারকাস। 'কেবিন থেকে বেরিয়ো না তুমি। বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেতর থেকে দরজা ছিটিকিনি মেরে রাখা।'

'মেয়েটাকে আটকে রেখে বিরাট ভুল করছ তুমি, লারকাস,' বলল ওয়েন। 'ওর যদি কিছু হয়ে যায় দুনিয়ার অপর প্রান্তে লুকিয়েও পার পাবে না তুমি।'

জবাব না দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল লারকাস। রওয়ানা হবার আগে আবার তাকাল ভিক্টোরিয়ার দিকে। 'যা বলেছি মেনে চোলো।' ওয়েনের উদ্দেশে বলল ' ভুলেও পালানোর চেষ্টা কোরো না, ওয়েন, স্রেফ মারা পড়বে।'

অন্য কেবিনের সামনে দাঁড়ানো আউট-লর দিকে তাকাল লারকাস। 'বিক্‌ল্‌, ফিরে এসে ওয়েনকে যেন এখানেই পাই। জীবিত চাই ওকে আমি। তবে গোলমাল করলে থামাবে।'

এগিয়ে এসে ওয়েনের সামনে দাঁড়াল বিক্‌ল্‌। বিনা বাক্য ব্যয়ে কাঁধ ঘুরিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল অপ্রস্তুত ওয়েনের মুখে। হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল ওয়েন। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। হাতের চেটোয় নাকের রক্ত মুছল ও।

'এভাবে, বস? এভাবে থামাব?' জানতে চাইল বিক্‌ল্‌। হাসছে।

চেহারা দেখে মনে হলো বিক্‌লের আচরণে বিরক্ত হয়েছে লারকাস। বলল, 'দেখবে যাতে না পালায়। দরকার ছাড়া গায়ে হাত তোলার কোন প্রয়োজন নেই।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লারকাস। তার পেছন পেছন চলল আউট-লরা। উঠে দাঁড়াল ওয়েন, দেখল পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে চোখ সরু করে তাকে দেখছে বিকল। চোখের ইশারায় ভিক্টোরিয়া যেটায় আছে তার পাশের লগ কেবিন দেখাল দেখাল আউট-ল। 'ঢুকে পড়ো।'

পা বাড়াল ওয়েন। পাশ কাটানোর সময় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল। ভেতরে ঢুকে কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল মেয়েটা।

কেবিনের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। মাঝখানে টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা কুপি। সেই আলোয় তাস খেলছে চার আউট-ল। ওয়েনকে একবার দেখে নিয়ে আবার খেলায় মন দিল তারা। ঘরটা দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট আর প্রস্থে বারো ফুটের বেশি হবে না। একটার ওপর আরেকটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। মাঝখানের ফাঁক ঘাস আর কাদা ঠুঁসে বন্ধ করা।

আঙুল তুলে একটা বাঙ্ক দেখাল বিক্‌ল্‌। 'ওখানে বসো। নড়াচড়া করবে না।'

বাঙ্কে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ওয়েন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল না। ভাবছে কি করে এখান থেকে বেরনো যায়।

# ষোল

রাত করে বাড়িতে ফিরল স্ট্যান ল্যাংফোর্ড। র‍্যাঞ্চ হাউজের সদর দরজায় ওর সঙ্গে দেখা হলো রেব হপকিন্স আর স্যাম স্লোনের। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তারা।

'ভিক্টোরিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না,' স্ট্যানকে দেখেই বলে উঠল রেব।

স্যাম স্লোনের দিকে তাকাল স্ট্যান। 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম ভিক্টোরিয়া যাতে আজকে বাইরে না যায়?'

'আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম,' কৈফিয়ত দিল স্যাম। 'রেব ওকে যেতে দিয়েছে। পরে আমি অনুসরণ করি, কিন্তু চোখ এড়িয়ে সটকে পড়ে ও।' ভ্রূ কুঁচকাল স্লোন। 'সারাদিন ওকে খুঁজে পাইনি।'

'মিডৌল্যান্ডে খুঁজেছিলে?'

'রডনিকে পাঠিয়েছিলাম। শহরের কেউ ওকে দেখেনি।'

কপালে মৃদু কুঞ্চন পড়ল স্ট্যানের, পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। 'রেঞ্জটা হাতের তালুর মতো চেনে ভিক্টোরিয়া, হারিয়ে যাবে সে সম্ভাবনা নেই।'

'হারিয়ে গেছে তা আমি ভাবছি না,' বলল রেব। 'রডনি খবর এনেছে রেঞ্জটা একেবারে ফাঁকা। ছোট র‍্যাঞ্চাররা তাদের কাউবয়দের ডেকে নিয়েছে।'

'আমাদের আক্রমণ করার জন্যে?'

'আমরা তো কিছু করছি না, আক্রমণ করলে ওরাই করবে, তাই না?'

'করলে করুক। রাতে পাহারার ব্যবস্থা করব আমরা। যদি ওরা আসে তো উপযুক্ত জবাবই পাবে।'

'পাহারার ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি,' বলল স্লোন। 'লোক পাঠিয়ে

দিয়েছি ছোট র‍্যাঞ্চগুলোতে নজর রাখার জন্যে।'

বিরক্ত হলো স্ট্যান। 'কেন! লড়াই হলে সবাইকে এখানে দরকার আমাদের।'

'তোমার বাবার নির্দেশ।'

'বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে? কখন ঘুম ভেঙেছে?'

'দু'তিন ঘণ্টা আগে।'

রেব আর স্লোনকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকল স্ট্যান, চলে এলো হেনরি ল্যাংফোর্ডের শোবার ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছে র‍্যাঞ্চার। পূর্ণ জাগ্রত। তবে চেহারা একেবারেই নিস্পৃহ।

'কি চাও, স্ট্যান,' নিচু গলায় বলল ল্যাংফোর্ড।

পালক বাবার শরীর কেমন আছে সেটা জিজ্ঞেস করা স্ট্যানের ধাতে নেই। সরাসরি কাজের কথায় এলো সে। 'তুমি স্লোনকে বলেছ এখান থেকে লোক সরিয়ে অন্য র‍্যাঞ্চারদের ওপর নজরদারি করতে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখানে সবাইকে দরকার,' প্রতিবাদের সুরে বলল স্ট্যান। 'ওরা যদি দলবদ্ধ ভাবে আমাদের এখানে হামলা চালায় তখন?' রাগে কুঁচকে গেল স্ট্যানের চেহারা। 'সকালে তুমি বলেছিলে আমি এখন থেকে র‍্যাঞ্চের দায়িত্বে থাকব।'

'তুমি খুব অকৃতজ্ঞ, তাই না, স্ট্যান?' শান্ত গলায় বলল ল্যাংফোর্ড।

'তোমার আর আমার স্বার্থ এক,' চড়া গলায় বলল স্ট্যান। 'তুমি তো শুয়ে আছ বিছানায়। লড়তে হবে আমাদের।'

'রয় কোথায়?'

'পাহাড়ে। ঘণ্টা খানেক আগে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জোসেফ ওয়েনকে ধরতে ওকে সাহায্য করেছি আমি।'

'তাই? রয়ের হাতে ধরা পড়েছে ওয়েন?' ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ল্যাংফোর্ড। 'কি করবে রয় ওকে নিয়ে?'

'জানি না। ওখানেই ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু লারকাস দিল না।' ভ্রূ কুঁচকাল স্ট্যান। 'তোমার এত মাখামাখি কিসের রয় লারকাসের সঙ্গে? কোন ভরসায় বিশ্বাস করছ ওকে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে ছেলেকে দেখল ল্যাংফোর্ড, তারপর বলল,

'লারকাস আমার ভাই। আপন ভাই।'

'কিন্তু ওতো একজন আউট-ল!'

'আউট-ল আবার কি!' হাতের ঝাপটায় কথাটা উড়িয়ে দিল ল্যাংফোর্ড। 'পশ্চিমের অর্ধেক লোকই আউট-ল। টেক্সাসে বুনো গরু চরে বেড়াচ্ছে, যে ধরে ব্র্যান্ডিং করবে গরু তারই। জমি যে আগে দখল করবে তার। দেশের সবচেয়ে বড় কয়েকটা র‍্যাঞ্চ মালিকের নিজের কয়েক একর জমিও নেই। ওরা জমি দখল করে গরুর গায়ে ব্র্যান্ডিং করে মালিক বনে গেছে। দশ বছর আগেও এটাই রীতি ছিল। এখন তুমি ওই একই কাজ করতে যাও, লোকে তোমাকে আউট-ল বলবে।'

'গরু ব্র্যান্ডিং করা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই করেছে লারকাস।'

'আইনের লোকরাও কেউ তার চেয়ে কম করেনি। স্থায়ী একটা কাজ আছে তাদের, যেজন্যে লোকে তাদের সম্মান করে। রয়ও চাইছে এখন থিতু হতে। ওর ইচ্ছে এখানে...'

চোখ সরু হয়ে গেল স্ট্যানের। 'এখানে?'

'অনেক জায়গা পড়ে আছে এখানে। রয় এলে খারাপ হবে না।'

'এই উপত্যকায় আমাদের দু'জনের জন্যে যথেষ্ট জায়গা হবে না।'

স্থির চোখে স্ট্যানকে দেখল ল্যাংফোর্ড। 'আসলে, স্ট্যান, সত্যি কথা বলতে কি, তুমি এইচ এল চালানোর তুলনায় এখনও অনেক বাচ্চা। আমার মনে হয় না...'

হাত তুলে থামিয়ে দিল স্ট্যান। 'লারকাসকে আমি এখানে চাই না।'

'ও না থাকলে হয়তো সবই হারাবে তুমি। র‍্যাঞ্চাররা সবকিছু কেড়ে নেবে তোমার কাছ থেকে।'

'আমার মনে হয় না তা ওরা পারবে। অনেক ভেবেছি আমি এব্যাপারে। আসলে আমরা বেশি ছড়িয়ে আছি। যদি সব লোক এখানে জড় করে অপেক্ষা করি, তাহলে ছোট র‍্যাঞ্চাররা ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি। ওরা আক্রমণ করতে এলেই অ্যাম্বুশ করব আমরা।'

'যদি ওরা অ্যাম্বুশে পা না দেয়?'

'আগে হোক পরে হোক এখানে ওদের আসতেই হবে।'

মাথা নাড়ল ল্যাংফোর্ড। 'নিজের উঠানে লড়াই টেনে নিয়ে এসে

আজ পর্যন্ত জিততে পারেনি কেউ। লড়তে হয় এগিয়ে গিয়ে। কামড় বসাতে হয় জায়গায় জায়গায়। নিজের জোর কম থাকলে শত্রুদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে একজন একজন করে লড়তে হয় তাদের সঙ্গে। অবশ্য সেজন্যে শক্ত লোক দরকার। আর ওই কারণেই রয়কে তোমার পাশে চাই। রয়ের হাতে শক্ত লোক আছে।'

'চোর আর খুনে ডাকাতের দল!'

শান্ত চোখে স্ট্যানের দিকে তাকাল ল্যাংফোর্ড। অসম্ভব মৃদু গলায় বলল, 'ওরা তো চোর-ডাকাত-খুনে-বদমাশ, আর তুমি নিজে কি, স্ট্যান?'

নির্বাক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্ট্যান, তারপর চরকির মতো ঘুরে দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। কিচেনের বাইরে স্ট্যানকে দেখতে পেল মেক্সিকান মহিলা কুক। জানতে চাইল সাপার দেবে কিনা। মানা করে করালে চলে এলো স্ট্যান। ওর ঘোড়ার স্যাডল খুলছিল স্লোন। নিষেধ করল সে, 'স্যাডল খোলার কোন দরকার নেই, আমি শহরে যাব।'

'একা?'

'শহরে যেতে ভয় না পেলে সঙ্গে আসতে পার।'

নেকড়ের মতো চেহারায় স্লোনের চতুর হাসি ফুটল। 'কবে ভয় পেয়েছি মনে পড়ে না আমার।'

'তাহলে চলো আমার সঙ্গে।'

ঘণ্টা খানেক পরে মিডৌল্যান্ড শহরে পৌঁছুল ওরা। অল্প কিছু ঘোড়া বাঁধা আছে হিচরেইলে। সেগুলোর বেশিরভাগই আছে স্লিমিশের সেলুনের সামনে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্ট্যানের দিকে তাকাল স্লোন, কিন্তু মাথা নাড়ল স্ট্যান। লংস্টোনের সেলুনে গেল ওরা। লংস্টোনের সেলুনটা স্লিমিশেরটার চেয়ে অনেক ছোট। জাঁকজমকও কম।

ভেতরে মাত্র দু'জন কাস্টোমার আছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী দুঃখিত চেহারার লংস্টোন বসে আছে বারের পেছনে টুলে। ওরা টেবিল নেয়ার পর ভ্রূ কুঁচকে অর্ডার নিতে এলো সে। সামনে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল, 'আমার এখানে কোন ঝামেলা চাই না।'

'ঝামেলা করতে আসিনি আমরা,' শীতল গলায় বলল স্ট্যান। 'ড্রিঙ্ক

নিতে এসেছি।'

চেহারায় দ্বিধা নিয়ে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রাখল লংস্টোন, ফিরে গিয়ে আবার বারের পেছনে টুলের ওপর বসল। ড্রিঙ্ক ঢালল স্লোন, দু'জনে দু'ঢোক খাওয়ার পর আবার ঢেলে দিল গ্লাসে। ওদের পাশ কাটাল একজন খদ্দের, বিল মিটিয়ে দিয়ে পা বাড়াল একবারও না তাকিয়ে।

পেছন থেকে তাকে থামাল স্লোন। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'বাসায়,' নার্ভাস গলায় জানাল লোকটা।

'এত তাড়া কিসের?'

'বউকে বলেছি তাড়াতাড়ি ফিরব আজকে।'

'যেতে দাও ওকে,' স্লোনকে বলল স্ট্যান।

'ঠিক আছে,' লোকটার উদ্দেশে চোখ গরম করে বলল স্লোন, 'যাও, কিন্তু মাঝপথে আর কোথাও থেমো না। বুঝেছ নিশ্চয়ই কি বলতে চেয়েছি?'

তাড়াহুড়ো করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। বিরক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল স্লোন, স্ট্যানের দিকে তাকাল। 'এখানে আসাটা বোধহয় উচিত হয়নি। লোকটা যদি খবর ছড়িয়ে দেয় যে আমরা এখানে আছি তাহলে গোলমালে পড়ে যেতে পারি।'

'দেখো কি হয়,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল স্ট্যান।

আরও কয়েবার ড্রিঙ্ক নিল ওরা বোতল থেকে, তারপর খুলে গেল সেলুনের দরজা। যে লোকটা একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছিল ঢুকল আবার। ওদের সামনে এসে বলল, 'সিড স্লিমিশ তোমাদের ডাকছে তার ওখানে।'

'তারমানে এখান থেকে বের হয়েই ওর কাছে গিয়েছ তুমি!' অস্ত্রে দিকে হাত বাড়াল স্লোন। থেমে যেতে হলো তাকে। বারের ওপর দিয়ে ওর বুকে শটগান তাক করেছে লংস্টোন।

'সাবধান, স্লোন!' সতর্ক করল সেলুনমালিক। 'আমি চাই না আমার এখানে কোন গোলাগুলি হোক। গুলি যদি করতেই হয় তো আমি করব।'

'স্লিমিশ বলেছে কোন বিপদ হবে না। ও শুধু তোমাদের সঙ্গে কথা

বলতে চায়।' স্ট্যানের দিকে তাকাল লোকটা। 'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে ওর।'

'আমরা কোন ফাঁদে পা দেব না,' বলল স্লোন। চোখে অস্বস্তি নিয়ে লংস্টোনের শটগানের দিকে তাকাল। 'ওকে বলতে পার জাহান্নামে যেতে।'

'স্লিমিশকে এলার রেস্টুরেন্টে আসতে বলো,' বলল স্ট্যান। 'ওখানে ওর সঙ্গে কথা হবে।'

স্লোনকে একবার বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। সেলুনকীপারের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল স্ট্যান। 'তাহলে স্লিমিশদের পক্ষ নিয়েছ তুমি? ভাল হলো জেনে রাখলাম আমরা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল স্লোন। 'আমরা ভুলব না।'

'ভুলো না,' শটগান নাড়ল লংস্টোন। 'এবার বেরও আমার সেলুন থেকে। আর যেন কখনও এখানে না দেখি।'

মদের দামটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে সেলুন থেকে বেরল ওরা, চলে এলো এলার রেস্টুরেন্টে। কোন খদ্দের নেই এই অবেলায়। কাউন্টারে বসে আছে এলা। তার চাইনিজ কুক কিচেনে রান্না করছে। অনিচ্ছুক চেহারায় স্ট্যানকে অভ্যর্থনা জানাল এলা।

'কি খাবে?'

'হুইস্কি,' স্ট্যানকে চোখ টিপে বলল স্লোন।

'আমরা এখানে মদ বেচি না।'

'তাহলে একটা চুমুই দাও।'

'আজকের মেন্যুতে চুমু নেই।'

বাঁকা হাসল স্লোন। স্ট্যানকে বলল, 'চালাক মেয়ে, কি বলো?'

গভীর উৎসাহে এলাকে দেখল স্ট্যান। আগেও যেতে আসতে বেশ কয়েকবারই দেখেছে, কিন্তু আজকের মতো এত মনোযোগ দিয়ে আগে দেখেনি।

'হ্যাঁ, চালাক মেয়ে ও,' সায় দিল স্ট্যান। 'দেখতেও সুন্দর।' এলাকে হাসি উপহার দিল সে। 'দোকানটা তুমি একা চালাও, তাই না?'

এলা জবাব দেবার আগেই দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল

স্লিমিশ। এলাকে একঝলক হাসি উপহার দিয়ে স্ট্যানের টেবিলে চেয়ার টেনে বসল।

'হ্যালো স্ট্যান।'

'হ্যালো, স্লিমিশ।'

গানম্যানের দিকে তাকাল স্লিমিশ। তারপর তাকাল স্ট্যানের দিকে। 'আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

'স্যাম থাকলে কোন অসুবিধা হবে না।'

'তা হবে না, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

শ্রাগ করল স্ট্যান। 'ঠিক আছে, স্যাম, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো তুমি।'

যাওয়ার ইচ্ছে নেই স্লোনের, তারপরও স্লিমিশের চোখে নীরব অনুরোধ দেখে চলে গেল রেস্টুরেন্ট ছেড়ে।

'বলো,' দরজার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বলল স্ট্যান।

'তোমার বাবা কেমন আছে?'

'ভাল।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল স্লিমিশ। অন্তর্ভেদী চোখে তাকাল স্ট্যানের দিকে। 'আমার বলা উচিত ছিল তোমার পালক বাবা।'

'আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে নিশ্চয়ই আজকে এখানে আসোনি তুমি? কি বলবে বলে ফেলো। তোমার কথা মতো ল্যাংফোর্ডকে আমি পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি, আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি?'

'তার আগে পরিস্থিতি একটু পরিষ্কার করে নিই তোমার কাছে। তারপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করা যাবে।' টেবিলে বার কয়েক টোকা দিয়ে শুরু করল স্লিমিশ। 'ডাক্তার বলেছে ল্যাংফোর্ড আর সুস্থ হবে না। তারমানে তুমি বাজে অবস্থায় পড়ে যাচ্ছ, তাই না? ভিক্টোরিয়া ওর আসল মেয়ে। সম্পত্তি যা পাবার সে-ই পাবে, তুমি নও।'

মাথা নাড়ল স্ট্যান। 'ভুল জানো তুমি। এইচ এল আমার হবে।'

হাসল স্লিমিশ। 'ল্যাংফোর্ড বলেছে তোমাকে?'

'আর কাকে দিয়ে যাবে? কোন মেয়ের পক্ষে এইচ এল চালানো

সম্ভব নয়।'

'মেয়ের স্বামীর পক্ষে সম্ভব। ভিক্টোরিয়ার বয়স একুশের কম নয়। অনেকেই ওকে বিয়ে করতে পারলে কৃতজ্ঞ বোধ করবে।'

'ও আমাকে বিয়ে করবে,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল স্ট্যান।

'রেব হপকিন্সের কি হলো?'

হাতের ঝাপটায় রেব হপকিন্সকে উড়িয়ে দিল স্ট্যান। 'বুড়ো বাপের কথার অবাধ্য হবে না ভিক্টোরিয়া।'

'সে চায় ভিক্টোরিয়া তোমাকে বিয়ে করুক?'

'হ্যাঁ।'

'তারপরও ভিক্টোরিয়াই থাকবে আসল মালিক।'

টেবিলে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল স্ট্যান ধৈর্য হারিয়ে। 'কি বলবে সোজাসুজি বলো, স্লিমিশ।'

'আমি খবর পেয়েছি রয় লারকাস এসেছে এখানে।'

'তো?'

হাসল স্লিমিশ। 'এখন তোমাকে যেকথা বলব সেটা মিডৌল্যান্ডের আর কেউ জানে না।' গলা নামিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার। ফিসফিস করে বলল, 'অনেক বছর আগে লারকাসের দলে ছিলাম আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে স্লিমিশকে দেখল স্ট্যান। 'কত বছর আগে?'

চোখ টিপল স্লিমিশ। 'যখন লারকাসের ভাই আমাদের সঙ্গে ছিল।'

'তুমি জানো যে…!'

'হ্যাঁ।' সামনে ঝুঁকে এলো স্লিমিশ। 'এখন বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি আমি? ওই মেয়ের একজন চাচা আছে। ল্যাংফোর্ড মরলে সে দায়িত্ব নেবে। …তাতে অবশ্য আমার কিছু আসে যায় না। তুমি যদি মনে করো লারকাস আর ওই মেয়েকে তুমি একাই সামলাতে পারবে তাহলে আর কোন কথা থাকে না। কিন্তু মনে রেখো, আমার কথা মতো চললে এই উপত্যকা শুধু আমরা দু'জন ভাগ করে নিতে পারব। তোমাকে আমি সাহায্য করছি। আমার লোক তোমাকে শহরের খবর পৌঁছে দিয়ে আসছে সেজন্যেই।'

'বলে যাও।'

'সব যখন শেষ হবে, এইচ এল পাবে তুমি। বাকি যা কিছু আমি

নিয়ে নেব।'

'বাকি আর থাকল কী!'

'ছোট র‍্যাঞ্চগুলো। সবগুলো মিলিয়ে প্রায় এইচ এলের সমানই হবে। ওগুলো আমার চাই।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছ। কি করতে হবে আমাকে?'

'তেমন কিছু না। শুধু আমি যেভাবে বলব সেভাবে খেলবে। কেউ না জানলেও তুমি জানো যে ছোট র‍্যাঞ্চারদের আসলে আমিই চালাই। ওদের আমি ভুল পথে চালাব।' হাসল স্লিমিশ। 'এখানে কোন রেঞ্জ ওয়ার হবে না। আমি সুযোগ তৈরি করব, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে তুমি। দু'জনে ভাগ করে নেব উপত্যকা। এবার শোনো কি করতে হবে।'

গভীর মনোযোগে স্লিমিশের কথা শুনল স্ট্যান। ধীরে ধীরে তার মুখে দেখা দিল চওড়া হাসি।

## সতেরো

খুবই সাবধানী লোক বিকল্। লারকাস চলে যেতেই একের পর এক নির্দেশ জারি করতে লাগল সে।

'হোগান, রাইফেল নিয়ে পাসের বাইরে পাহারা দেবে তুমি।'

'দরকার কি!'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। লারকাস না আসা পর্যন্ত আমিই বস। যা বলছি করো। আমি চাই না ঘুমের মধ্যে কেউ এসে আমাদের ওপর হামলা চালাক।'

'সারারাত বাইরে বসে থাকব নাকি আমি!'

'মাঝরাতে তোমার বদলি লোক যাবে।' আরেকজনের দিকে

তাকাল বিক্‌ল্। 'টোনি, পাসের ভেতরে পাহারায় থাকবে তুমি। আর কেলসো থাকবে এই কেবিনগুলোর সামনে। মাঝরাতে লয়েড, উডসন আর পিয়ারসনকে জাগিয়ে দেবে তোমরা, তারা তোমাদের বদলে পাহারায় থাকবে।'

'তারমানে আমাদের সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হবে,' অসন্তুষ্ট চেহারায় বলল হোগান। টিটকারির সুরে জানতে চাইল, 'আর তুমি নিশ্চয়ই সারারাত ঘুমাবে, নাকি?'

'লারকাস আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে,' ধমকে উঠল বিক্‌ল্। 'লারকাসকে কখনও পাহারা দিতে দেখেছ?'

নিচু গলায় নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করল আউট-লরা। কিন্তু একটু পরে তাস খেলা ছেড়ে পাহারা দিতে ঠিকই গেল। সঙ্গে খাবার নিয়ে নিল ওরা। অন্য চারজন আউট-ল চুলোয় তাদের সাপার চাপাল। খাবার শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে বিক্‌ল্ বলে উঠল, 'খামোকা কষ্ট করে রান্না করতে গেলাম আমরা সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ থাকতে।'

সাপার সেরে ভিক্টোরিয়ার কেবিনের সামনে চলে এলো বিক্‌ল্, আঙুলের গাঁট দিয়ে বাড়ি মারল বন্ধ দরজায়। 'এই মেয়ে, খেতে চাও?'

ভেতর থেকে কোন জবাব এলো না। আবার দরজায় টোকা দিল বিক্‌ল্। 'খেতে চাইলে বাইরে আসো।'

'খিদের নেই,' দরজার ওপাশ থেকে জবাব এলো।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল বিক্‌ল্, দরজায় লাথি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাইরে বেরও!'

কিছুক্ষণ কেবিনের ভেতরটা নীরব থাকল, তারপর দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া। হাতে একটা চেলা কাঠ। প্রয়োজন পড়লে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করবে।

বাইরে আগুন জ্বেলে বসে আছে আউট-লরা। তাদের একজন ঠাট্টার সুরে বলে উঠল, 'সাবধান, বিক্‌ল্!'

কেবিনের দরজার কাছে বসে ছিল ওয়েন। ধীরে সুস্থে উঠে তিন আউট-লর পাশে এসে দাঁড়াল ও। আগুনের ওপর থেকে একটা ফ্রাইং প্যান তুলে নিল। প্যানে এখনও কিছু বেকন রয়ে গেছে।

সঙ্গীর ঠাট্টা শুনে রেগে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে হাত বাড়াল

বিক্‌ল্। 'খেতে এসো।' মেয়েটা পিছাচ্ছে দেখে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আসতে বলেছি তোমাকে আমি!'

'আর আমি তোমাকে বলেছি আমার খিদে নেই!'

ঘোঁৎ করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করল বিক্‌ল্, দু'হাত বাড়াল ভিক্টোরিয়াকে জড়িয়ে ধরার জন্যে। চট করে পিছিয়ে গেল মেয়েটা, চেলা কাঠ দিয়ে বাড়ি মেরে বসল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল আউট-ল, কিন্তু সময় মতো সরতে পারল না। মাথার মাঝখানে কাঠের বাড়ি পড়ল। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল বিক্‌ল্। তারপর সামলে নিয়ে আবার পা বাড়াল। চোখে খুনীর দৃষ্টি। সেই একই মুহূর্তে ভারী ফ্রাইং প্যানটা ছুঁড়ে দিল ওয়েন। বিক্‌লের মাথার পাশে সজোরে লাগল লোহার প্যান। বেকন রাঁধার চর্বি খানিকটা ছিটকে গিয়ে লাগল ভিক্টোরিয়ার জামায়।

গুঙিয়ে উঠে মাটিতে বসে পড়ল বিক্‌ল্। মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বচ্ছ দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। বসে থাকল পাঁচ সেকেন্ড, তারপর একটা গর্জন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। খামচে বের করে নিল সিক্সগান। অস্ত্রটা তাক করল ওয়েনের বুকে। রাগে থরথর করে কাঁপছে হাতটা। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। যেকোন সময়ে গুলি বেরিয়ে যাবে।

গুলি করত বিক্‌ল্, কিন্তু এক আউট-ল লাফ দিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এর হাতেও অস্ত্র। 'বসে পড়ো, ওয়েন!' চেঁচাল লোকটা। বিক্‌লের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুলি কোরো না, বিক্‌ল্। তুমি ভাল মতোই জানো বস কি বলেছে।'

'হারামজাদাকে খুন করে ফেলব আমি!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিক্‌ল্। ততক্ষণে আরেক আউট-ল গিয়ে বিক্‌লের হাত মুচড়ে ধরেছে।

'সমান সুযোগ দিয়ে দেখো কে কাকে খুন করে,' শান্ত গলায় বলল ওয়েন। 'ইচ্ছে হলে খালি হাতেও চেষ্টা করে দেখতে পার।'

সঙ্গীর হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে ওয়েনের সামনে এসে পড়ল বিক্‌ল্। ততক্ষণে গুলি না করার মতো স্থির বুদ্ধি ফিরে এসেছে। সিক্সগানের নল ঘুরিয়ে ওয়েনের মাথা লক্ষ্য করে গায়ের জোরে মেরে বসল সে।

হাত তুলে ঠেকানোর চেষ্টা করল ওয়েন। এক পাশে সরে গেল।

আঘাতটা লাগল বাহুতে। বাহু থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল তীক্ষ্ণ ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল ওয়েন। পরক্ষণেই ডানহাত ঘুরিয়ে ঘুসি ঝাড়ল বিক্‌লের পেটে। হুশ করে দম বেরিয়ে গেল আউট-লর।

তাকে সামলে উঠতে না দিয়েই নাক বরাবর আরও একটা ঘুসি মারল ওয়েন। বিকলের নাকের হাড় ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। হাত থেকে সিক্সগান ফেলে ওয়েনকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল বিক্‌ল্। সরে গেল ওয়েন। প্রচণ্ড একটা রাইট হুকে লড়াই শেষ করে দেবে এমন সময়ে এক আউট-ল পেছন থেকে জাপটে ধরল ওকে। গণ্ডারের শক্তি লোকটার গায়ে, ঝাপটা মেরে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ওয়েন, জোঁকের মতো ওর পিঠে সেঁটে আছে আউট-ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আধ মিনিট দম নিল বিক্‌ল্। রক্ত চক্ষু মেলে দেখল ওয়েনকে। তারপর এগিয়ে এলো। পরপর কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চোখে শর্ষে ফুল দেখল ওয়েন। তারপর হঠাৎ করেই মগজটা যেন বিস্ফোরিত হলো। সিক্সগানের নল নামিয়ে এনেছে বিক্‌ল্। পেছনের আউট-ল সরে যেতেই মাটিতে পড়ে গেল ওয়েন। রেহাই পেল না। রাগ মেটাতে গায়ের জোরে ওর পাঁজরে লাথি মারল বিক্‌ল্। বুট দিয়ে গুঁতিয়ে দেহটা চিৎ করে আরও কয়েকটা লাথি ঝাড়ল। তারপর পায়ের ওপর ওজন চাপিয়ে মাড়িয়ে দিল ওর গাল। গায়ের শেষ ঝালটুকু মেটাল ওয়েনের কপালে জোর এক লাথি মেরে।

হাজার হাজার কাঠ পিঁপড়ে যেন মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে গা থেকে। শত শত কাঠুরে কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করছে ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল ওয়েন। রাতের কালো আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে কোটি কোটি তারা। কখন জ্ঞান হারিয়েছিল মনে করতে পারল না। পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত সবখানে চাপ চাপ ব্যথা। মুখ বিকৃত করল ওয়েন। গালের পেশিতে যেন খচ করে ছুঁরি গাঁথল কেউ। মনে হলো একটু নড়াচড়াও করতে পারবে না। বুঝে পেল না এখনও বেঁচে আছে কি করে।

একটা দুপদুপ ছন্দবদ্ধ আওয়াজ কানে এলো ওর। বোঝার চেষ্টা করল কিসের শব্দ। কাছে চলে আসছে। হঠাৎ বুঝতে পারল বুটের

শব্দ। এদিকেই আসছে লোকটা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল ওয়েন। ওর ঠিক পাশে এসে থেমে দাঁড়াল লোকটা। ওয়েন আন্দাজ করল ঝুঁকে ওকেই দেখছে এখন। একটা বুট গুঁতো মারল ওর বুকে। ব্যথার ভয়ে নড়ে উঠতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ওয়েন। পুরস্কারও পেল একটু পরে। নাক দিয়ে বিরক্তির একটা আওয়াজ করে ঘুরে হাঁটতে লাগল লোকটা। একটু পরেই তার পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

আবার চোখ মেলল ওয়েম। মাথাটা একটু কাত করে তাকাল। ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে এবার ডানে ফিরল। চৌকো একটা গাঢ় ছায়া চোখে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর স্পষ্ট হলো কেবিনের অবয়ব। ওই কেবিনেই ভিক্টোরিয়ার থাকার কথা। মেয়েটা যেন থাকে, মনে প্রাণে কামনা করল ওয়েন।

এখন ও যেখানে আছে সেখানেই পিটিয়ে ওকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল বিক্‌ল্। হয় মনে করেছে মরে গেছে ও, নাহলে দ্বিতীয় কেবিনে ওকে নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রম করতে চায়নি। চাঁদের দিকে তাকাল ওয়েন। মাঝরাতের বেশিই হবে, হেলে গেছে চাঁদ। তারমানে কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল ও।

আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াতে লাগল ওয়েন। মাংসপেশি আড়ষ্ট হয়ে আছে, টনটন করছে ব্যথায়। দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। গোড়ালি নাড়ল, কব্জি নেড়েচেড়ে দেখল। মনে হচ্ছে কোন হাড় ভাঙেনি। এবার সাহস করে আঙুল গোটাল ও। কষ্ট হচ্ছে, তবে পারছে।

শরীরের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে ওর। কোন কোনখানে চাপ চাপ ব্যথা। চুপচাপ শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওয়েন। কান খাড়া, কেউ দেখতে এলে তার বুটের আওয়াজ যাতে পায়। কেউ এলো না। ধীরেসুস্থে উঠে বসল ও। চারপাশে তাকিয়ে দেখল প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। এবার হাঁটতে শুরু করল ও অপেক্ষাকৃত দূরের কেবিনের দিকে।

দরজাটা খোলা। তবু ধরা পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে দরজার পাশে দেয়ালে কান পাতল ও। শুনতে পেল নিয়মিত বিরতি দিয়ে নাক ডাকছে কয়েকজন। নিশ্চিন্ত হয়ে ভিক্টোরিয়ার কেবিনের কাছে চলে এলো ও।

ভেতরে কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না।

আলতো করে দরজায় টোকা দিল ওয়েন। জবাব নেই কোন। এবার আগের চেয়ে জোরে টোকা দিল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ভেতর থেকে মৃদু খসখস আওয়াজ পেয়ে। দরজার কাছে মুখ নিয়ে নিচু স্বরে ডাকল, 'ভিক্টোরিয়া।'

'কে?' একটু পর ভেতর থেকে অনিশ্চিত স্বরে প্রশ্ন এলো।

'আমি...ওয়েন।'

বড় করে শ্বাস টানল মেয়েটা। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি...'

'না, ঠিক আছি। আওয়াজ না করে দরজাটা খুলতে পারবে?'

'জানি না।'

'চেষ্টা করে দেখো।'

'আচ্ছা।'

কাঠের হুড়কো সরানোর চাপা আওয়াজ পেল ওয়েন। তেমন জোরাল আওয়াজ নয়, কিন্তু ওর মনে হলো বাজ পড়ল। হালকা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে এক ইঞ্চি ফাঁক হলো দরজাটা। সাবধানে দরজাটা ধরল ওয়েন, একেকবারে আধ ইঞ্চি করে খুলতে শুরু করল অতি ধীরে। ফাঁকটা যথেষ্ট চওড়া হতে ভিক্টোরিয়ার মুখ দেখা গেল।

'এখান থেকে বেরনোর চেষ্টা করব আমি,' ফিসফিস করে বলল ওয়েন।

'বাইরে ওরা পাহারা বসিয়েছে,' আপত্তি জানাল মেয়েটা।

'আমি জানি। ওদের একজন আমাকে একটু আগে এসে দেখে গেছে। আরও দু'জন আছে পাসে। তবে ওদের ভয়ে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমার চলবে না।' একটু দ্বিধা করল ওয়েন। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় না তোমারও এখানে থাকা উচিত কাজ হবে।'

'আমার ক্ষতি করার সাহস লারকাসের হবে না।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভিক্টোরিয়া বলল, 'দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু একটা কথা বোধহয় তুমি জানো না, লারকাস আমার বাবার হয়ে কাজ করছে।'

'জানি। আর জানি বলেই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলছি।'

রাগের ছাপ পড়ল মেয়েটার সুন্দর চোখে। 'তুমি বলতে চাইছ আমার বাবা...'

'কিছুই আমি বলতে চাইছি না,' থামিয়ে দিল ওয়েন। 'ভাবনা চিন্তা করার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছ তুমি। ভাল মতোই জানো এখানে থাকার বিপদ কি হতে পারে।'

চুপ করে থাকল ভিক্টোরিয়া।

'তুমি কি মনে করো লারকাসের এখানে তুমি নিরাপদ?' অপেক্ষা করল ওয়েন, মেয়েটা জবাব না দেয়ায় বলল, 'ভেবে দেখো, একটু আগে আমাকে দরজা খুলে দিয়েছ তুমি। ঘুমাতে পারনি।'

ওয়েনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো ভিক্টোরিয়া, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে থাকবে না এখানে। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি করব আমরা এখন?'

'কে যেন আসছে!' মেয়েটার হাত ধরে ফেলল ওয়েন, কেবিনের দিকে ঠেলল। বুটের আওয়াজ হয়েছে পাথরের গায়ে। নুড়ি পাথর গড়িয়েছে। কেউ আসছে ওয়েনকে দেখে যেতে।

ভিক্টোরিয়া কেবিনে ঢুকতেই দেরি না করে কাঠের মোটা হুড়কোটা তুলে নিল ওয়েন, দরজা বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে এলো কেবিনের পাশে। পায়ের শব্দ কাছে চলে আসছে। তৈরি হয়ে নিল ওয়েন। কয়েক সেকেন্ড পর চাঁদের আলোয় লম্বা লোকটার আকৃতি দেখতে পেল, ওকে পাশ কাটাচ্ছে ফুট দশেক দূর দিয়ে।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ওয়েন, গায়ের জোরে পাশ থেকে হুড়কো ঘুরিয়ে মেরে বসল লোকটার মাথার পাশে। জ্ঞান হারিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল লোকটা। পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ওয়েন। রিভলভারটা হাতিয়ে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আশংকা করছে আউট-লদের কেবিন থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে। অতি ধীরে গড়িয়ে গেল সময়, কেবিন থেকে কেউ বেরিয়ে এলো না। ভিক্টোরিয়ার কেবিনের পাশে ফিরে এলো ও।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া। 'ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। ওর অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছি,' বলল ওয়েন। 'কিন্তু অন্য কেবিনে

যাব কিনা বুঝতে পারছি না। ওখানে চারজন আউট-ল আছে। একটা গুলিও যদি করতে হয়, তাহলে পাসে পাহারা দিচ্ছে যারা সতর্ক হয়ে যাবে বেরতে পারব না আমরা।'

কেঁপে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'চলো, চলে যাই এখান থেকে। আমার ভয় লাগছে।'

হাসল ওয়েন। 'আমারও। চলো তাহলে।' ভিক্টোরিয়ার বাহু ধরল ও। মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে গেল মেয়েটার পেশি, তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল। পা বাড়াল ওয়েনের পাশে।

কেবিন থেকে চল্লিশ ফুট পেছনে এসে থামল ওরা। হাতটা ছেড়ে দিল ওয়েন। 'এখানে অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।'

আপত্তি করতে যাচ্ছিল ভিক্টোরিয়া, কিন্তু তার আগেই অন্ধকারে মিশে গেল ওয়েন। ফিরে এলো অজ্ঞান করে রেখে যাওয়া লোকটার কাছে। যা ভেবেছিল তাই, জ্ঞান ফিরে আসছে লোকটার, হাত-পা অল্প অল্প নড়াচড়া করছে। রিভলভার দিয়ে আরেক বাড়ি বসিয়ে দিল ও লোকটার মাথায়। নিশ্চিন্ত হয়ে সরে এলো, আগামী চার ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে না এই লোকের।

'আমি...আমি আওয়াজটা পেয়েছি,' ওয়েন কাছে এসে দাঁড়াতেই কাঁপা গলায় বলল ভিক্টোরিয়া।

'উপায় ছিল না,' কৈফিয়ত দিল ওয়েন। 'জ্ঞান ফিরে পেলে পাসে পাহারা দেয়া আউট-লদের সাবধান করে দিত ও।'

'আমি জানি,' বলল ভিক্টোরিয়া। 'তবু...' চুপ করে গেল।

মেয়েটার হাত ধরে সামনে বাড়ল ওয়েন। দুইশো গজ দূরে পাসের কাছে অন্তত একজন আউট-ল পাহারায় থাকার কথা। আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্যে দু'জনই সতর্ক।

একটু পর ভিক্টোরিয়া অনিশ্চিত গলায় বলল, 'শুনলে অবাক হবে, কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে এখানে আমি আগেও এসেছিলাম।'

'হয়তো সত্যিই এসেছিলে।'

'আসলে আসিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে এসেছিলাম।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে না, এখানে আমাকে নিয়ে আসার পর থেকেই আমার মন বলছে কি যেন একটা বিপদ হবে।' মাথা

নাড়ল ও। 'না, তাও নয়। আসলে মনে হচ্ছে আমার কি যেন একটা বিপদ হয়েছিল এখানে।'

'ওই কেবিনগুলো,' বলল ওয়েন। 'ওগুলো বেশ পুরনো। বিশ বছরের কম হবে না।'

'বিশ বছর আগে কেউ ছিল না এখানে। বাবাই এই এলাকায় প্রথমে এসেছে। সে-ও আঠারো বছর আগের কথা।'

'আঠারো বছর আগে। তখন তোমার বয়স তিন বছর ছিল।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'তোমার বয়স তো একুশ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তোমাকে কখনও বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি বলোনি। আরেকজন বলেছে।'

'কে?'

হাতে চাপ দিয়ে ভিক্টোরিয়াকে আওয়াজ না করতে ইশারা করল ওয়েন। বাইরের ক্যানিয়নে যাওয়ার সুড়ঙ্গের কাছে চলে এসেছে ওরা, পাহাড়ের ঢালটা আর ফুট পঞ্চাশেক দূরে। এখানেই কোথাও আছে প্রথম প্রহরী। 'কোন আওয়াজ কোরো না,' একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে ভিক্টোরিয়াকে বলল ও। বসিয়ে দিল গাছের গুঁড়ির পাশে। এখান থেকে চট করে মেয়েটাকে দেখতে পাবে না কেউ।

এবার প্রতীক্ষার পালা। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে অপেক্ষা করতে লাগল ওয়েন। রাত্রিকালীন পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে গেছে। কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি ও, কিন্তু শপথ করে বলতে বলতে পারে ওরা ছাড়াও কাছাকাছি কেউ একজন আছে।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল নীরবে, তারপর ধোঁয়ার গন্ধ পেল ও। যদি সিগারেট হয়ে থাকে তো কাছেই সিগারেট ফুঁকছে কেউ, গন্ধটা বেশ জোরাল। সিগার হলে লোকটা বেশ খানিকটা দূরেও থাকতে পারে।

'একদম নড়বে না,' ভিক্টোরিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করল ওয়েন।

# আঠারো

উবু হয়ে কয়েকটা নুড়ি পাথর তুলে নিল ও। তার থেকে ছোট একটা বেছে ছুঁড়ল সামনের পাথরগুলো লক্ষ্য করে। মৃদু আওয়াজ হলো নুড়িটা বাড়ি খেয়ে গড়িয়ে যাওয়ার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। চল্লিশ ফুট সামনে, ওয়েনের চেয়ে কিছুটা বাঁয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা বোল্ডার, সেগুলোর পেছন থেকে এক লোক বেরিয়ে এলো।

আবছা একটা লাল আভা ঝুলছে লোকটার ঠোঁটের কাছে। জ্বলন্ত সিগার। সহজ টার্গেট। গুলি করতে পারত ওয়েন, কিন্তু গুলি করলে পরিণতি ভাল হবে না।

কয়েক গজ সামনে এসে এদিক ওদিক তাকাল গার্ড। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে গেল বোল্ডারগুলোর পেছনে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো নিজের ওপর বিরক্ত। নিশ্চিত হয়ে গেছে যে ভুল শুনেছিল। একা একা এরকম নির্জন জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে যা হয়।

'ওর ব্যবস্থা করতে হবে,' ভিক্টোরিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ওয়েন। 'এখান থেকে নোড়ো না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটা।

জুতো জোড়া খুলে ফেলল ওয়েন। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল বোল্ডারগুলো লক্ষ্য করে। গতি খুবই ধীর। মাটিতে ছোট ছোট পাথরের সংখ্যা কম নয়, ওগুলো খোঁচা দিচ্ছে মাংসে। পাঁচ মিনিটের মাথায় পঁচিশ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে থামল ও। দম নিতে নিতে দেখে নিল সামনেটা, তারপর এগোল আবার। সিগারের ধোঁয়ার জোরাল গন্ধ নাকে এলো। আরেকটা ধরিয়েছে গার্ড।

আরও ছয় মিনিট পর বোল্ডারের সামনে চলে এলো ও। ওপাশে

আছে গার্ড। উঠে দাঁড়াতে হবে ওকে। বোল্ডারের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে লোকটার মাথায় নামিয়ে আনতে হবে রিভলবারের নল। এক আঘাতেই অজ্ঞান করে ফেলতে পারা চাই। ভাগ্যের সহায়তা দরকার। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেও কাতরে উঠবে লোকটা, রাতের এই স্তব্ধ নীরবতায় সেই আওয়াজ শোনা যাবে অনেক দূর থেকে, কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটছে বুঝে ফেলবে ক্যানিয়নের প্রহরী।

মোজা পরা এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়াতে গিয়ে চমকে উঠে বেকায়দা ভঙ্গিতে স্থির হয়ে গেল ওয়েন। তিন ফুট চওড়া পাথরের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। যখন মূর্তির মতো জমে থাকা দরকার ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা গুবরে পোকা উড়ে এসে বসল ওর নাকে। নাকটা পছন্দ হলো না পোকাটার, আস্তে আস্তে কপালের দিকে উঠতে থাকল। একটু পরেই ওয়েন টের পেল কপাল বেয়ে চুলের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে পোকাটা। চুলকাচ্ছে অসম্ভব, কিন্তু নড়ার উপায় নেই। দু'ফুট দূরে গার্ড, লোকটা ঘুরলেই ওকে দেখে ফেলবে।

ঘুরল না লোকটা। ঠোঁট থেকে সিগারটা নামিয়ে সেটার দিকে তাকাল। নিভে গেছে। বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল, তারপর পকেটে হাত ঢোকাল। বোধহয় ম্যাচ খুঁজছে।

লোকটা ব্যস্ত। এরকম সুযোগ আর নাও আসতে পারে। মনস্থির করে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল ওয়েন। এখন গার্ড যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে চোখের কোণে নড়াচড়া দেখলে চট করে সরে যেতে পারবে। পকেট থেকে বেরিয়ে এলো লোকটার হাত। খশ্‌শ্‌! করে জ্বলে উঠল ম্যাচের কাঠির বারুদ, টুকরো টাকরা আগুন ছিটকে গেল এদিক ওদিক। এখন লোকটার মনোযোগ আগুনের দিকে, অন্য কোন নড়াচড়া দেখবে না।

ক্ষিপ্র চিতার মতো সামনে বাড়ল ওয়েন। একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আগুনের আলোয় এত কাছ থেকে লোকটার মাথা মাঝারী মাপের একটা তরমুজের মতো লাগছে। রিভলভারটা তুলে ঠকাশ্ করে তরমুজে বসিয়ে দিল ওয়েন। টের পেল মাথার হাড় ডেবে গেছে। লোকটাকে মাটিয়ে পড়তে দিল না ও, পাথরে পেট ঠেকিয়ে আরেক

হাতে ধরে ফেলল শার্টের কলার। আস্তে আস্তে দেহটা বসিয়ে দিল মাটিতে। রিভলভারটা হোলস্টারে রেখে থাবা মারল নিজের মাথায়। ওর আঙুলে ঘষা দিয়ে ফরফর করে উড়ে গেল গুবরে পোকাটা।

উত্তেজনায় হাঁপিয়ে গেছে। হাতের তালুতে মুখের ঘাম মুছল ওয়েন। দু'জন গেল, বাকি আছে আরও একজন!

পাথরে বুটের শব্দ শুনে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল ও। ভিক্টোরিয়াকে আসতে দেখে হাত সরিয়ে নিল রিভলভারের বাঁট থেকে। কাছে এসে ওর বুট জোড়া বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। মাটিতে বসে পরে ফেলল ওয়েন। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছে।'

'চলছে,' সায় দিল ভিক্টোরিয়। 'কিন্তু ও যখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তখন আরেকটু হলেই আমি জ্ঞান হারাতাম।'

মেয়েটার হাত ধরে টানল ওয়েন। 'চলো, এখান থেকে সরে যেতে হবে। চাঁদ মরে এসেছে, সূর্য উঠতে বোধহয় আর দু'ঘণ্টাও নেই।'

এবার পথটা কঠিন। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে হবে কিছুদূর, তারপর চিকন কার্নিশে উঠে ঢুকতে হবে সরু সুড়ঙ্গে। ভেতরটা অন্ধকার। কোনকিছুতে বাড়ি লেগে কোন শব্দ হয়ে গেলে টের পেয়ে যাবে বাইরের লোকটা। কোথায় সে আছে সেটা বলা মুশকিল। সুড়ঙ্গের মুখে থাকতে পারে, ক্যানিয়নের মাঝামাঝি থাকতে পারে, আবার হর্স শ্যু উপত্যকায় নেমে যাবার পাহাড়ী ঢালে সে থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। বিপদ শুধু সেখানেই নয়, দুই গার্ডকে অজ্ঞান করে রেখে এসেছে ওয়েন, কিন্তু কেবিনে ঘুমিয়ে আছে চার আউট-ল। তাদের কেউ যেকোন সময়ে জেগে উঠে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে যে ওরা পালিয়েছে। হৈ-হল্লা হলে বাইরের লোকটা বুঝে যাবে গোলমাল চলছে ভেতরে। হয় সতর্ক হয়ে যাবে অথবা দেখতে আসবে কি হলো। কোনটাই ওয়েন চায় না। কাবু করতে হলে লোকটাকে অসতর্ক অবস্থায় দরকার।

শামুকের মতো ধীর গতিতে পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ক্যানিয়নে বেরিয়ে এলো ওরা। ভিক্টোরিয়াকে ঝোপের মধ্যে থাকতে বলে দেয়ালের গায়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বেশ অনেক দূর চলে এলো

ওয়েন, দু'পাশে সর্বক্ষণ নজর রাখল, কিন্তু কোন প্রহরীকে দেখতে পেল না। ফিরে গিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে এলো। দু'জনে চলে এলো ক্যানিয়নের শেষ মাথায় পাহাড়ী ঢালের কাছে।

গার্ড যদি থেকে থাকে তো এখানেই থাকবে। ছোট একটা ঝোপের পেছনে ভিক্টোরিয়াকে বসিয়ে কয়েকটা নুড়ি পাথর তুলে নিল ওয়েন। বেছে নিয়ে ভারী একটা পাথর ছুঁড়ে দিল ষাট-সত্তর ফুট দূরে।

অপেক্ষায় থাকল পাথরটা মাটিতে পড়ার পর কি হবে ভেবে। দূরের একটা পাথরে ঠং করে বাড়ি খেল পাথর, সেই আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল ওয়েন। ঢালের ওপর চোখ বুলাল নড়াচড়া দেখার আশায়। তারপর শুনতে পেল খিকখিক হাসি। মাথার ওপর থেকে আসছে। বিদ্যুদ্বেগে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েন। একই সঙ্গে সরে গেল লাফ দিয়ে। চোখ ঝলসে গেল আগুনের ছটায়। কানের কাছে কড়াৎ করে গর্জে উঠল রাইফেলটা। বগলে একটা ছ্যাঁকা অনুভব করল ওয়েন। চামড়া চেঁছে নিয়ে গেছে বুলেট। দেরি না করে আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে গুলি করল ও।

পাথুরে মেঝেতে ধাতব আওয়াজ তুলে ক্যানিয়নের পাড় থেকে খসে পড়ল উইনচেস্টার রিপিটিং রাইফেলটা। পরক্ষণেই তৃতীয় গার্ড। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল নিথর। কপালটা ফুটো হয়ে গেছে তার। চাঁদের আলোয় ধূসর পাথরের গায়ে কালচে দেখাচ্ছে তাজা রক্ত।

উবু হয়ে রাইফেলটা তুলে নিল ওয়েন। দৌড়ে ওর কাছে চলে এলো ভিক্টোরিয়া। একটু সরে মেয়েটার সামনে দাঁড়াল ও, যাতে ভিক্টোরিয়া সহজে লাশ দেখতে না পায়। 'এবার ওরা আসবে,' বলল নিচু গলায়। 'ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে আমাদের।'

'ওদের কাছে ঘোড়া আছে।'

'আছে, কিন্তু তৈরি হয়ে আসতে সময় লাগবে। গুলির আওয়াজে ঘুম থেকে উঠে ওরা প্রথম পাহারাদারকে খুঁজবে, তারপর তাকে খুঁজে পেলে পাসের কাছে এসে দ্বিতীয় পাহারাদের খোঁজ করবে। তার কাছ থেকে সাড়া না পেলে ঘোড়া নিয়ে বেরবে ওরা। আমাদের হাতে আট-দশ মিনিট সময় আছে।'

নিচের প্রশস্ত উপত্যকায় চোখ বুলাল ওয়েন। জ্যোৎস্নায় ভেসে

যাচ্ছে চারপাশ। ওখানে লুকানো কঠিন হবে। আনমনে মাথা নাড়ল ও। তাকাল ভিক্টোরিয়ার দিকে। 'আমার যতদূর মনে পড়ে দু'এক মাইলের মধ্যে লুকানোর কোন জায়গা নেই।' হাত তুলে পাহাড় দেখাল ও। 'উপত্যকায় নামার চেয়ে পাহাড়ে ওঠাই বোধহয় ভাল হবে।'

'না,' আপত্তি করল ভিক্টোরিয়া। 'দিনের আলোয় ওখানে আমরা ফাঁদে পড়ে যাব।'

'ওদের এত লোক নেই যে গোটা পাহাড়ী অঞ্চল খুঁজে দেখতে পারবে।'

'কিন্তু পাহাড়ে আমরা থাকব একা, কোন সাহায্যের আশা থাকবে না। উপত্যকায় আমাদের লোক আছে। তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাব আমরা।'

'তোমার ধারণা এইচ এলের লোকদের কাছ থেকে কোন বিপদ হবে না?'

'অবশ্যই! ওরা আমাদের লোক।' ওয়েনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভিক্টোরিয়া। 'আগেও একবার এই ইঙ্গিত দিয়েছ। আসলে কি বলতে চাও তুমি?'

'আমার ধারণা এইচ এলে ফিরে যাওয়া তোমার একটা বড় ভুল হবে।'

'কি যা-তা বলছ!'

'দেখো,' ধীর গলায় বলল ওয়েন, 'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, কিন্তু এব্যপারে নিশ্চয়ই তোমার কোন দ্বিমত নেই যে এখানে আমাদের আর থাকা উচিত নয়?' ভিক্টোরিয়ার হাত ধরে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও।

পাঁচ মিনিট লাগল ওর উপত্যকার মেঝেতে নেমে আসতে। ভিক্টোরিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বড় করে দম নিল ওয়েন। পা ঝাড়িয়ে বলল, 'তুমি যতক্ষণ পার ততক্ষণ দৌড়াব আমরা।'

দৌড়ে এগিয়ে থেকে ওর কথার জবাব দিল ভিক্টোরিয়া। ওয়েনের দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল ওকে ধরতে। পাশাপাশি দৌড়ে চলল ওরা। আধ মাইল পেরনোর পর ওয়েন লক্ষ করল হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। কাঁধের ওপর দিয়ে একবার তাকাল,

পাহাড়ের দিক থেকে এখনও কেউ আসছে না। এত দ্রুত আসবেও না, ভাবল ওয়েন।

'এদিকে কোথাও একটা কটনউড গাছের ঝাড় থাকার কথা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ভিক্টোরিয়া।

'আছে,' জবাব দিল ওয়েন। 'একটু নিচু হয়ে ডানদিকে তাকাও, চাঁদের দিকে তাকাও, নিচে কালোমত একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ? ওটাই জঙ্গল।'

'অনেক দূর!' হতাশ গলায় বলল ভিক্টোরিয়া।

'তিন মাইল হবে,' আন্দাজ করল ওয়েন।

আবার দৌড়াতে শুরু করল ভিক্টোরিয়া। তাল মেলাল ওয়েন। তারপর ওর নিজের দম যখন ফুরিয়ে এলো, ভিক্টোরিয়াকে হাঁটতে বলে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল ও।

পাহাড়টা এখন এক মাইল পেছনে, দু'মাইল সামনে দেখা যাচ্ছে কটনউডের গাছ। আবছা একটা শব্দ এলো ওয়েনের কানে।

'খুঁজতে শুরু করেছে ওরা,' বলল ও।

ফুঁপিয়ে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'দৌড়াতে হবে।'

'পারবে না তুমি,' সাফ জানিয়ে দিল ওয়েন। হাত ধরে টেনে মেয়েটাকে বসিয়ে দিল ঘাসের মধ্যে। নিজেও বসল। বলল, 'কাছে না এলে আমাদের দেখবে না ওরা।' অনুভব করল অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটা। ভিক্টোরিয়ার কাঁধে এক হাত রা 'ল ওয়েন। 'আমার কাছে রাইফেল আছে। প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে পারব।'

ঘাসে উপুড় হয়ে ওয়েনের পাশে শুয়ে হাঁপাচ্ছে ভিক্টোরিয়া, ফেলে আসা প্রান্তরে চোখ বুলাল ওয়েন। দুর্ভাগ্যবশত পাহাড়ী পটভূমিকার কারণে আউট-লদের দেখা যাচ্ছে না। মাটিতে কান পাতল ওয়েন। এবার পরিষ্কার শুনতে পেল জোরাল খুরের আওয়াজ। দ্রুত কাছে চলে আসছে আওয়াজটা। সামনের জমিটা ওরা চেনে।

কিছুক্ষণ পর ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ওয়েন যে কটনউড গাছের জঙ্গলে পৌঁছোতে পারেনি ওরা। আউট-লরা সরাসরি ওটার দিকেই যাচ্ছে। সন্দেহ নেই তন্ন তন্ন করে ওখানে ওদের খুঁজবে আউট-লরা।

হাত বাড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার কাঁধ শক্ত করে ধরল ওয়েন। 'নড়াচড়া

কোরো না, খুব কাছ দিয়ে যাবে ওরা।'

যত কাছে চলে আসছে জোরাল হয়ে উঠছে খুরের আওয়াজ। ঘাসের ওপর মাথা তুলে তাকাল ওয়েন। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল ওদের। চারজন আউট-ল, ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে আসছে, তাদের মাঝখানের একশো গজ চওড়া একটা জায়গা তল্লাশি করতে করতে। ডানদিকের দুই আউট-ল সরাসরি ওয়েন আর ভিক্টোরিয়ার দিকে আসছে।

রাইফেল হাতে তৈরি হলো ওয়েন। শান্ত স্বরে ভিক্টোরিয়াকে বলল, 'যাই ঘটুক, এখান থেকে নড়বে না।'

কানে তালা লেগে যেতে চাইছে আগুয়ান শব্দে, যেন একটানা বজ্রপাত হচ্ছে। অজান্তেই দাঁতে দাঁত চেপে রইল ওয়েন। ভিক্টোরিয়াকে টান মেরে তুলে নিয়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছে প্রাণপণে চেপে রাখল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ছুটন্ত ঘোড়ার নিচে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে দেহটা। তারপর ওকে পার হয়ে গেল ঘোড়াগুলো। খুরের ঘায়ে এক চাক মাটি উড়ে এসে পড়ল ওর মাথার ওপর। ঘুরে তাকাল ওয়েন। কটনউড জঙ্গলের দিকে চলেছে এখন আউট-লরা।

বড় করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ভিক্টোরিয়া। কাঁপা গলায় বলল, 'জীবনে কোনদিন এত ভয় পাইনি।'

হাসার চেষ্টা করল ওয়েন। বাহুতে আলতো করে হাত রাখল। বলল, 'এবার একটু বিশ্রাম নিতে পারব আমরা।' তাকাল কটনউড গাছগুলোর দিকে। 'এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। ওরা জঙ্গল খুঁজে এদিক দিয়ে ফিরে যাবে, তার আগে নড়তে পারব না আমরা।'

## উনিশ

সকালে পাহাড়ের ওপর দিয়ে লাল সূর্যটা যখন উঁকি দিল, লাল হয়ে গেল পশ্চিমাকাশের মেঘগুলো, গম্ভীর চেহারায় বাঙ্কহাউজ থেকে বেরিয়ে এলো লারকাস, পা বাড়াল করালের দিকে। ঘোড়ার পাশে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে স্ট্যান তার কাউবয়দের নিয়ে। তাদের পাশেই লারকাসের লোকরাও রয়েছে।

সোজা এসে ভাতিজার সামনে দাঁড়াল লারকাস। ভ্রূ কুঁচকে ভাতিজাকে দেখল। জবাবে টিটকারির হাসি হাসল স্ট্যান। 'হ্যালো, চাচা!'

কোঁচকানো ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল লারকাসের। 'কি ব্যাপার, আমি না কালকে তোমাকে বলেছি আজকে কোথাও যাওয়া চলবে না!'

'আমি শুনেছি তুমি কি বলেছ,' অবহেলার চোখে লারকাসকে দেখল স্ট্যান, 'তোমার কথা মনে রাখিনি। রাখার কোন প্রয়োজনও নেই। বাবার অনুপস্থিতিতে ঠিক করেছি আমিই র‍্যাঞ্চটা চালাব।'

চড়াৎ করে এক চড় বসিয়ে দিল লারকাস, পর মুহূর্তেই হাতের পিঠ দিয়ে মেরে বসল আবার, জ্বালা ধরিয়ে দিল স্ট্যানের গালে। সামনে ঝুঁকে জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক করার কে হে, এখনও তো নাক টিপলে দুধ বেরয়।'

ঝাঁকি দিয়ে পেছনে সরে গেল বেসামাল স্ট্যান, গালাগাল দিয়ে হাত বাড়াল উরুতে ঝোলানো সিক্সগানের দিকে। কিন্তু ও অস্ত্র বের করার আগেই পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল স্লোন, এসে দাঁড়াল লারকাসের সামনে। হাত ঝুলছে অস্ত্রের বাঁটের কাছে। শীতল গলায় বলল, 'দেখো, লারকাস, লাগতে হলে লাগতে এসো আমার সঙ্গে।'

'এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়।' এড়িয়ে যেতে চাইল লারকাস।

লক্ষ্য করেছে বারোজন কাউবয় প্রত্যেকেই অস্ত্রে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু বলল, 'তুমি এসবে নিজেকে জড়িয়ো না।'

'তোমাকেও আমি এই কথা বলতে পারতাম,' নোংরা দাঁত বের করে হাসল স্লোন। 'লজ্জা করে না তোমার বাচ্চা একটা ছেলের সঙ্গে এভাবে লাগতে এসেছ। আমি প্রতিপক্ষ হিসেবে তোমার উপযুক্ত, লাগতে হলে আমার সঙ্গে লাগো। ইচ্ছে করলে অস্ত্র ড্র করতে পার।'

এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে স্ট্যান, রাগে দু'ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে বলল, 'এটা শোডাউন, লারকাস। তোমাকে অস্ত্র বের করতে হবে।'

চোখের কোণে বাঙ্কহাউজের দিক থেকে নিজের লোকদের দৌড়ে আসতে দেখল লারকাস, ওরা পাকা আসামী, শক্ত লোক সবাই। এইচ এলের বারোজন কাউবয়ও ঝামেলার গন্ধে উত্তেজিত, তৈরি। তাদের কেউ যে পক্ষ নেবে না এটা লারকাস জানে।

'দেখো, স্ট্যান, আমি কিন্তু হেনরি ল্যাংফোর্ডের ভাই,' সামাল দেয়ার চেষ্টা করল লারকাস।

'আর আমি ওর ছেলে,' জেদের সুরে বলল স্ট্যান। গলায় হুমকির সুর বাজল।

'ওর পালক ছেলে,' টিটকারির সুরে বলল লারকাস। 'আসলে তুমি ওর কেউ নও।'

'তাতে কিছু যায় আসে না, তাছাড়া বাবা বলেছে আমাকে র‍্যাঞ্চ চালাতে।'

'মিথ্যে কথা!' ক্রুদ্ধ সিংহের মতো চাপা স্বরে গর্জে উঠল লারকাস। 'তেমন কিছু ও বলেনি। তাছাড়া আমাকে ও বলেছে...'

'মিথ্যুক বলতে চাও আমাকে?' স্লোনের সাহায্য পেয়ে রুখে দাঁড়াল স্ট্যান।

করালের দিকে চকিতে একবার তাকাল লারকাস। কেউ নেই ঘোড়ার কাছে। তাই বলে পিছিয়ে যাওয়ার কথা এখনও ভাবছে না ও। পরিস্থিতি বিস্ফোরনুখ।

অবশেষে রেব হপকিন্স ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো ঝগড়া মিটমাট করতে। স্ট্যানের কাঁধে হাত রাখল সে। নিচু স্বরে বলল, 'দেখো, স্ট্যান,

আমরা কিন্তু এখানে লড়াই চাই না।'

'তুমি পোদ্দারি মেরো না,' ধমক দিল স্ট্যান।

'ভুলে যেয়ো না আমি এখনও এই র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। এটাও বলে দিলাম, এইচ এল যদি এখন এই দুর্বল মুহূর্তে লড়ে তাহলে আমি অন্তত সেই লড়াইয়ে থাকব না। কি চোখে তোমাকে আমি দেখি তা জানো? তুমি একটা বেয়াড়া বখাটে ছোকরা ছাড়া আর কিছুই নও।' চট করে দলের সবার ওপর থেকে ঘুরে এলো রেবের দৃষ্টি, বুঝে নিতে চাইল কতটা সমর্থন পাবে। তারপর বলল, 'অবস্থা এখন যেমন তাতে আমার মনে হয় না কেউ তোমার জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নেবে।'

ঘাড় বাঁকা করে নিজের লোকদের দেখল স্ট্যান। কারও মুখে উৎসাহিত করার অভিব্যক্তি নেই। লারকাসের দিকে ফিরল স্ট্যান। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'দূর হয়ে যাও আমার র‍্যাঞ্চ থেকে।' ঘন ঘন ঢোক গিলল কয়েকটা। 'এখনই রওয়ানা হচ্ছ তোমরা, র‍্যাঞ্চের জমিতে আর যাতে না দেখি। কেউ ধরা পড়লে ফাঁসিতে লটকে দেব।'

'আমার ধারণা হেনরির এব্যাপারে কিছু বলার থাকতে পারে।'

কয়েক পা সরে এসে লারকাসের র‍্যাঞ্চ হাউজে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে হয়ে দাঁড়াল স্ট্যান। ওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেছে কাউবয়রা। হাত থেকে তাদের অস্ত্র খুব একটা দূরে নেই। আশঙ্কায় ওপরের পাটির শ্বদন্তগুলো বের হয়ে এসেছে স্ট্যানের, উঁচু চাপা গলায় বলল, 'ঘোড়ায় উঠে সরে পড়ো বাঁচতে চাইলে।'

স্যাম স্লোন দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যানের পাশে। প্যান্টের বেল্ট লূপে বুড়ো আঙুল, ঠোঁটে ঝুলছে টিটকারির মৃদু হাসি।

দ্বিধায় পড়ে গেল লারকাস। র‍্যাঞ্চের নেতৃত্ব কে দেবে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ, কিন্তু এই মুহূর্তে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত কাজ হবে বলে মনে হল না ওর। জীবনে বহু ঝুঁকিপূর্ণ সঙ্কটময় সময় কাটিয়েছে ও, সঙ্গী ছিল অস্ত্র। বোকা লোক নয় সে, প্রতিপক্ষ শক্ত পাল্লার হলে ভুলেও তার সঙ্গে গায়ে পড়ে লাগতে যায়নি, লড়েছে তখন, যখন জানত জিততে ও পারবেই।

সঙ্গীদের হাতের ইশারায় ডাক দিল লারকাস, রওয়ানা হবার জন্যে। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে একটু পরেই রওয়ানা হয়ে গেল চার

আউ-ল।

ওরা যখন র‍্যাঞ্চের সামনের খোলা জমি পার হয়ে গেল, কমে এলো খুরের আওয়াজ, তখন রেব হপকিন্সের সামনে এসে দাঁড়াল স্ট্যান। আঙুল তুলে ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল, 'জাহান্নামে যাও, রেব, এই র‍্যাঞ্চে তোমার আর কোন কাজ নেই।'

রাগে এক পা সামনে বাড়ল রেব, তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, 'বুড়ো ল্যাংফোর্ড আমাকে চাকরিতে নিয়েছে, বরখাস্ত করতে হলে তাকেই কাজটা করতে হবে।'

'তোমাকে এক মিনিট সময় দিলাম, এরমধ্যে ঘোড়ায় স্যাডল উঠিয়ে চলে যাবে তুমি এখান থেকে,' বলল স্ট্যান। 'স্লোন তুমি ঘড়ি দেখতে শুরু করো।

রেব হপকিন্স যখন স্যাডল বাঁধা শেষ করেছে ততক্ষণে স্ট্যানের বেঁধে দেয়া সময় প্রায় শেষ। অন্য কাউবয়দের ওপর থেকে ঘুরে এলো স্ট্যানের দৃষ্টি। কঠোর চেহারায় জানতে চাইল, 'তোমাদের মধ্যে আর কেউ কি আছ যে আমাকে বস বলে মনে করো না।'

এতদিন রেবের মাতবরী সহ্য করতে হওয়ায় কাউবয়দের কেউ অসুখী হলো না লোকটা চলে যাওয়ায়, কেউ কোন কথা বলারও প্রয়োজনীতা অনুভব করল না। 'তাহলে তোমরা স্যাডলে ওঠো,' নির্দেশ দিল স্ট্যান। 'আজকে সারাদিন আমরা ঘোড়ায় থাকব। রাতে যখন ফিরব তখন এই উপত্যকায় মাত্র একটা র‍্যাঞ্চই থাকবে। সেই র‍্যাঞ্চ এইচ এল।'

স্ট্যান আর স্লোন সহ মোটমাট চোদ্দো জন কাউবয় একসারিতে চলল হর্স শ্যূ ভ্যালির সবুজ শ্যামলা উর্বর ঘাসের ওপর দিয়ে। সিকি মাইল দূরে অ্যালিসনের পোড়া বাড়ি ঘর। ওগুলো যথেষ্ট সচ্ছল একজন র‍্যাঞ্চারের ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আকৃতি বা শানশওকত দিয়ে বিচার করলে এইচ এল র‍্যাঞ্চের সঙ্গে কোন তুলনা হয় না।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রেয়ারির বুকে সবার আগে আগে চলছে স্ট্যান, যেন কোন এক বিজয়ী সেনাপাতি। অ্যালিসনের পোড়া বাড়িটা পাশ কাটাল ওরা। কিছুক্ষণের জন্যে থামল। তারপর বলল,'তোমরা এখন জানো কি করতে হবে তোমাদের। পরের র‍্যাঞ্চগুলোতে যা কিছু পাবে

সব ভেঙে চুরে আগুন লাগিয়ে দেবে। বাড়িগুলো এমন ভাবে পোড়া চাই যাতে কেউ নিজের জায়গা বলে চিনতে না পারে।'

'এক মিনিট, স্ট্যান,' ঘোড়া সামনে নিয়ে এসে স্ট্যানের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল স্লোন। 'নেতা কে তা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু তোমার এই সরাসরি আক্রমণের পদ্ধতিও আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমরা কোথাও আক্রমণ করলেই পাল্টা আক্রমণ চালাবে ওরা, রিভলভারের আওতার মধ্যে আসার আগেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের অর্ধেক লোক।

স্ট্যান ল্যাংফোর্ড সবজান্তার হাসি হাসল,'বাধাটা দেবে কে, চাইনিজ কুক?'

সামনের দিকে তাকাল স্লোন, র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। বলল, 'হয়তো দেরিতে ঘুমিয়েছে বলে এখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

'ঘুমাচ্ছে না ওরা,' বলল স্ট্যান। 'ভোর হতে না হতেই শহরে গেছে।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছ কেমন করে?'

'আমি একটা চুক্তি করেছি,' একটু দ্বিধা করে বলল স্ট্যান।

অবাক হলো স্লোন। 'কার সঙ্গে, সিড স্লিমিশের সঙ্গে? গতকাল রাতে?'

মাথা দোলাল স্ট্যান। 'সকাল সাতটায় অ্যালিসন, আটটায় রুবেন আর নয়টায় ম্যাকফ্যাডেন। সেই সময়ে ওদের কারও র‍্যাঞ্চেই কোন লোক থাকবে না।'

টাকরায় একটা আওয়াজ তুলে হাসল স্লোন। ঠাট্টার সুরে বলল, 'ঠিক আছে, বস, আমি তোমার পেছনে আছি।'

পিছিয়ে গিয়ে দলের আর সবার সঙ্গে মিশে গেল স্লোন। 'চলো তাহলে!' ব্রিডল রেইন তুলে নিয়ে তাড়া দিল স্ট্যান। সামনের র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ওরা।

ছুটতে ছুটতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরা ভয় দূর করার জন্যে। র‍্যাঞ্চহাউজের দূরত্ব যখন অর্ধেকে নেমে এসেছে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা বেণী করা এক লোক, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল ছড়ানো ছিটানো

র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে।

একজন কাউবয় তার পায়ের কয়েক ফুট দূরে গুলি করল। তার দেখাদেখি সমানে গুলি চালাতে লাগল কাউবয়রা। ধুলোর ঝড় উঠল চাইনিজ কূককে ঘিরে। তারপর হঠাৎ করে একটা বুলেট লাগল তার শিড়দাঁড়ায়। বালুতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল চাইনিজ লোকটা। বারকয়েক মৃত্যু যন্ত্রণার আক্ষেপে হাত-পা ছুঁড়ল, তারপর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে থেমে গেল। শুকনো বালিতে রক্তের সূক্ষ্ম রেখা, ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

চারপাশ থেকে র‍্যাঞ্চ বিল্ডিংটাকে আক্রমণ করল কাউবয়রা, যত্রতত্র গুলি করল, কিন্তু ভিতর থেকে কোন বাধা এলো না। এমনকি হাত তুলে কেউ বেরিয়েও এলো না।

ঘোড়া থেকে নেমে বাড়িঘরের ভেতর ঢুকল এইচ এলের কাউবয়রা। কিছুক্ষণ পরই জানালা আর দরজা দিয়ে ধূসর ধোঁয়া বেরতে লাগল। কয়েকজন লেগে গেল ঘোড়ার ব্রিডলে বেঁধে করালের খুঁটিগুলো উপড়ে এনে আগুনটাকে আরও উস্কে দেয়ার কাজে।

অ্যালিসনের র‍্যাঞ্চে পনেরো মিনিটের বেশি থাকল না ওরা। ততক্ষণে আক্ষরিক অর্থেই একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ওই র‍্যাঞ্চ। পুড়ে খসে খসে পড়ছে চাল আর দেয়াল ধূসর ধোঁয়ায় এখন আর কিছুই দেখা যায় না।

এবার স্ট্যান আর স্লোনের নেতৃত্বে রুবেনের র‍্যাঞ্চে হামলা চালাতে চলল এইচ এলের কাউবয়রা। রুবেনের র‍্যাঞ্চটা পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। ওখান থেকে হয়তো অ্যালিসনের র‍্যাঞ্চের ধোঁয়া ওদের চোখে পড়েছে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। রুবেন, অ্যালিসন, ম্যাকফ্যাডেনন আর যারা যারা আছে তাদের প্রত্যেকেই এখন বারো মাইল দূরের মিডৌল্যান্ড শহরে, আলাপ করছে স্লিমিশের সঙ্গে। স্লিমিশ ওদের ফিরতে দেবে না, স্ট্যানের সঙ্গে এই চুক্তিই হয়েছে লোকটার।

সময়ের আগেই রুবেনের র‍্যাঞ্চের কাছে পৌছে গেল ওরা। অ্যালিসনের র‍্যাঞ্চের তুলনায় রুবেনের র‍্যাঞ্চটা অনেক বড় এবং সুন্দর। লোকটার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে বাড়িঘরগুলোতে। যত্ন করে লাগানো লম্বা দুই সারি কটনউডের শেষে র‍্যাঞ্চহাউজটা গড়েছে সে।

গাছের দু'পাশে করাল আর বার্ন। যেতে হলে ওই মাঝের পথ ধরেই যেতে হবে। দু'শো গজ দূরে শেষ মাথায় র‍্যাঞ্চহাউজটা। এই পুরোটা পথ অ্যাম্বুশ করার জন্যে আদর্শ।

এবার আর কাউবয়দের এক সারিতে এগোনোর নির্দেশ দেয়নি স্ট্যান, বাড়িটা চোখে পড়তেই যে যার ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ছুটল কাউবয়রা। পিছিয়ে পড়ল স্লোন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল স্ট্যান। ঘোড়ার গতি কমিয়ে স্লোনের পাশে এগো। ওদের অনেক পেছনে ফেলে দিল কাউবয়রা, প্রত্যেকের রক্তে ধ্বংসের বিকৃত আনন্দ জেগেছে। স্ট্যান আর স্লোন যে ওদের সঙ্গে নেই এটা কারও খেয়াল হলো না।

রুবেনের র‍্যাঞ্চটা একটা অ্যাম্বুশ! খোলা জায়গায় একজনও নেই, অথচ বাঙ্কহাউজ, করাল, র‍্যাঞ্চ বিল্ডিংগুলো আর জঙ্গলের মধ্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা রাইফেল হাতে। বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, বিশ জনের কম হবে না।

সরাসরি ওদের পাতা ফাঁদে পা দিল কাউবয়রা। দু'পাশের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউজ আর তিরিশ গজ বাকি এমন সময় দুই পাশের জঙ্গল, বাঙ্কহাউজ, করাল, বার্ন আর র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে একযোগে ছুটে এলো অসংখ্য গুলি।

গভীর কটনউডের জঙ্গলের কারণে সামনে এগোনো বা পেছানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এত সহজ টার্গেট মিস করবে না কেউ। রুবেনের দলে দক্ষ একজন সেনানীও আছে। এইচ এলের প্রায় পুরো দলটা জঙ্গলের বেষ্টনীর ভেতর ঢোকার আগে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। কিন্তু এবার হেঁড়ে গলায় কে যেন আদেশ দিল, 'চালাও গুলি!'

বাড়ি থেকে খাবারের সন্ধানে পিপড়ে যেমন পিলপিল করে বের হয়, ঠিক তেমনি করে ম্যাকফ্যাডেনের র‍্যাঞ্চ বিল্ডিংগুলো থেকে বের হতে লাগল মানুষ। উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে সবার মুখ। ঘন ঘন শ্বাস টানছে, দ্রুত লিভার টানছে আর ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াচ্ছে।

প্রথম আক্রমণেই স্ট্যানের পাঁচজন কাউবয় স্যাডল থেকে খসে পড়ল। সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার আগেই আরও চারজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ম্যাকফ্যাডেনের উঠানে। ঘোড়াগুলো পালিয়ে গেল

দিশেহারার মতো।

স্ট্যান আর স্লোন ছাড়া এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পালিয়ে বাঁচতে পারল কেবল দু'জন কাউবয়। সেই দু'জন অন্যান্যদের চেয়ে গজ পঞ্চাশেক পিছিয়ে ছিল। গোলাগুলি শুরু হতেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জান হাতের মুঠোয় করে পালিয়েছে তারা। স্যাডলের সঙ্গে এত সেঁটে ছিল যে চিনে জোঁকও অতটা পারবে কিনা সন্দেহ।

সিড স্লিমিশ এমেটের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তি। অ্যালিসনের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়াটা সামান্য একটা ক্ষতি। তার বদলে অনেক সুবিধে ওরা আদায় করে নিয়েছে। সন্দেহ নেই যে অ্যালিসনও তার ত্যাগের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসবে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়ে যাবে।

লড়াই যেখানে হয়েছে সেখান থেকে দু'মাইল দূরে এসে স্ট্যানকে ধরতে পারল স্লোন। স্ট্যানের চেহারা দেখে মনে হয় রক্তশূন্যতায় ভুগছে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। পেছন থেকে স্লোন ওকে ঘোড়া থামাতে বলল, ডাকল কয়েকবার, কিন্তু এগিয়েই চলেছে স্ট্যান, যেন শুনতেই পায়নি। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘোড়াটা স্ট্যানের পাশে এনে রাশ ধরে ছোকরার ঘোড়াটা থামাল সে।

'ওরা আমাদের ধরে ফেলবে,' আতঙ্কিত গলায় বলল স্ট্যান।

চড়াৎ করে এক চড় মারল স্লোন স্ট্যানের গালে। পরমুহূর্তেই হাত মুঠো করে জোরাল এক ঘুসি ঝাড়ল চোয়োলে। টিটকারি আর তিক্ততা মাখা স্বরে বলল, 'তোমার কথা মতো কাজ করতে যাওয়ার আগে নিজের মাথাটা আমার একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।'

'স্লিমিশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে!'

'হ্যাঁ, করেছে। করতে পারে সেটা তোমার আন্দাজ করতে পারা উচিত ছিল। ছেলেখেলা করতে আজকে আমরা বের হয়েছিলাম? মস্ত বড় একটা সুযোগ ছিল আমাদের, বোকার মতো আগেই হামলা করে সব শেষ করে দিয়েছ তুমি।' বড় করে একটা শ্বাস ফেলল স্লোন। 'আবার আমাকে চাকরির খোঁজে জায়গায় জায়গায় ঘুরতে হবে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, স্লোন।'

'তুমি!' চোখে তীব্র ব্যঙ্গ নিয়ে স্ট্যানকে দেখল স্লোন। 'আমার পিঠে বিরাট একটা কুঁজ থাকলে যতটা ভাল লাগত, তুমি আমার সঙ্গে থাকলে তার চেয়ে বেশি ভাল লাগবে না।'

'আমি গুলি করতে জানি,' উদগ্রীব হয়ে বলল স্ট্যান। 'আমার গতি কারও চেয়ে কম নয়, তুমিই বলেছ!'

'বলেছি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল স্লোন। 'তখন আমি তোমার বাবার চাকরি করতাম।' চোখ সরু করে ছেলেটাকে দেখল স্লোন। 'তুমি কি মনে করো আসলেই তুমি অস্ত্র চালাতে পার?'

হাত দুটো কাঁধের কাছে তুলল স্লোন। 'সাহস আছে? থাকলে ড্র করো তো দেখি!'

তালুর উল্টোপিঠে লালা মুছল স্ট্যান। 'তোমাকে হারাতে পারবে তেমন লোক খুব কমই আছে, স্যাম।'

'একজনও নেই!' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল স্লোন।

'তবে ওয়েন বোধহয়...'

'জোসেফ ওয়েন! সে অনেক লোক মেরেছে আমি শুনেছি। ওই শোনা পর্যন্তই, কেউ কখনও দেখেছে ওকে অ্যাকশনে! ড্রাইগালচ্ করে মানুষ মারা যায়, পিছন থেকে গুলি করেও, তার ফলে নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।' বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকল স্লোন। 'এই আমি সেরাদের সঙ্গে লড়েছি। দেখতেই পাচ্ছ এখনও বেঁচে আছি। ওয়েন যখন দুনিয়ার বুকে থাকবে না তখনও আমি থাকব।'

'তা থাকবে,' একটু চিন্তার ভান করে তোষামোদ করল স্ট্যান। ওর মনে হলো জীবনে প্রথম এত অসহায় বোধ করছে। পালক হলেও বুড়ো ল্যাংফোর্ড ছিল বিরাট একটা ছাতার মতো। সেই লোক পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় এখন নিজের মাঝে কোন মনোবল খুঁজে পাচ্ছে না।

'ওয়েনকে নাহয় ওরা মেরে ফেলবে, কিন্তু মেয়েটার কি হবে?'

'যা খুশি হয় হোক।

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত চোখে সামনে দাঁড়ানো স্ট্যানকে দেখল স্লোন। 'তুমি একটা নর্দমার কীট, তুমি নিজেও তা জানো, তাই না?'

নিজেকে নর্দমার ক্রিমির মতো লাগল স্ট্যানের। এভাবে লোকটার সঙ্গে ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে বলে রাগ হলো নিজের ওপর। কিন্তু চেপে গেল

সে রাগ। কাকুতি করল, 'তুমি যা বলবে আমি তাই শুনব, স্যাম, দেখো তুমি।'

ভাবনায় চোখ কুঁচকে গেল স্লোনের। 'লারকাস চলে গেছে বা যাবে, জোসেফ ওয়েনকে ওরা বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেবে না। মেয়েটাকেও ব্যবহার শেষে ছিবড়ে বানিয়ে শেষ করে দিয়ে যাবে। তাহলে বাকি থাকল তোমার বাবা আর আমরা।'

'আমাদের বিরুদ্ধে স্লিমিশ আর তার দলবলও আছে।'

শয়তানীর হাসি হাসল স্লোন। 'ওদের একতা থাকবে কতদিন? বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এক হয়েছিল ওরা। এখন যখন প্রয়োজন নেই তখন দল ভেঙে যাবে। এবার শুরু হবে কামড়াকামড়ি।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল স্লোন। 'একজন একজন করে ওদের যদি সাবড়ে দিই, তাহলে বলা যায় না এখানে আমরা হয়তো ভাল করতে পারব। আমাদের কাজ আরও সোজা করে দেবে ওরা। একে অন্যকে সন্দেহ করে নিজেদের শেষ করে দেবে।'

'আমি সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধা হবে,' প্রচ্ছন্ন কাতরতায় বলল স্ট্যান।

সঙ্গে নেবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগতে লাগল স্লোন। 'দক্ষ একজন লোক…আর বাচ্চা একটা ছেলে…'

আশান্বিত হয়ে উঠল স্ট্যান। 'ইচ্ছে করলে নেতৃত্ব নিজের হাতে রাখতে পার স্লোন। তোমার সঙ্গে যাব আমি, দেখিয়ে দেব সেরাদের সামনে দাঁড়াতেও আমার কোন দ্বিধা নেই। প্রমাণ করে দেখাব।'

# বিশ

ঘাসের ওপর মাথা তুলে আগুয়ান অশ্বারোহীকে দেখল ওয়েন। লোকটা দুশো গজ দূরে, বড় একটা চক্র সৃষ্টি করছে। কাছে যখন আসবে

তখনও ওয়েনের চেয়ে এক শো ফুট দূরে থাকবে। এখন ডান পাশে কাত হয়ে প্রেয়ারির বুকে ওয়েন আর ভিক্টোরিয়ার ট্র্যাক খুঁজছে।

প্রথম লোকটার পেছনে সার্কেল পূরণ করছে আরেকজন আউটল। তার ডানদিকে প্রায় মাইল খানেক পেছনে রয়েছে আরেকজন। সে-ও নিবিষ্ট মনে চক্কর মারছে।

'হাতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে,' বিড়বিড় করল ওয়েন। তারপরই অবাক হয়ে বলল, 'লোকটা আমার ঘোড়া চালাচ্ছে।'

ওয়েনের ঘোড়া দেখার জন্যে মাথা তুলে ভিক্টোরিয়া বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমারটা কালো গেল্ডিং।'

'সেটাকে তোমার ভাই গত রাতে মেরে ফেলেছে। এখন যে ঘোড়াটা দেখছ সেটা আমি মাল বওয়ার ঘোড়া হিসেবে কাজে লাগাতাম। তবে এটাই আসলে বেশি জোরে দৌড়ায়।' আউটলরা কাছে চলে আসছে। 'মাথা নামাও!' চাপা গলায় আদেশ দিল ওয়েন।

মাটিতে কান ঠেকিয়ে শুলো ভিক্টোরিয়া। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো ওয়েন। ঝটকা দিয়ে তুলে নিল রাইফেলটা। তারপর সামনে বাড়িয়ে তাক করল কাছের অশ্বারোহীর দিকে।

একই সময়ে ওকে দেখতে পেল আউট-ল। রিভলভার বের করেই গুলি করে দিল। দূরত্ব এবং গতির কারণে দেড় গজ দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

ট্রিগারে স্পর্শ পেতেই গুলি বেরিয়ে গেল ওয়েনের রাইফেল থেকে। স্যাডল থেকে খসে পড়ল লোকটা কাতর একটা ধ্বনি করে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওয়েন। দু'আঙুল মুখে পুরে ঠোঁট গোল করে তীক্ষ্ণ শিস দিল।

ঘোড়াটা আরোহী হারিয়ে দুলকি চালে নিজের পছন্দ মতো চলতে শুরু করেছিল, শিসটা কানে যেতেই জায়গায় জমে গেল। মুখ ঘুরিয়ে শব্দের উৎস খুঁজল। তারপর ওয়েন আরেকবার ডাক দিতেই ওর দিকে দৌড় দিল।

ঘোড়াটা আসছে, আরও দূরে তাকাল ওয়েন, দেখল দ্বিতীয় অশ্বারোহী টের পেয়ে গেছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত ছুটছে লোকটা। লিভার টেনে উইনচেস্টারের চেম্বার থেকে খালি কার্তুজের

খোসাটা ফেলে দিল ও, লিভার জায়গা মতো বসিয়ে দিতেই ম্যাগাজিন থেকে উঠে এলো তাজা কার্তুজ।

ওয়েনের ঘোড়াটা মনিবকে পেয়ে মাটিতে খুর দিয়ে আঘাত করছে, লাফিয়ে উঠছে সামনের দু'পায়ে, বারবার হ্রেষাধ্বনি করে আনন্দ প্রকাশ করছে।

'বসে থাকো,' ভিক্টোরিয়াকে বলল ওয়েন। 'দ্বিতীয়জনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

আগুয়ান আউট-ল এখনও সিকি মাইল দূরে, তবে কাছিয়ে আসছে দ্রুত। রাইফেল কাঁধে তুলে লক্ষ্যস্থির করল ওয়েন। আর চারশো গজ...তিনশো গজ...

ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনতে লাগল আউট-ল। একটা গুলি করেই আবার লিভার টানল ওয়েন, ভরে নিল তাজা কার্তুজ। আবার ট্রিগার স্পর্শ করল। প্রথম না দ্বিতীয় গুলিতে বোঝা গেল না, তবে কাজ যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওই ঘোড়ার স্যাডলটা এখন খালি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়েন, ভিক্টোরিয়াকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে বলল, 'পালাও এখান থেকে।'

'তুমি?'

'তৃতীয় লোকটাকে আটকাতে চেষ্টা করব আমি,' বলল ওয়েন, 'তুমি বরং চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য ঘোড়াটা ধরার চেষ্টা করো।'

নির্দেশটা পছন্দ হলো ভিক্টোরিয়ার। ওয়েন স্টিরাপের মতো করে হাতের তালু মেলে দিলে তাতে ভর দিয়ে উঠে বসল বিরাট স্ট্যালিয়নটায়। রাশ ধরে দক্ষ হাতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, ছুটল আরোহী শূন্য ঘোড়াটা ধরতে। ওটা তখন উদভ্রান্তের মতো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে চলেছে।

তৃতীয় আরোহী আরও আধ মাইল দূরে আছে। ওকে আর কাছে আসতে দেয়ার ইচ্ছে নেই, রাইফেল তুলেই গুলি করল ওয়েন। লক্ষ্য স্থির করেনি, করার প্রয়োজনও নেই, ভয় দেখাতে চেয়েছিল, ভয় পেয়েছে লোকটা। নিজের চোখে দেখেছে দুই সঙ্গীর কি হাল করেছে ওয়েন। ঘোড়াটাকে থামিয়ে ফেলল লোকটা। দূর থেকে ভাব দেখে মনে হলো শীঘ্রি মনস্থির করে নিয়ে পালাবে। ওয়েনের ধারণাই ঠিক,

আর এগোল না লোকটা, আধমাইল দূরে, রাইফেলের গুলি যতখানি দূরত্ব পর্যন্ত মারাত্মক সেই রেঞ্জের বাইরে থেকে গেল।

ওয়েনের পূর্ণ বিশ্বাস আছে মেয়েটা ঘোড়া ধরতে পারবে। ভিক্টোরিয়ার দিকে হাঁটতে লাগল ও সময় বাঁচানোর জন্যে।

কয়েক মিনিট লাগল ভিক্টোরিয়ার ঘোড়া ধরতে। লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠল ওয়েন। ভিক্টোরিয়ার পাশে এগোতে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। তৃতীয় আউট-ল এখনও সমান দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে পেছনে আসছে। পাহাড়ের দিক থেকে আরেকজন এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। ওয়েন বুঝল, লারকাসের গোপন আস্তানার সুস্থ কেউ আর বাদ নেই, যারা ওকে খুঁজছে না।

'তাহলে এইচ এলে তুমি যাবেই?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল ওয়েন।

বিরক্ত হলো ভিক্টোরিয়া। 'আবার একই কথা শুরু করেছ! আসলে কি করতে এখানে এসেছ সেটা জানার একটা অধিকার আমার এতক্ষণে হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হয়তো সত্যি তোমার জানার সময় হয়েছে। তার আগে মনটা শক্ত করে নাও। অনেক কথা বলার আছে আমার। ধরো কথার কথা যদি বলি, তোমার ভাই স্ট্যানই ওর বাবাকে গুলি করেছিল, পারবে সইতে?'

'কী!'

'হেনরি ল্যাংফোর্ড তোমার বাবা নয়।'

'উন্মাদের মতো কথা বলছ তুমি।'

'মোটেও না। যা বলছি জেনেশুনে বলছি। স্লিমিশকে তো চেনো, সে সবই জানে। স্ট্যানকে ভুল বুদ্ধি দিয়ে সর্বনাশ করেছে ওর। নিজের দলে টেনে নিয়েছে বুদ্ধু ছোকরাকে, প্রয়োজন ফুরালেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও ভেবেছিল জেলখানা থেকে বেরিয়ে আমি যদি মারা পড়ি তাহলে পথের কাঁটা দূর হয়। তোমাদের ব্যাপারে সবই যে জানি তা আমি বলছি না। তবে একেবারে কিছুই জানি না তাও নয়। নির্দ্বিধায় এটুকু অন্তত বলতে পারি যে হেনরি ল্যাংফোর্ড তোমার আপন বাবা নয়, ল্যাংফোর্ড আসলে স্ট্যানের বাবা।'

'ঠিক উল্টোটা বলছ তুমি। আমাকে কেউ দত্তক নেয়নি, কেউ বলতে পারবে না আমি আপন মেয়ে নই। সবাই জানে আমিই বাবার আসল মেয়ে। স্ট্যান পালক ছেলে, এটাও কারও অজানা নেই। তুমি নতুন এসে যা খুশি বললেই আমি মেনে নিতে পারি না।'

'এমেটের বয়স কত?'

'তেইশ।'

'আর তোমার?'

'একুশ। কিন্তু এসব প্রশ্ন করবার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি সেটা…'

'ইতিহাসে আছে মাউন্টিন মিডৌ ম্যাসাকারের কথা। সেই ম্যাসাকারের পরেই নাকি ল্যাংফোর্ড স্ট্যানকে দত্তক নেয়। এই তো তার বক্তব্য?

'হ্যাঁ।'

'ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। ওই সময়ে আমি ছিলাম ওখানে। তারপর গত পাঁচ বছরে যখনই সুযোগ পেয়েছি ওই ম্যাসাকারের ব্যাপারে নথি ঘেঁটেছি। কাজ আমার এখনও শেষ হয়নি, তবু নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি মাউন্টিন মিডৌ ম্যাসাকারের আগে পরে দুইশো মাইলের মধ্যে ল্যাংফোর্ড ছিল না। সে আর তার ছেলে ছিল এই উপত্যকায়।'

'কোথায় ছিলাম?'

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করল ওয়েন, তারপর মনে পড়তে বলল, 'গতরাতে তুমি বলেছিলে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে তোমার। মনে হয়েছে ওই গোপন উপত্যকায় আগেও কখনও এসেছ। আমারও ধারণা তুমি ছিলে ওখানে—সতেরো বছর আগে।'

'এসেই যদি থাকি তাহলে কার সঙ্গে এসেছিলাম?'

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। তবে হেনরি ল্যাংফোর্ড যদি মুখ খোলে তাহলে জানা সম্ভব।'

'বাবা জানে?'

'এখানে কি ঘটেছিল তার কিছুই ল্যাংফোর্ডের অজানা নয়।'

'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। ধাঁধা মনে হচ্ছে আমার সবকিছু। আমি যে কিছু জানি না এটা ছাড়া আর কিছু জানি না।'

'আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব। শৈশবের কোন স্মৃতি কি তোমার মনে আছে, মনে দাগ কাটে এমন কিছু?'

'বাবা ছিল,' চিন্তা করতে থামল ভিকি। একটু পরে বলল, 'আর র‍্যাঞ্চ। এছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'মার কথা মনে নেই?'

'আছে...হয়তো...কিছুটা। পরিশ্রান্ত চেহারার এক মহিলার কথা আমার মনে আছে। সেই আমার মা কিনা তা অবশ্য জানি না। যতদূর মনে পড়ে ঘোরের মধ্যে ছিল মহিলা।'

'ঘোর না ভয়?'

'ভয়ই হবে আসলে। সর্বক্ষণ কাঁদত। তারপর তার কি হয়েছে আমি জানি না, ওই মহিলার ব্যাপারে আমার স্মৃতি ওই পর্যন্তই।' ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ভিক্টোরিয়া। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'ওই উপত্যকায় যাওয়ার পর আমার স্মৃতি একটা নাড়া খেয়েছে। ওই অন্ধকারে তুমি যখন আমাকে ফেলে চলে গেলে দ্বিতীয় গার্ডকে বেহুঁশ করতে, তখন মনে হয়েছিল ঠিক এই একই ঘটনা আগেও ঘটেছিল। মা...সেই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াচ্ছিল। হঠাৎ পড়ে গেল। তারপর বিকট একটা আওয়াজ পেলাম...

'গুলির আওয়াজ?' তথ্য জুগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ওয়েন।

'আমি...আমি জানি না। হতো এমন আমার মনে হয়েছে কারণ ভয় লেগেছিল তুমি বোধহয় গার্ডকে মেরে ফেলবে। সেসব আসল কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে আমার মনে হয়েছে ওই উপত্যকায় আমি আগেও গিয়েছি। কেবিন দুটো, চারপাশে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা পাহাড় আর মা—সবই কেমন যেন পরিচিত।'

কথা না বলে কিছুক্ষণ ঘোড়া চালাল ওরা। গভীর চিন্তায় বুকের কাছে চিবুক ঠেকেছে ভিক্টোরিয়ার। মৃদু কণ্ঠে ওয়েন বলল, 'ল্যাংফোর্ড ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে ডেকেছ তেমন মনে পড়ে?'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল ভিক্টোরিয়া। তারপর মাথা নাড়ল।

'স্ট্যান কখন তোমাদের সঙ্গে বাস করতে এলো সেটা মনে আছে তোমার?'

'আছে। স্পষ্ট মনে আছে। তখন শুধু বাবা আর আমি ছিলাম

র‍্যাঞ্চে। তারপর স্ট্যান এলো আর সঙ্গে এলো…' ঝট করে মাথা তুলল মেয়েটা। ওর সরু হয়ে আসা চোখে চিন্তার ছাপ দেখতে পেল ওয়েন।

'আমি বলে ফেলেছিলাম সঙ্গে চাচাও এসেছিল। কিন্তু তা হতে পারে না। আমার কোন চাচা নেই।'

'চাচা ভাবতে গেলে কারও চেহারা কি তোমার মনে আসে?'

'বললে বিশ্বাস করবে না কার কথা মনে হয় আমার। রয় লারকাসকে দেখি আমি।'

'কেন তা জানো? ল্যাংফোর্ডের ভাই ও, চেহারা সেজন্যেই মেলে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও রয় লারকাস আমার চাচা?'

'না, আমি তা বলছি না। তবে রয় লারকাস হেনরি ল্যাংফোর্ডের ভাই। মনে আছে লারকাস গর্ব করে বলেছিল তার হাইডআউট আছে জেনেও হাজার খুঁজে কেউ বের করতে পারবে না? তাহলে গোপন ওই উপত্যকা ও নিজে খুঁজে পেল কি করে? এর একটা ব্যাখ্যাই আছে, লারকাস এখানে আগেও এসেছিল। হয় পনেরো কিংবা বিশ বছর আগে।

'ওয়েন, দেখো!' চমকে গিয়ে ডাক দিল ভিক্টোরিয়া হঠাৎ।

জীবনে খুব কমই অপ্রস্তুত হয়েছে ওয়েন। স্লিমিশের দেয়া তথ্যগুলোর সঙ্গে নিজের আন্দাজ মিলিয়ে ও এতই ব্যস্ত ছিল যে সামনের উপত্যকার দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিল ভিক্টোরিয়ার দিকে। মেয়েটার গলায় আতঙ্ক টের পেয়ে এবার তাকাল ওয়েন। দেখল রয় লারকাস আসছে তার আউট-ল দল নিয়ে। দূরত্ব আর একশো গজও নেই। কাছের একটা জঙ্গলের ভেতর ছিল তারা, এই মাত্র বেরিয়েছে ওখান থেকে।

আউট-ল নেতাকে বিশ্বাস করে না ওয়েন। রাইফেল হাতে তৈরি ও, মরতে হলে সঙ্গে কয়েকটাকে নিয়ে যাবে। তবে ও চায় না ব্যাপারটা গোলাগুলিতে গড়াক। ভিক্টোরিয়ার কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। চিন্তা করে দেখল, পিছাবার কোন পথ নেই, পাহাড়ের দিক থেকে আসছে আরও দুই আউট-ল। ঘেরাও হয়ে গেছে ওরা দু'জন।

ওয়েনকে রাইফেল তুলতে দেখে ইন্ডিয়ান রীতিতে হাতের তালু সামনে বাড়িয়ে আলোচনার ইঙ্গিত আর বন্ধুত্বের আহ্বান জানাল

লারকাস।

নিচু স্বরে ভিক্টোরিয়াকে বলল ওয়েন, 'গোলাগুলি যদি হয় এক মুহূর্তও দেরি না করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে তুমি।'

লারকাসের ছেলেরা তাদের ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে, কিন্তু লারকাস এগিয়ে এলো ওদের তিরিশ ফুটের মধ্যে। বিষ ঝরা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল ওয়েনের দিকে। তারপর বলল, 'তাহলে পালিয়েছ তুমি।' আউট-ল নেতার চোখ ওয়েনের পেছনের প্রেয়ারি ঘুরে এলো। 'এই ক'জনই কি বাকি আছে আর?'

'তোমার খেলা শেষ, লারকাস,' জবাবে বলল ওয়েন।

'অনেক বয়স হয়েছে আমার,' বলল লারকাস। 'ভাবছি কালই চলে যাব এখান থেকে। হয়তো পুবে কোথাও একটা খামার করব। তবে তার আগে এদিকের ঝামেলা শেষ করে যেতে চাই।' ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল সে। 'আমার সফলতার সঙ্গে তোমার স্বার্থও জড়িত।'

'তুমি কি আমার চাচা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ভিক্টোরিয়া।

লারকাসের গম্ভীর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখা গেল। ভিক্টোরিয়াকে এক নজর দেখে ওয়েনের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার।

'ঠিক কতটা জানো তুমি, ওয়েন?'

'প্রায় সবই।'

'তুমিই ভিক্টোরিয়াকে বলেছ?'

'সবটা নয়। ও বিশ্বাস করতে চাইছে না। সেজন্যে ওকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমার নিজেরও বিশ্বাস হতে চায়নি প্রথমে। স্লিমিশ বলেছে। ভাবছি তার উদ্দেশ্য কি, শুধু প্রাণের ভয়ে বলেছে বলে বিশ্বাস হতে চায় না।'

'তুমি কি আমার চাচা?' আবার জানতে চাইল ভিক্টোরিয়া।

'এই প্রশ্নের কোন জবাব আমি দেব না, জবাব দিতে পারবে হেনরি,' বলল লারকাস। ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'স্ট্যানের মাথার আর ঠিক নেই। আমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছে। আক্রমণে যাবে, ভাবছে সবাইকে শেষ করে দিয়ে নিজেই এই এলাকা পুরোটা ভোগ করবে। আমি ওকে বোঝাতে পারতাম এসবই স্লিমিশের ষড়যন্ত্র, প্রয়োজন ফুরালেই ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে লোকটা। কিন্তু তার আগেই ওর মাথা

খেয়ে বসে আছে স্লিমিশ। ওকে আমি চিনি। ও ছিল আমার দলের সবচেয়ে নীচ লোক।'

'স্ট্যানও কম নয়, অসম্ভব লোভী, তা নাহলে আশ্রয়দাতাকে গুলি করতে বাধেনি,' মন্তব্য করল ওয়েন।

'তুমি এখনও বিশ্বাস করো স্ট্যান অ্যাম্বুশ করেছে?'

'তুমি নিজে কি মনে করো?'

'আমারও তাই ধারণা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারকাস। 'পাপ নিজের বাপকেও মাপ করে না। ভুগতে ঠিকই হয়। আমার ধারণা হেনরি জানে কে তাকে গুলি করেছে, কার কারণে এখন পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে ও। জানলেও ওর মেনে নিতে কষ্ট হয় নিজের কাছে, অন্তত সেরকমই তো বুঝলাম।'

'স্ট্যান জানে যে হেনরি লারকাস তার বাবা?'

'জানলেও যে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো তা মনে হয় না। একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে ও।'

'স্ট্যান তাহলে বাবার আসল সন্তান, আমি নই?' বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল ভিক্টোরিয়া।

গলা খাঁকারি দিল লারকাস। মেয়েটার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। ওয়েনকে বলল, 'সব এখনও শেষ হয়ে যায়নি। র‍্যাঞ্চটা রক্ষা করা সম্ভব ওই অপদার্থ ছোঁড়ার হাত থেকে। চেষ্টা করে দেখবে? আমি তোমার পাশে থাকব, কথা দিতে পারি। এতে হয়তো আমার আর আমার ভাইয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

'তোমার সঙ্গে কাজ?' কোন চাল আছে কিনা ভাবল ওয়েন।

'আমি কথা দিতে পারি আমার ভেতরে কোন লোভ কাজ করছে না। কোন চালাকি করছি না আমি। শুধু চাই ভিক্টোরিয়ার র‍্যাঞ্চ ভিক্টোরিয়া ফিরে পাক।'

এক মুহূর্ত ভাবল ওয়েন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাব আমি তোমার সঙ্গে। তবে তোমার লোকদের সাবধান করে দাও যাতে আমার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।'

# একুশ

ওদের কারোরই সাহস নেই এইচ এল র‍্যাঞ্চে যায়। যে টিবির ওপর উঠলে এইচ এল দেখা যায় তার পঞ্চাশ গজ পেছনে থামল ওরা, যাতে সমস্যা দেখলে পিঠটান দেয়া সহজ হয়। লারকাস ধমকি দিয়েছে কিন্তু এইচ এল র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের এত কাছে আসতে চায়নি কোন আউট-ল। 'তোমার কোন বিপদ হলে আমরা পেছন থেকে কাভার দেব,' মোটা ঘড়ঘড়ে গলায় লারকাসকে বলেছে বিক্‌ল্‌। 'তাই বলে ভেবো না তোমার জন্যে বোকার মতো গিয়ে ফাঁদে পা দেব। ল্যাংফোর্ড তোমার ভাই, তুমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছ, তার জন্যে যে ঝুঁকি নিতে হবে সেটা তোমাকেই নিতে হবে।'

'আজ থেকে দল ভেঙে দিলাম আমি,' শান্ত স্বরে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে ওয়েনের পাশে চলে এলো লারকাস। টিবির দিকে যেতে যেতে, নিচু স্বরে ওয়েনকে বলল, 'এমনিতেই আমি দল ভেঙে দিতাম, সুস্থ জীবনে ফেরা দরকার। আর কত এই নিয়ত ঝুঁকি।'

টিবির ওপর ঘোড়া থামাল ওয়েন, ভিক্টোরিয়া আর লারকাস। তার দলের অবশিষ্ট পাঁচজন সুস্থ আউট-ল রওয়ানা হয়ে গেছে। এখানে কি হয়েছিল সে খবর অন্য কোন শহর থেকে সংগ্রহ করে নেবে তারা।

এইচ এল র‍্যাঞ্চ একটু পরই লোকে লোকারণ্য হবে।

একদল অশ্বারোহী র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের বেশির ভাগই অচেনা, এইচ এল র‍্যাঞ্চের কাউবয় নয়। টিবির ওপর ওদের দেখে তাকিয়ে আছে সবাই।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল ওয়েনের ছোট দলটা। র‍্যাঞ্চ হাউজ একশো গজ দূরে থাকতে থামতে ইশারা করল লারকাস। স্লিমিশকে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

দলবল নিয়ে ঘোড়া থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে স্লিমিশ।

নিজের শক্ত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন। আর সবার চেয়ে একটু সামনে বেড়ে কর্তৃত্বের সঙ্গে ঘোড়ায় বসে আছে।

রাইফেলটা চলে গেল লারকাসের কাঁধে। গম গম করে উঠল আউট-লর কণ্ঠ। 'স্লিমিশ, আমাকে তুমি ভাল করেই চেনো। তুমি জানো আমার গুলি ফস্কায় না। এই মুহূর্তে রাইফেলটা আমি তোমার বুকে তাক করে রেখেছি। কোন চালাকির চেষ্টা করবে না। সবাইকে বলো যেন গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দেয়। আমি বিশ গুনব, এরমধ্যে আমার কথা যদি শোনা না হয় তাহলে কপালে গুলি খাবে তুমি। কেউ অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালেও একই পরিণতি হবে।...এক...'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্লিমিশ। দূর থেকে মুখটা লাল দেখাচ্ছে। ঘামছে বলে মনে হলো। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'পনেরো!'

ঘাড় ফিরিয়ে কি যেন বলল স্লিমিশ। মাথা নাড়ল কয়েকজন। অসন্তুষ্ট মনে হলো স্লিমিশকে।

'সতেরো!'

'কি চাও তোমরা?' চড়া গলায় জানতে চাইল একজন র‍্যাঞ্চার।

'আমরা শুধু ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে কথা বলব,' বলল ওয়েন।

'উনিশ!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আউট-লর গলা।

কি যেন বলাবলি করছে র‍্যাঞ্চাররা। চাপা গলায় তাদের ধমক দিল স্লিমিশ।

'আমরা আসছি,' বলল ওয়েন। 'কেউ ভুলেও যদি অস্ত্রে হাত দাও তো খুন হয়ে যাবে।'

পায়ের গুঁতোয় ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল লারকাস। এখনও রাইফেল তাক করে রেখেছে স্লিমিশের বুকে। আউট-লর পাশে পাশে এগোল ভিক্টোরিয়া আর ওয়েন। কয়েকজন র‍্যাঞ্চার বাউ করল ভিক্টোরিয়াকে।

সিড স্লিমিশ। পরনে নীল জিন্সের কাপড়, পায়ে বুট জুতো। আজ আর সেলুনকীপারের পোশাকে নেই, ঊরুর পাশে ঝুলছে সিক্সগান।

স্লিমিশের বারো গজ সামনে থেমে দাঁড়াল ওয়েন।

লারকাসের রাইফেলের দিকে তাকাল স্লিমিশ। তারপর চোখ ফেরাল ওয়েনের দিকে। কঠিন সুরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম পালিয়েছ তুমি।'

'তাই?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ওয়েন। 'আমি হেনরি ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই, অবশ্য যদি সে এখনও বেঁচে থাকে।'

'বেঁচেই আছে এখনও,' বলল স্লিমিশ। চোখ দুটো অপমানে জ্বলছে। 'বাপের কথা জানবার এতই যখন শখ তাহলে ছেলের কথা শুনবে না?' হা-হা করে হাসল স্লিমিশ। 'ওই ডেঁপো ছোকরা নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিল। আমি ওকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছি। এখন এইচ এলের কোন লোকবল নেই।'

'স্ট্যান কোথায়?'

'শহরে আছে।' চোখ মিটমিট করে তাকাল স্লিমিশ। 'স্লোন ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল। স্ট্যান জানত না স্লোন আগাগোড়াই আমার লোক।' টিটকারির হাসি হাসল স্লিমিশ। 'ডেপো ছোঁড়া এতই চালাক যে চালাকির চোটে নিজের বাপকে মেরে ফেলেছে প্রায়। তখন অবশ্য জানত না নিজের বাবা। যখন জানল তখন দেখার মতো হয়েছিল চেহারাটা। বেচারা খেপে উঠেছিল, সবাইকে নাকি মেরে ফেলবে। স্লোনের সঙ্গে লাগতে গিয়েই মরে গেছে।'

'তাহলে এইচ এল দখল করতে এসেছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমরা?' অন্য রাঞ্চারদের দিকে তাকাল ওয়েন।

অস্বস্তির সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল কয়েকজন। রুবেন বলল, 'আমরা হেনরি ল্যাংফোর্ডের বক্তব্য জানতে এসেছি।'

'তুমি কেন এসেছ, স্লিমিশ, শুধু কথা শুনতে?'

'না, ওয়েন, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ করতে।' ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির রেখা দেখা গেল স্লিমিশের। 'রয় লারকাস। তুমি তো আমাকে চেনো। তোমার সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নেই।'

চুপ করে থাকল লারকাস।

'এবার তাহলে বিদায় নিতে হয়। তোমার জন্যে অনেক দেরি

করেছি, ওয়েন,' কথাটা বলেই ড্র করে বসল স্লিমিশ।

এমনিতে ওয়েন যথেষ্ট সতর্ক, কে কখন আক্রমণে যেতে পারে সেটা বোঝার একটা সহজাত ক্ষমতাও আছে ওর। কিন্তু আজকে ক্ষণিকের জন্যে বোকা হয়ে গেল। স্লিমিশের হাত নড়ছে দেখেই ঘোড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল ওয়েন, বসে পড়ল, ড্র করল সঙ্গে সঙ্গে। টের পেল ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ একটা আওয়াজ করে চলে গেল স্লিমিশের বুলেট। স্যাডলে বসে থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত ওয়েন। দেরি না করে স্লিমিশের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার স্পর্শ করল ও। দেখল স্লিমিশের বুকে রক্তের একটা ছাপ আগেই ধরেছে। ওয়েনের বুলেটের ধাক্কায় ঘোড়ার পিঠে চিত হয়ে গেল লোকটা। তারপর খসে পড়ল স্যাডল থেকে।

রাইফেলটা এবার রুবেনের বুকে তাক করল লারকাস। স্লিমিশের লাশের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি হেনরির ভাই কথাটা ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি।'

কেউ নড়ছে না। একটা অস্থিরতা সবার মধ্যে। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যেকোন কিছু।

'আমরা শুধু কথা বলব,' আবারও বলল ওয়েন। র‍্যাঞ্চারদের দিকে তাকাল। 'তোমরাও চলো আমাদের সঙ্গে। তবে চালাকির চেষ্টা কোরো না, লারকাস পেছনে থাকবে, তোমাদের ওপর নজর রাখবে।'

একটু ইতস্তত দেখা দিল লোকগুলোর মধ্যে। তারপর ওয়েনের কথা অনুযায়ী কাজ করলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই অনুভব করে মাথা দোলাল কয়েকজন।

সবাই এগোল ওরা র‍্যাঞ্চ হাউজ লক্ষ করে। সবার পেছনে আসছে লারকাস।

কাউবয়রা সবাই উঠানে দাঁড়িয়ে, থমথম করছে মুখ। ওয়েন, ভিক্টোরিয়া আর র‍্যাঞ্চাররা ঢুকল হেনরি ল্যাংফোর্ডের শোবার ঘরে। সবার পেছনে রাইফেল হাতে লারকাস। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল র‍্যাঞ্চার ছাদের দিকে। চোখের কোণে ওদের দেখে বুক চিরে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। দৃষ্টি স্থির হলো ভিক্টোরিয়ার ওপর। বিড়বিড় করে বলল, 'মাপ করে দে, মা।'

'বাবা!' দৌড়ে কাছে যেতে গিয়েও সামলে নিল ভিক্টোরিয়া।

শান্ত গলায় লারকাস বলল, 'ওয়েন ওকে বলে দিয়েছে।'

'ভালই হলো তাহলে,' হাসার চেষ্টা করল হেনরি। 'আমি মারা যাওয়ার আগে সত্যিটা ও জেনেছে সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

'তাহলে সত্যি?' টপটপ করে জল নামল ভিক্টোরিয়ার গাল বেয়ে। 'কারও কথা আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু তুমিও বললে...'

'তোমার বাবার নাম ছিল র‍্যান্স মার্টিন্ডেল,' বলল ওয়েন। 'মার্টিন্ডেলকে বিয়ের আগে তোমার মায়ের নাম ছিল হেলেন হেন্ডারসন। বয়সের বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও তোমার মামা আমার বন্ধু ছিল। মৃত্যুর আগে আমাকে একটা কাজ দিয়ে যায় সে, আমি যাতে খুঁজে বের করি তার বোনকে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল ভিক্টোরিয়া। নিজেকে কেমন যেন হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা মেয়ের মতো লাগছে।

'সেজন্যেই আমাকে তুমি এতদিন ধরে খুঁজেছ,' মৃদু স্বরে ওয়েনকে বলল হেনরি। 'হেন্ডারসন নিজেও হয়তো হাল ছেড়ে দিত।' বড় করে শ্বাস টানল ল্যাংফোর্ড। বিছানার চাদর খামচে উঠে বসতে চাইল। বলল, 'আজকে আমি তোমাদের আমার কিছু কথা বলব, যদি বিরক্ত না হও।' সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার। বসে থাকতে পারবে না বুঝে আবার বিছানায় চিত হলো। শুরু করল: আমি আমার ভাইয়ের মতোই আউট-ল ছিলাম। এক বাচ্চা রেখে আমার বউ মারা যায়। তারপর অন্য কোন মেয়ের দিকে আমি ফিরেও তাকাইনি। তারপর এলো মার্টিন্ডেল। তার আগেই বেআইনী কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। গোপন উপত্যকায় র‍্যাঞ্চ করেছে তখন মার্টিন্ডেল। আমাকে চাকরিতে নিয়েছে। ছোট একটা ফার্মস্টেড মতো। বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ওর। কিন্তু আমার ছিল। এটাকে তোমরা লোভ বলতে পার, কিংবা যা খুশি, আমি প্রেমে পড়ে গেলাম মার্টিন্ডেলের বউয়ের।' ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকাল ল্যাংফোর্ড। 'আমি খুন করলাম তোমার বাবাকে। ভেবেছিলাম তাহলে তোমার মাকে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু ও দেখে ফেলল ওর স্বামীকে আমি খুন করেছি। গুলি করতে দেখেছিল। তারপর কেমন যেন গুটিয়ে গেল ও। কি যেন ভাবত সর্বক্ষণ। আমি তখনও

মার্টিন্ডেলের আবিষ্কার করা ওই ছোট উপত্যকায় আছি। একরাতে ও পালাল।' হাঁপাতে লাগল ল্যাংফোর্ড।

জগ থেকে পানি ঢেলে দিল ভিক্টোরিয়া, ল্যাংফোর্ডের মাথা একটু উঁচু করে খাইয়ে দিল। অল্প একটুই খেতে পারল ল্যাংফোর্ড। ভিক্টোরিয়ার দিকে চোখ পড়তেই গাল বেয়ে অশ্রু নামতে শুরু করল লোকটার। 'আমি ওকে খুঁজতে বেরলাম। সঙ্গে তোমাকেও নিলাম। তোমার কারণেও যদি ও ফেরে। আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম। ততদিনে স্বামীর শোকে ও পাগল হয়ে গেছে। সে-রাতে কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করে ওর কোন হদিস না পেয়ে আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরলাম। পরদিন পেলাম ওর লাশ। জানি না কেন মারা গেছে। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সদ্য ফোটা একটা ফুল।'

'শুধুই ভালবাসা ছিল, পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবার কোন ইচ্ছে ছিল না তোমার?' জানতে চাইল ওয়েন।

'বড় হতে কে না চায়। তবে ওই টাকা আমি মেরে দেইনি। অদ্ভুত একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল আমার ভিক্টোরিয়ার প্রতি। বিচার করে দেখিনি গভীর ভাবে, তবে মনে হয় ও হেলেনের মেয়ে বলেই হবে হয়তো। আমি চেয়েছিলাম বড় হলে স্ট্যানের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব, যাকিছু ওর সবই ফিরে পাবে ও। কিন্তু স্ট্যান যে কতটা অমানুষ হয়ে গেছে জানার পর...' আপন মনে হাসল হেনরি। বিষণ্ণ সুরে বলল, 'এ একরকম ভালই হলো। স্ট্যান আর নেই। কেউ ভিক্টোরিয়াকে বিরক্ত করবে না।'

'ওর আর থাকলোই বা কি!' বলল লারকাস। 'সবই তো অন্য র‍্যাঞ্চাররা দখল করে নেবে।'

খুক খুক করে কাশল কয়েকজন র‍্যাঞ্চার।

মাথা নাড়ল হেনরি। 'পারবে না।' সবার ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'আত্মাভিমানে কাউকে বলিনি, কিন্তু এইচ এল র‍্যাঞ্চের পুরোটা জমি আমি ক্লেইম ফাইল করে রেখেছি।'

র‍্যাঞ্চারদের দিকে চট করে তাকাল ওয়েন। হতাশায় চেহারা কালো হয়ে গেছে সবার।

বলে চলেছে বুড়ো র‍্যাঞ্চার: 'ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ হাজার ডলার আমি পানিতে ফেলিনি। আমার টেবিলে ভিক্টোরিয়া প্রয়োজনীয় কাগজগুলো পেয়ে যাবে। ট্যাক্সের রশিদ আর যা যা দরকারী। কেউ ভিক্টোরিয়ার অনুমতি ছাড়া এই জমিতে গরু চরাতে পারবে না। এই সমস্ত জমি আসলে ভিক্টোরিয়ার। আমার উইলেও তাই লেখা আছে। আমি স্ট্যান আর ভিক্টোরিয়াকে উইলে সমান ভাগ দিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম স্ট্যান যদি ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করে...' চোখ বন্ধ করল ল্যাংফোর্ড। হাতের ইশারা সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল। পরমুহূর্তে বলল, 'আমি এখন পঙ্গু। ভিক্টোরিয়া, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মতো মনে করেছি। তবু তুমি যদি চাও তাহলে আমি চলে যাব এখানে থেকে।'

'কোথায় যাবে! কেন যাবে, হ্যাঁ? কোথায় যাবে তুমি?' ফোঁশ করে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'লজ্জা করে না তোমার। এতগুলো বছর যে আমাকে বাবার আদর দিলে সেটুকুর প্রতিদান দেয়ার উদারতা আমার নেই? চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি কিচেনে যাচ্ছি, নাস্তা নিয়ে আসছি।'

'একটা কথা, ল্যাংফোর্ড,' বলল ওয়েন, 'ভিক্টোরিয়া মেয়ে মানুষ। বিশ্বস্ত কর্মচারী ছাড়া এতবড় র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে না।'

'পারবে,' ক্ষীণ গলায় বলল ল্যাংফোর্ড। 'লারকাস আছে। ও যে আউট-ল সেটা শুধুই নামে, কোনদিন কেউ ওর কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারবে না। ও ভিক্টোরিয়াকে সাহায্য করবে। তাছাড়া তুমি আছ। তুমি নিশ্চয়ই বিপদের মুখে ওকে ফেলে চলে যাবে না?'

লজ্জায় লাল চেহারায় চকিতে একবার ওয়েনকে দেখল ভিক্টোরিয়া, তারপর চলে গেল কিচেনের দিকে।

চোখ বন্ধ করল ল্যাংফোর্ড। 'আমি একটু বিশ্রাম নেব, তোমরা যদি কিছু মনে না করো।'

হেনরি ল্যাংফোর্ডের ঘর ছেড়ে উঠানে চলে এলো সবাই। সমবেত কাউবয়দের দিকে ফিরল ওয়েন। সংক্ষেপে জানাল হেনরি ল্যাংফোর্ডের বক্তব্য। দেখল কারও চেহারায় কোন অসন্তুষ্টি নেই। টাকার বিনিময়ে রক্ত পানি করা পরিশ্রম করে ওরা। লড়াই করতে হলে লড়াই করে। কিন্তু সবই করে জীবিকার জন্যে। শান্তিতে থাকতে পারলে অযথা কেউ

ঝামেলায় জড়ায় না। র‍্যাঞ্চারদের যেহেতু কোন বক্তব্য নেই, এবং ঘোড়ার দিকে হাঁটছে তারা, কাউবয়রাও ওয়েনের দিকে পেছন ফিরল নিশ্চিন্তে। একটু পরেই ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল সবাই। ফাঁকা হয়ে গেল এইচ এল র‍্যাঞ্চের উঠান। শ্রাগ করে রাস্তার দিকে তাকাতেই চমকে গেল ওয়েন। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কে যেন। একেবারে ওয়েনের গায়ের সামনে এসে ঘোড়া থামাল লোকটা ।

ওয়েনকে বিস্মিত দেখে হাসল যুবক। বলল, 'জানতাম না পাব, তবু তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি।'

ভ্রূ উঁচু করল ওয়েন। 'আমি এখানে সেটা জানলে কি করে?'

'স্লোন আমাকে পাঠিয়েছে। যাবার আগে বলে গেছে ওর সঙ্গে তোমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। বলেছে এখানে তোমাকে পেতে পারি।'

স্ট্যানকে মারার অনুশোচনা? ভাবল ওয়েন, ছেলেটাকে স্যাম পছন্দ করত। আবার এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত নার্ভে কুলায়নি, নাহলে ভাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল না কেন? ভয় পেয়ে পালিয়েছে, না সুযোগের সন্ধানে আছে? আপাতত লোকটার ব্যাপারে স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। শ্রাগ করল ওয়েন, বিড়বিড় করে শুধু একটা কথাই বলল, 'আমি জানতাম ও আসল স্লোন নয়।'

'বলেছে খবরটা তোমাকে দিলে তুমি আমাকে বিশ ডলার দেবে।'

'আমি জানতাম ও ছোটলোক,' গম্ভীর হয়ে উঠল ওয়েনের চেহারা। যুবক কাউবয়ের দিকে তাকাল। 'ভবিষ্যতে এধরনের কথা কেউ বললে তার কাছ থেকে মজুরী নিয়ে তারপর কাজে নেমো।' বাঙ্ক হাউজ দেখাল ও। 'হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নাও। তোমার তো কোন কাজ নেই বুঝতে পারছি। এখন থেকে তুমি এইচ এল র‍্যাঞ্চে কাজ করবে। বেতন মাসে তিরিশ ডলার।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে কাউবয়ের দিকে তাকাল ওয়েন। 'চলবে?'

'ইয়েস বস!' খুশিতে ঝলমল করে উঠল যুবকের চেহারা। বলল, 'আমি এলিসের র‍্যাঞ্চে কাউবয় ছিলাম। আরও তিনজন আছে। সবাই ভাল লোক। তুমি বললে ওদেরও খবর দিতে পারি।'

'আমি নই, এ আসলে ফোরম্যান,' লারকাসকে দেখাল ওয়েন।

'হ্যাঁ, তাদেরও লারকাসের দরকার।'

'বিশ্রাম নিয়ে আমি ওদের খোঁজে যাব।'

চলে গেল কাউবয় বার্নের দিকে। ঘোড়াটা রেখে বাঙ্ক হাউজের গিয়ে বিশ্রাম নেবে।

এতক্ষণ চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লারকাস। এবার শ্রাগ করে বলল, 'আমার মনে হয় না আসলে এখানে আমার কোন প্রয়োজন আছে।'

'এখন আর ঘুরে বেড়াবার বয়স নেই তোমার,' জবাবে বলল ওয়েন। 'তাছাড়া কাউকে না কাউকে ভিক্টোরিয়ার পাশে দরকার।'

'তুমি তো আছ।'

মাথা নাড়ল ওয়েন। 'যেকাজে এখানে এসেছিলাম সে-কাজ শেষ হয়েছে। এখন হেন্ডারসন শান্তিতে ঘুমাতে পারবে। এবার আমি চলে যেতে পারব নিশ্চিন্তে।'

'কিন্তু র‍্যাঞ্চের কাজ আমি ভাল জানি না ' অনিশ্চিত শোনাল লারকাসের গলা।

'শিখে নেবে। কঠিন কিছুই নয়।' বাঙ্কহাউজের দিকে পা বাড়াল ওয়েন।

রাতে ডাইনিং রুমে খেতে বসেছে ওরা। লারকাস আর তরুণ কাউবয় বোধহয় যুক্তি করে এসেছিল। দ্রুত খেয়ে উঠে চলে গেল তারা কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে।

ওয়েন আর ভিক্টোরিয়া টেবিলে উল্টোদিকে বসেছে। কোন কথা হলো না ওদের মাঝে। চোখ তুলে একবারও তাকাচ্ছে না ভিক্টোরিয়া।

ওয়েন খাওয়া সেরে বাঙ্ক হাউজে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ধীর কিন্তু দৃঢ় পায়ে চলে এলো দরজার কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি, ভিক্টোরিয়া।'

'কোথায়?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'নিজের পথে।'

'তুমি কি আসলেই থাকবে না?'

নীরবে মাথা নাড়ল ওয়েন।

'তুমি একটু গুছিয়ে দিয়ে যাবে না?'

'লারকাস আছে। নতুন লোকও আসবে। কাজ কারও জন্যে থেমে থাকে না।'

বার্নে চলে এলো ওয়েন। ঘোড়া নিয়ে উঠানে আসার পর অনুভব করল মেয়েটার দৃষ্টি ওর পিঠে সেঁটে আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়া। ঘোড়ায় চড়ল ওয়েন। পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। কোমল স্বরে বলল, 'চলে যাচ্ছ, বাধা দেব না। তোমার জন্যেই নিজের পরিচয় জানতে পেরেছি আমি। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করব সে স্পর্ধা আমার নেই।'

মৃদু হাসল ওয়েন। ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল। একসময় অন্ধকারে ছুটতে শুরু করল ওর স্ট্যালিয়ন। স্যাডলে ঋজু হয়ে বসে আছে ওয়েন। অনেকের জীবন কেড়ে নিয়েছে পশ্চিম। একদিন ওরটাও নেবে।

***